বিদগ্ধ গোপাল লীলামৃত

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কৃত বিদগ্ধ-মাধব নাটকাবলম্বনে লিখিত।

প্রণেতা ও প্রকাশক

শ্রীরাম প্রসন্ন ঘোষ।

গোবরহাটী।

শ্রীগৌড়ভূমি পত্রিকালয় হইতে প্রকাশিত।

মুর্শিদাবাদ, সৈদাবাদ-বিশ্ববিজয় প্রেসে

ও

কণিকা প্রেসে মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান।

গোবরহাটী, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ

প্রকাশকের নিকট।

সন ১৩০৯—১৩১১ সাল।

পূর্ণ মূল্য ১৷৹ টাকা।

অসমর্থ মূল্য ১৶৹ মায় মাশুল।

শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ ॥

বিদগ্ধগোপাল বিলাসিনীনাং সম্ভোগ চিহ্নাঙ্কিত সর্ব্বগাত্রং।
পবিত্রমাম্নায় গিরামগম্যং ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীত চৌরং ॥
উদ্গায়তীনামরবিন্দ লোচনং ব্রজাঙ্গণানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থন শব্দ মিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ।

বিজ্ঞাপন।



শ্রীপাদ গোস্বামীগণের গ্রন্থ ভাণ্ডারে কি অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত প্রেমামৃত সঞ্চিত আছে, কি অদ্ভুত চিন্তাশীলতা ও গবেষণার পরিচয় আছে, তাহার অনুসন্ধান আজিও সমাজে প্রচুর পরিমাণে আরম্ভ হয় নাই; কারণ সে অমৃত ভাণ্ডার সংস্কৃতের কঠিন কবাটে আবদ্ধ। ঐ গ্রন্থ ভাণ্ডারের সুধাসার শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ প্রণীত বিদগ্ধ-মাধব ও ললিত-মাধব নাটকদ্বয়, শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে ও শক্তি বলে নিভৃত সমাধি যোগে এই অনুপম নাটক-দ্বয় প্রস্তুত করেন, কিন্তু ইহা কঠিন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত বলিয়া সকলে ইহার রসাস্বাদ গ্রহণে অবসর পান না। শ্রীপাদের এই সমাধিগম্য প্রত্যক্ষ দর্শনসিদ্ধ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলামৃত যাহাতে অবাধে সমাজের সকল ব্যক্তিই আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারেন এবং যাহাতে এই দুর্লভ প্রেমপ্রবাহ সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া সমাজের অভাব মোচন হয়, তাহার জন্য আমি শ্রীরূপ চরণ করুণাশ্রয়ে ঐ অপূর্ব্ব বিদগ্ধ-মাধব নাটকের মর্ম্মানুবাদ করিলাম। অবিকল অনুবাদ করিলে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য হইত না, কারণ সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ সুললিত হয় না এবং অনেক স্থল দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা রক্ষার জন্য আমি ঐ গ্রন্থের অবিকল মর্ম্ম লইয়া সুললিত নবন্যাস ধরণে অথচ ভক্তিশাস্ত্রের গাম্ভীর্য্য যথা শক্তি রক্ষা করিয়া এই বিদগ্ধ গোপাল লীলামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম। ইহা ভাবুকভক্ত ও উপন্যাসাশক্ত নব্য পাঠক উভয় শ্রেণীরই মনোরঞ্জক হইবে বলিয়া আশা করি।

সন ১৩০৮ সালে মৎসম্পাদিত শ্রীগৌড়ভূমি মাসিক পত্রিকায় ইহার ১ম অঙ্ক বাহির হইয়াছিল। মাসিক বন্দ হইলে বহু মহাত্মার বিশেষ অনুরোধে ও কৃপা সাহায্যে ১৩০৯ সাল আশ্বিন হইতে ত্রৈমাসিক রূপে শ্রীগৌড়ভূমি চালাইয়া উহাতে ক্রমশঃ কেবল এই বিদগ্ধগোপাল লীলামৃত গ্রন্থ খানি বাহির করিয়া ১৩১১ সালে সপ্ত অঙ্ক পূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থখানি সমাধা করিলাম। যে সকল মহাত্মা গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য দিয়া এবং বিবিধ প্রকারে উৎসাহ লিপি লিখিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মা জনের চরণস্তম্ভে

চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আমি চিরবদ্ধ রহিলাম। শ্রীশচী নন্দন তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন।

দীনাতিদীন শ্রীরাম প্রসন্ন ঘোষ।

গোবরহাটী।



সমালোচনা।

বাঁকুরা দর্পণ ১৯০৪।২৩ জুন।

শ্রীশ্রীগৌড়ভূমি। ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীরাম প্রসন্ন ঘোষ। গোবরহাটী, পোঃ গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ—হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার্ষিক ॥/০ আনা মাত্র। ১৩১০ সালের চারি সংখ্যা পত্রিকা বাহির হইয়াছে। উপহার (১) ভক্তনির্য্যাণ (২) রাগমালা (৩) বৈষ্ণবব্রতবিধান। সমাজে আজ কাল অনেকগুলি বৈষ্ণব-পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, শ্রীগৌড়ভূমি তন্মধ্যে একখানি প্রধান পত্রিকা। অন্যান্য মাসিক, ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক পত্রের ন্যায় উহার কলেবর বিবিধ বিষয়ের সমাবেশে পূর্ণ নহে। আলোচ্য খণ্ডে শ্রীবিদগ্ধ গোপাল লীলামৃত নামক একখানি সুন্দর গ্রন্থের তৃতীয় অঙ্ক পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই লীলামৃত শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত বিদগ্ধ মাধব নাটকাবলম্বনে লিখিত। উহা মূল গ্রন্থের অনুবাদ নহে, মর্ম্মানুবাদ। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য প্রায়ই নষ্ট হয়; কিন্তু লীলামৃত এরূপ সরল ও সুখপাঠ্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, মনে হয় যেন কোন মৌলিক গ্রন্থ পাঠ করিতেছি। ভাব ও ভাষার অসাধারণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া উহা লিখিত হইয়াছে; ভাবের উচ্ছাসের সহিত ভাষার লালিত্যের সংযোগ হওয়ায় উহা পাঠ করিতে বসিলে কৌতুহল বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং উহা যেন কি এক অপার্থিব আনন্দ প্রাণের মধ্যে ঢালিয়া দেয়। যুগল কিশোরের প্রেম সেবায় ও নিত্যোৎসবময়ী লীলায় প্রবেশের জন্য যে সকল অপ্রাকৃত প্রেমরস পিপাসু ভক্তের লোভোৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা এই লীলামৃত পাঠ করিয়া অপার্থিব আনন্দ উপভোগ করিবেন, ইহা আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি। এই গ্রন্থখানিকে আমরা "অমৃতভাণ্ড" আখ্যায় অভিহিত করিতে চাই; ভক্ত পাঠকগণ উহা হইতে সুধাপান করিয়া ধন্য হউন।

ক্ষীর-সমুদ্র-সমুদ্ভূত সুধাধার নবসুধাকর কুমুদামোদী জ্যোৎস্নারাশি ছড়াইয়া বাসন্তী রজনীকে যেরূপ সুখময়ী করিয়া তুলে, এই লীলামৃত আমাদের হৃদয়কে প্রেমভক্তি ভাবের কৌমুদীতে প্লাবিত করিয়া তদ্রূপ আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ প্রত্যেক ব্যক্তির এই লীলামৃত পাঠ করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে এই পত্রিকার আদর হউক, আমরা এ কামনা অন্তরের সহিত করিতেছি। সাধারণতঃ বৈষ্ণবগণ দরিদ্র বিবেচনা করিয়া সম্পাদক মহাশয় পত্রিকার মূল্য সুলভ করিয়াছেন, বার্ষিক ॥/০ আনায় এরূপ একখানি সুন্দর পত্রিকা এবং উপহার গ্রন্থাবলী প্রদান করা সহজ ব্যাপার নহে; সম্পাদকের উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন নহে, প্রেমভক্তি প্রচারের সহায়তা করা। যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব-সম্পত্তির অধিকারী, তাঁহারা সম্পাদক রাম প্রসন্ন বাবুকে সাধ্যমত উৎসাহিত করিবেন আশা করা যায়। শ্রীগৌড়ভূমি সমাদর প্রাপ্ত না হইলে বুঝিব, বৈষ্ণবসমাজও প্রকৃত গুণের ও গুণীর আদর উপলব্ধি করিতে অসমর্থ।

ভক্তি পত্রিকা ১৩১১। আশ্বিন, কার্ত্তিক।

ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাম প্রসন্ন ঘোষ লিখিত ও সম্পাদিত "শ্রীশ্রীগৌড়ভূমি" নাম্নী ত্রৈমাসিকী পত্রিকার তিন সংখ্যা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব রসবস্তু শ্রীশচীনন্দন প্রেরণারূপে সর্ব্বজন পূজ্য শ্রীরূপ গোস্বামী মহারাজের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। শ্রীরূপের লেখনী সে রসের উৎস। তাঁহার লিখিত অক্ষরমালা সে অমৃতের ধারা। আমাদের আশাস্থল রাম প্রসন্ন বাবু এ হেন গোস্বামী পাদ মহাশয়ের বিরচিত বিদগ্ধ মাধব নাটকের বিচিত্র লীলা অবলম্বন করিয়া নিজ ভাব যোগে "বিদগ্ধ গোপাল লীলামৃত" নামে গ্রন্থ সুললিত সরল অথচ গভীর বঙ্গ ভাষায় লিখিয়াছেন এবং অনুরাগ শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, এবং সম্প্রতি তাহাই এই পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীপাদ গোস্বামীগণের সকল গ্রন্থই এই প্রকারে প্রকাশ করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই পত্রিকার পাঠক যে কয়টীকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারিয়াছি, তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন "পড়ি, আবার পড়ি, সাধ মিটেনা। পড়িতে কি এক রসের প্রবাহে ডুবিয়া যাই।" হে সাহিত্যানুরাগিন্! সাহিত্যের ভাবে পড়িতে চাও, বিদগ্ধ গোপাল

লীলামৃত পাঠ কর। তুমি নাটক পড়িতে চাও, বিদগ্ধ গোপাল লীলামৃত পাঠ কর। তুমি হৃদয়ের আগুন, সর্ব্ববিধ কাম নির্ব্বাপিত করিয়া বিরামানন্দ লাভ করিতে চাও, বিদগ্ধ গোপাল লীলামৃত পাঠ কর। শ্রীগৌড়ভূমি গ্রন্থাবলী পাঠ কর।

বস্তুতঃ গোস্বামীগণ বিরচিত ভক্তি শাস্ত্র গ্রন্থাদির অনুশীলন না করিলে ভক্তিতত্ত্বে চৈতন্য জন্মায় না এবং শুদ্ধ প্রেমভক্তি ও রসের সঞ্চার হয় না। সে সকল মূল গ্রন্থ সংস্কৃতে, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের উপকারে আইসে না, দুর্ল্লভ রস দুর্ল্লভই রহিল। ভক্তির চীৎকার, হৈ চৈ কারখানা আজ কাল দেশে কম নয়; কিন্তু মূল নাই, কিঞ্চিৎ থাকিলেও বারিসেক নাই, সার বাঁধিতেছে না। রাম প্রসন্ন বাবু তদভাব-নিরসন সঙ্কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং সাংসারিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সর্ব্বজন মঙ্গলকর সুতরাং শুভ অথচ দুরূহ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বল দিন। তাঁহার লিখিত যে সৎযুক্তি ও ওজস্বিতাপূর্ণ প্রবন্ধটী পরমারাধ্যা "ভক্তি" পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পাঠে বেশ বুঝা যায় যে তিনি প্রচলিত বিকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের যথার্থ সংস্কারক। এবং তদ্বারা ইহাও অনুভব করা যায় যে তিনি যে বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি সেই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত বৈষ্ণব জনোচিত কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং তাঁহার তদুচিত আশাপ্রদ প্রাণ, হৃদয়ের বল, এবং লেখনীর বল এবং বিদ্যা বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞতা ও রসজ্ঞতা আছে, নাই কেবল টাকার বল। তাঁহার কৃতকার্য্যতার উপর যখন বৈষ্ণব সমাজের ভাবী মঙ্গলোন্নতি (দেখা যায়) নির্ভর করিতেছে, তখন বৈষ্ণব মাত্রেরই চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া, তাঁহার এই মহদনুষ্ঠানে ও সদ্‌তে সহানুভূতির সহিত যোগদান করা কি অবশ্য কর্ত্তব্য নয়? তাঁহাকে অর্থ দিয়া সাহায্য করা কি বিধেয় নহে? সদাশয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ইহা কি অর্থ ব্যয়ের প্রশস্ত বিষয় নহে? আমরা আশা করি মহাত্মাগণ রাম প্রসন্ন বাবুর পৃষ্ঠ পোষক হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের ছাঁদাপড়া চক্ষুর ছাঁদা উন্মোচন করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপামৃত লাভে জীবন সফল করিবেন। এবম্বিধ অনুষ্ঠান প্রভুর উচ্চ সেবা।

শ্রীকালীশ্বর বসু, ভাগ্যকুল, ঢাকা।

গ্রন্থকারের বংশপরিচয়।



উড়িষ্যা বেহার বঙ্গ রাজ্য অধিপতি। মুর্শিদের রাজধানী তার অন্তঃপাতী ॥
বঙ্কিম দ্বারিকা দুই নদীর সঙ্গমে। গোরক্ষনাথের হাট গোবরহাটী নামে ॥
সেই গ্রাম দিলা ফতেসিংহ অধিপতি। পঞ্চানন ঘোষ তথা করিলা বসতি ॥
কায়স্থ উত্তর রাঢ়ী মজুন্দার খ্যাতি। আলিবর্দ্দী নবাবের প্রিয়পাত্র অতি ॥
প্রতিষ্ঠিলা শিবলিঙ্গ পঞ্চাননেশ্বর। পৈত্রিক বিগ্রহ রাধামাধব সুন্দর ॥
বৃহৎ দীর্ঘিকা দিলা বিশ বিঘা জলা। বহু ব্যয়ে সুবৃহৎ ঘাট বান্ধাইলা ॥
সেতু পুল আদি বহু কীর্ত্তি সুপ্রকাশ। নিজগ্রামে দিলা বহু কায়স্থের বাস ॥
তাঁর পুত্র করুণাময় সাহেব রাম খ্যাতি। করাইলা নিজ গ্রামে ব্রাহ্মণ বসতি ॥
শিবপ্রসাদ নন্দকুমার রাজকিশোর নাম। তিন পুত্র বৈষ্ণব করিলা নিজ গ্রাম ॥
সেবা প্রতিষ্ঠিলা রাম রাজ-রাজেশ্বর। স্বোপার্জ্জিত ধনে হৈলা বহু গ্রামেশ্বর ॥
নন্দকুমারের পুত্র নাম গুরুদাস। এক মাত্র পুত্র রাখি গেলা স্বর্গবাস ॥
পঞ্চানন বংশধর নাম গদাধর। বংশের উজ্জ্বল দীপ মহা গুণধর ॥
আদর্শ পুরুষ বলি বিখ্যাত সমাজে। গদাধর সম গুণ অন্যে নাহি সাজে ॥
সর্ব্বদেশ ব্যাপী যাঁর অব্যাহত যশ। যাঁহার চরিত্রে নাই নিন্দার পরশ ॥
মধুর স্বভাবে যাঁর মুগ্ধ সব জন। সুশান্ত গম্ভীর-মূর্ত্তি বৈষ্ণব লক্ষণ ॥
পণ্ডিতে পাণ্ডিত্য যাঁর শতমুখে গায়। তথাপি পণ্ডিত বলি অভিমান নাই ॥
মহাধনী মহামানী মহা জ্ঞানবান্। পরম অমানী সাধু নাই অভিমান ॥
বিনম্র সুস্নিগ্ধ শুদ্ধ স্বভাব সুন্দর। সকলে সমান প্রীতি নাই আত্মপর ॥
যেমন হৃদয় তেমন মধুর বচন। আলাপে শীতল হয় সন্তাপীর মন ॥
বালকেও নিকটে বসিয়া সুখ পায়। মূর্খেও গৌরব পায় মুখের কথায় ॥
দীন হীন ভিখারীও পায় বহুমান। অপরাধী হইলেও নাই অপমান ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে পরিপূর্ণ সভাস্থল। সুস্নিগ্ধ সভ্যতালোকে সতত উজ্জ্বল ॥
নিরন্তর জন স্রোত সাধু সমাগম। সদাব্রত অন্নদান অভঙ্গ নিয়ম ॥
সর্ব্ববিধ গুণীগণ পায় সমাদর। নিরত উৎসব ময় ভবন সুন্দর ॥
পরিপাটী দেব সেবা রাজ উপচার। প্রতি মাসে দেবোৎসব আনন্দ অপার ॥

নিয়ত কুটুম্ব পূর্ণ কোলাহল ময়। রাজ অট্টালিকা হেন সুন্দর আলয় ॥
এ হেন ঐশ্বর্য্য তবু নাহি অভিমান। ধন্য সেই গদাধর কীর্ত্তি মূর্ত্তিমান্ ॥
মহীয়সী লক্ষ্মী নাম বনিতা তাঁহার। মূর্ত্তিমতী দয়া দেবী সদা সদাচার ॥
নিত্যব্রত সকলের পশ্চাতে ভোজন। নিজ পুত্র পর পুত্র সম দরশন ॥
নিজ দেহ উপেক্ষিয়া করে পতি সেবা। পতি বাক্য ব্রহ্মজ্ঞান সতী পতি দেবা ॥
বৈষ্ণব দম্পতি নিত্যানন্দ পরিবার। আড়ম্বর শূন্য শুদ্ধ বৈষ্ণব আচার ॥
বহুপুত্র অন্তে বিধি হৈল সুপ্রসন্ন। হৈলা ভাগবৎ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ॥
বাল্যাবধি বৈষ্ণব পরম সহৃদার। ছেলে খেলা কৃষ্ণ সেবা বিনা নাহি আর ॥
বালক সংহতি লৈয়া কৃষ্ণের উৎসব। অন্য খেলা নাহি জানে বালক বৈষ্ণব ॥
আশৈশব অভঙ্গ শ্রীএকাদশী ব্রত। সঙ্গী শিশুগণ লৈয়া সংকীর্ত্তনে রত ॥
সেই মহা ভাগবৎ আমার অগ্রজ। শ্রীরাম প্রসন্ন মুই তাঁর অবরজ ॥
বাল্যাবধি আনুগত্য কৃষ্ণ কার্য্য শিক্ষা। নিরন্তর ব্রত অগ্রজের কৃপা ভিক্ষা ॥
শ্রীরাধা প্রসন্ন আর শ্রীশ্যাম প্রসন্ন। এ দুই অনুজ মোর শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন ॥
চারি ভ্রাতার দশ পুত্র কন্যা একাদশ। অভিন্ন সংসার নাই মালিন্য পরশ ॥
শ্রীঅতুল কৃষ্ণ আর শ্রীপ্রবোধ কৃষ্ণ। শ্রীনীরদ কৃষ্ণ, চারু কৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ ॥
ক্ষীরোদ, শ্রীগৌর, গোপী, গোপাল, বিজয়। এই দশ পুত্র দিলা কৃষ্ণ দয়াময় ॥
শরৎ কুমারী, হেম, প্রতিভা, কিরণ। প্রফুল্ল, শিশির, যমুনা, তুলশী, কানন ॥
জাহ্নবী, নিহার, এই একাদশ হয়। বর্ত্তমান পঞ্চানন বংশ পরিচয় ॥
গদাধর এ বংশের শেষ ভাগ্যধর। অনিত্য সংসার প্রতিক্ষণে রূপান্তর ॥
ধন জন সম্পত্তি সুপুণ্য ফলোদয়। জগতে সৌভাগ্য কারও চিরস্থায়ী নয় ॥
জন্মিলাম যে বংশে তেমন ভাগ্য নাই। মুই অভাগীয়ার নরকে নাহি ঠাঁই ॥
অযোগ্যে এ গুরুভার দিলা গোরা রায়। অপার গৌরাঙ্গ লীলা বুঝন না যায় ॥
যখন সম্পত্তি ছিল না দিলা সুমতি। অধমের সাধু ইচ্ছা কেবল দুর্গতি ॥
যাহার সঙ্গতি আছে তার অন্য মন। অভাগার ভাগ্যে হেন ভাগ্য বিড়ম্বন ॥
বুঝিলাম জগতের এইরূপ গতি। এক ঠাই নাহি রয় সম্পত্তি সুমতি ॥
হেন বুঝি আমা দিয়া দেখান চৈতন্য। অসাধ্য সাধন কৃপাবল ধন্য ধন্য ॥
যোগ্যে যোগ্য যোজনা সে নহে চমৎকার। অযোগ্যে যোগ্যতা দান করুণা অপার ॥
অসাধ্য সাধন মোর বিদগ্ধ গোপাল। জানাও জগতে গোরা কেমন দয়াল ॥

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে লয়ে কৃতজ্ঞতা ডালা। উপহার দিনু লহ শচীর দুলালা॥
এ জীবনে বড় দুখ পাইলাম প্রভু। অন্তিমে অভাগ্য জনে না ভুলিও কভু॥
দ্বিচত্বারিংশৎ অষ্টমাস বয়ঃক্রমে। সমাপ্ত হইল গ্রন্থ গৌর কৃপা ক্রমে॥

[গ্রন্থকার]

বিদগ্ধগোপাললীলামৃত।

শুদ্ধি পত্র।

বিশেষ অনুরোধ পাঠক মহোদয়গণ অগ্রে এই শুদ্ধি পত্রের পত্রাঙ্ক মিলাইয়া ভুল সংশোধন করিবেন, তার পর গ্রন্থ পাঠ করিবেন। কারণ ছাপাকর গণের দোষে গ্রন্থ মধ্যে বহু স্বাংঘাতিক ভুল আছে, তাহাতে অর্থান্তর হইয়া রসভঙ্গ হইবে।

অশুদ্ধ	পত্র	পংক্তি	শুদ্ধ
সুচনা।	১	৫	সূচনা
উজ্জ্বল রসস্থিকা	,,	১৩	উজ্জ্বল রসাস্থিকা
নিশ্চিন্ত্য	৬	৩	নিশ্চিন্ত
সান্দীপণি কন্যা	,,	৪	গর্গ দুহিতা
বৈধি শাস্ত্র ভয়	৬	২০	বৈধী, শাস্ত্রভয়
আশার	১০	১২	আশায়
সুদেবী এই আটটি	১২	৮	সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা এই আটটী
অভিমুন্য	,,	৯	অভিমন্যু
সচী শৈব্যা	,,	১৩	সখী শৈব্যা
সখিগণের	,,	১৬	সখী গণের
আশক্ত	,,	১৯	আসক্ত
কে টি	১৪	২	কোটী
এার	,,	৩	আর
	,,	২৭	নীলিম
উৰ্দ্ধপুচ্ছু	১৫	৫	উৰ্দ্ধপুচ্ছ
অগনিত	,,	৬	অগণিত
সব্দ	১৫	১৩	শব্দ
তালে তালে	১৫	১৭	তালে তাল
আমর	১৫	২৮	আমার
নব	১৬	১৩	বন
গোগালের	১৭	৭	গোপালের
গঞ্জিকৌ	,,	১৩	গৌঞ্জিকৌ
ছাড়িয়া	,,	২৪	ছারিরা
স্ফরিতা	১৮	৮	স্ফুরিত

অশুদ্ধ	পত্র	পংক্তি	শুদ্ধ
আত্ববিস্মৃত	,,	১০	আত্মবিস্মৃত
শান্তনা	,,	১১	সান্তনা
ক্রোরে	,,	১৪	ক্রোড়ে
অমি	,,	১৭	আমি
মমুমঙ্গলের	,,	২৩	মধু মঙ্গলের
নখন	১৯	৩	তখন
পরিলেন	,,	৮	পড়িলেন
বিশেষ	,,	২৫	বিশেষণ
পরিল	২০	৮	পড়িল
শগু প্রক্বতিও	২১	১৮	পশু প্রকৃতিও
শমর্পণ	,,	১৯	সমর্পণ
নাদিতী	,,	২৭	নাদিনী
মুঞ্জুল	,,	২৯	মঞ্জুল
উপড়ে	২২	৯	উপরে
বিশারি	,,	১৫	বিসারি
কারিণ্য	২৩	২	কাঠিণ্য
নেহাছি	,,	১৬	নেহারিছে
উদরিক	২৪	১৬	ঔদরিক
মুনে	২৬	৫	শুনে
শুদিয়া	,,	৯	শুনিয়া
খণ্ড খণ্ড	,,	২৪	খণ্ড খণ্ড
মধুলঙ্গলকে	,,	২৮	মধুমঙ্গলকে
পাবক	২৭	১৫	পাঠক
চিনণ্ময়	২৭	২৬	চিণ্ময়
বাহির	২৮	৮	বাহিরে
অনপের	২৯	১১	অন্নপেয়
ভাবকেশে	৩০	১৬	ভাবাবেশে
জারিত	৩২	৮	জাগরিত
কহিলে	৩৮	১৯	কহিলেন
কৈনা	৪৪	৫	কে না
পারিবে	৫৮	২২	পারিবে
[illegible]	[illegible]	৬	পড়িল

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
সহিৎ	৯২	৬	সহিত
বিকাশেন্মুখী	৯৯	২৭	বিকাশোন্মুখী
কুঞ্জাদ্দেশে	১০৪	৪	কুঞ্জোদ্দেশে
অনিষ্ঠাশঙ্কা	১০৮	২	অনিষ্টাশঙ্কা
মাধুরিমা	১০৯	২৮	মধুরিমা
যানিয়া	১১১	১১	জানিয়া
ব্যাঙ্গোক্তি	১১৮	১১	ব্যঙ্গোক্তি
কারতে	১৫৪	১৯	করিতে
ভঙ্গমে	১৮৬	২০	ভঙ্গিম
মন্দ্র	১৮৭	১১	মন্ত্র
ঝাঁট	,,	১৭	ঝুঁট
হইতেছে	১৮৯	৫	হইতেছেন
আরি	,,	১০	অয়ি
চলিতে	,,	২২	চলিতে
পাহে	,,	২৫	পাছে
পার	১৯০	১১	পায়
বিবেকে	১৯১	১৭	বিবোক
ছুটা	২৭	,,	ছুটী
গোবর্দ্ধন	১৯২	১৫	গোষ্ঠাঙ্গণ
করিতে	,,	২২	করাতে
কণ্ঠমালা মালা	১৯৩	১৮	কণ্ঠমালা
বঙ্গে	১৯৫	২	বাঙ্গে
প্রতি	,,	২৯	গতি
শোভ	১৯৬	২	শোভা
পাইতেছে	,,	,,	পাইতেছি
শেভার	,,	,,	শোভার
শ্রীরাথার	১৯৮	১০	শ্রীরাধার
প্রতিহিংসা	১৯৯	২	প্রতিঘাশা
সপ্তুর্পণ	২০০	২৩	সপ্তপর্ণ
উদ্দস্ত	২০৩	১৪	উদ্দণ্ড
সদলে	,,	২৫	সদনে
[illegible]	২০৪	১৯	

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
অভিমন্যুর	২০৫	১৩	অভিমন্যুর
প্রতিপক্ষী	২১০	১৯	প্রতিপক্ষীরা
গৌরীতীক্ষি	,,	২২	গৌরীতীথক্ষী
হরিণী	,,	২৩	হারণা
চন্দ্রা	,,	,,	চন্দা
তোর গিয়া	২১১	৯	তোর ঘরে গিয়া
অগ্রবর্ত্তিনী দেখিয়াই	২১৩	৩	অগ্রবর্ত্তিনী হরিণী দেখিয়াই
শ্রীকৃষ্ণ ও	২১৪	১০	শ্রীকৃষ্ণও
রাধা	২১৪	২৯	রাধ
বানরীটীতে	২১৫	২৭	বানরীটাত
হাহাকার	২১৭	১০	হাহাক্কার
শ্রীকৃষ্ণো	২১৮	২৪	শ্রীশ্রীকৃষ্ণো
বাদ	২১৯	৩	যদি
অনুপরমিত	২২২	২৭	অনুপরমতি
কদম্বে	২২৩	২	কদম্বৈ
স্বর্পিতাং	,,	,,	স্তর্পিতানাং
আসিয়াছে	২৫৬	৬	আসিয়াছেন
বিপক্ষী দলই	,,	১১	বিপক্ষার দলই
বিপক্ষী দল	,,	১৩	বিপক্ষার দল
গৃহ খানি	২২৬	২০	গৃহ খানির
মা পুত্র	২৩০	৬	মাতা পুত্রে
দেবী ভঙ্গিতে	,,	৭	দৈবী ভঙ্গীতে
দেবী ভঙ্গিতে	২৩১	২	দৈবী ভঙ্গীতে
হর্ষাবেশ	,,	১৪	হর্ষাবেশে
গললগ্নী বাসে	,,	১৫	গললগ্নী কৃত বাসে
মামগ্রে	২৩৩	১৪	মমাগ্রে
রুন্মীসেতু	,,	২৯	রুণ্মীসেতু
গৃহেতে	২৩৫	৯	গৃহে বা
রাধিকার	২৩৬	৯	রাধিকায়

সমাপ্ত

বিদগ্ধ গোপাল লীলামৃত।

চতুর্থ অঙ্ক।

———০০০———

॥ ১ ॥

নবীন প্রেম নবসম্মিলনের পর নবীনা লতার ন্যায় লক্ লক্ বাড়িয়া চলে। দুষ্পূরলালস প্রেম প্রেমিক প্রেমিকার নিমেষ বিচ্ছেদেও যুগান্তর কল্পনা করায়। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নব সোহাগে সোহাগিনী হইয়া, পূর্ব্বরাগের দুঃসহ বিরহ ভুলিয়াছেন, ক্ষণে ক্ষণে প্রিয়তমের আদর মনে পড়িয়া পুনর্ম্মিলনের উৎকণ্ঠা বাড়াইতেছে। সদাই অলস, নবানুরাগভরে অঙ্গযষ্ঠী এলায়ে পড়িতেছে, মৃত্তিকায় অঞ্চল পাতিয়া শুইতেছেন, কোন কাযে মন নাই, সখীদের সঙ্গে প্রাণনাথের আদরের কথা কহিয়া কহিয়া কখন কাঁদিতেছেন, কখন হাসিতেছেন, কখন লজ্জায় মুখ ঢাকিতেছেন, কখন বা বিদ্রূপকারিণী কোন সখীর কেশ ধরিয়া টানিয়া আবদার করিতেছেন, কখন উল্লাসিনী কোন সখীর বিদ্রূপ বাক্যে পরাজিতা হইয়া হাসি মাখা ক্রন্দনে গালি দিতেছেন। কি একটা সুখ দুঃখ মাখা নূতন ভাবের তুফানে তাঁহার সেই প্রেমোন্মত্ত হৃদয়খানি তোলপার করিতেছে।

ক্রমে অপরাহ্ন; রবিতেজ মন্দীভূত হইয়া আসিল, কোকিল কলাপ পঞ্চম রাগে বৃন্দাবন মাতাইয়া তুলিল, মলয় পবন শীতল প্রবাহে সুরভী রেণু উড়াইয়া দিগঞ্চল সুরভিত করিয়া তুলিল। কুঞ্জ বাটিকার নবীনা লতাগুলি ফুলবেণী দোলাইয়া নাচিতে লাগিল, চপল ভ্রমরনিকর করতাড়িত কান্তের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুর গুঞ্জনে কুঞ্জ-সদন মুখরিত করিয়া চটুল চুম্বনে এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বসিতে লাগিল। ব্রজভূমির সর্ব্বত্রই দুর্ব্বার ফুলধনুর বিলাস বিলোড়ন, শ্রীরাধার কৃষ্ণ দর্শনোৎকণ্ঠা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল, হাস্য পরিহাস গেল, নীরব উষ্ণ শ্বাসে অতৃপ্তপ্রেমোন্মাদিনীর উত্তপ্ত হৃদয়খানি ফুলিতে লাগিল।

ধেনুপাল গোষ্ঠগৃহে যথা সন্নিবেশিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুবলের সহিত গোবর্দ্ধন তটাভিমুখে গমন করিয়াছেন, ললিতার বড়ই ভাবনা, পাছে চন্দ্রাবলীর প্রেম কটাক্ষে অবরুদ্ধ হইয়া শ্রীরাধাকে বিস্মৃত হন, তাই নান্দীমুখীকে সুবলের নিকট পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন, সুবল যেন কোন কৌশলে শ্রীকৃষ্ণের মনে শ্রীরাধার নবপ্রেম জাগাইয়া দেন।

নান্দীমুখী কৃষ্ণের উদ্দেশে যাইতেছেন, পথিমধ্যে চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পদ্মা কিছু বিমর্ষ, যেন উৎকণ্ঠিতভাবে কোথায় গমন করিতেছেন। নান্দীমুখীকে দেখিয়া পদ্মমুখী পদ্মা দাঁড়াইলেন, কহিলেন "সখি নান্দি! তোমার সঙ্গে দেখা হইয়া ভালই হইল, আমার প্রিয়সখী চন্দ্রাবলীর উদ্বেগ দূর করিবার কোন উপায় বলিয়া দিতে পার?"

নান্দী। "উদ্বেগ কেন সখি?"

পদ্মা। "উদ্বেগের অসদ্ভাব কি! সম্প্রতি যে গোকুলের দক্ষিণ পল্লীতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধও দুর্লভ হইয়াছে।"

নান্দী। "দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই, আমি শৈব্যার ললাটে কৃষ্ণ-করাঙ্কিত ধাতু চিত্র দেখিয়াছি, শ্যামার কেশ-কলাপেও শ্রীকৃষ্ণের বনমালা বিন্যস্ত দেখিলাম, ভদ্রারও গলদেশে অর্দ্ধ গুঞ্জাহারের দাগ রহিয়াছে, বোধ হয় সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন তটেই বিহার করিতেছেন।"

সহসা বনভূমি মুখরিত করিয়া বৃন্দাদেবীর সঙ্গীত লহরী তাঁহাদিগকে উৎকর্ণ করিল। বৃন্দা গাইতেছেন—

কৃত্বা বংশী নিখিল জগতি গীত সঙ্গীত ভঙ্গী
সাঙ্গীভাব প্রথম বসতিং সঙ্গিনী বাম পানেঃ।
এবংপ্রেম্না ব্রজতি নয়নানন্দনো নন্দসূনু
র্মন্দং গোবর্দ্ধন শিখরিণঃ কন্দরামন্দিরায় ॥

জগৎ সঙ্গীতময় যে বংশীর গীতে।
তারে লয়ে বাম করে
নীরবে কাহার তরে

ভ্রমিছেন বনমালী প্রেমাকুল চিতে॥
নয়ন আনন্দকারী
শ্রীনন্দনন্দন হরি
ধীর পদে করিছেন কার অন্বেষণ।
আলোকিয়া গোবর্দ্ধন কন্দর সদন॥

নান্দী। "সখি পদ্মে! শুনিলে ত! যাও, শুভ সংবাদ দিয়া তোমার প্রিয়সখীকে সুখী করগে, আমার সুবলের নিকট কিছু কায আছে।"

এই বলিয়া নান্দীমুখী চলিয়া যাইলেন, পদ্মাও চন্দ্রাবলীর উদ্দেশে চলিলেন।

॥ ২ ॥

যে দিন হইতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়াছেন, সেই হইতে চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ দর্শনে বঞ্চিতা। শ্রীরাধার নবীন প্রেমে আপনার অঙ্গস্মৃতি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণ এতদিন জগৎ রাধাময় দেখিতেছিলেন, সে হৃদয়ে আর চন্দ্রাবলীর স্থান ছিল না, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণও চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপবালার নয়নোৎসব বর্দ্ধনে অবকাশ পান নাই। কৃষ্ণগতপ্রাণা চন্দ্রাবলী প্রিয়তমের অদর্শন ক্লেশ আর সহিতে পারিতেছেন না, মন বড়ই চঞ্চল, উদ্বেগে হৃদয় বিগলিত হইতেছে, ধীরা বালা অনেক সহিলেন, আর পারিলেন না, পদ্মাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইলেন। অনেকক্ষণ হইল, পদ্মাও ফিরিল না, ঘর বাহির করিয়া আর কত সময় কাটাইবেন, চঞ্চল মনে ধৈর্য্য আনিতে না পারিয়া বিরহিণী বালা একাকিনী কৃষ্ণ অন্বেষণে বাহির হইলেন। কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় যাইলে দেখা পাইবেন, কাহাকেইবা শুধাইবেন, আকুল প্রাণের উত্তেজনায় গোবর্দ্ধনতটে কুঞ্জে কুঞ্জে অনুসন্ধান করিতেছেন, এমন সময় দূরে বনদেবী বৃন্দা গাইলেন—

রাধিকার দশা কি চাহিছ চন্দ্রাবলী।
গৃহে যাও ঐ আসিছেন বনমালী॥
গৃহে যাও শুন গুরুজনের বারণ।
দুরন্ত উন্মাদ দশা ডাক কি কারণ॥

চকিত নয়নে হরিণ-নয়নী চন্দ্রাবলী চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন "কই কৃষ্ণ কই! বনদেবী কি মিথ্যা বলিলেন!" চন্দ্রাবলীর বড় আশা হইয়াছিল, নিরাশায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। এমন সময় লতা-মণ্ডপের অপর দিকে আবার রমণী-কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত আসিল—

দূর কর মনের বেদন।
আবার আইল অলি নলিনি-সদন॥
কেন দহিছ হতাশে,
ঘন দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাসে,
শুকাইছে বিম্বাধর মলিন বদন।
হের গোবর্দ্ধন তটে নবীন মদন॥

সহসা সঙ্গীত-কারিণী হাস্য মুখে দেখা দিলেন "কেও! সখি পদ্মে!" বলিয়া চন্দ্রাবলী পদ্মার গলা জড়াইয়া ধরিলেন।

পদ্মা কহিলেন, "সখি! বিষাদ ত্যাগ কর, ঐ দেখ সখীস্থলী গ্রামে তোমার ভবন সন্নিহিত গোবর্দ্ধন বনপ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

চন্দ্রা। "সখি! একি সত্য?"

পদ্মা। "সত্য কিনা, ঐ দেখ উন্মত্ত ময়ূর সমূহের কেকা রবে বনভূমি কোলাহলময় হইয়াছে।"

সহসা অনন্ত মধুরিমায় ভুবন বিমোহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলীরব অমিয়ালহরী প্রবাহিত করিল। চন্দ্রাবলী ঘূর্ণাকুলার ন্যায় তরুশাখাবলম্বন করিয়া দেহ রক্ষা করিলেন। পদ্মা বিমনস্কা হইয়াও কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য সহকারে কহিলেন "প্রিয়সখি! ওই শুন, শ্রীকৃষ্ণ মুরলি সঙ্কেতে যেন তোমাকেই ডাকিতেছেন।"

চন্দ্রাবলী নীরব হইয়া রহিলেন, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পদ্মা প্রিয়সখীর প্রেম বিহ্বলতা দেখিয়া আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পটাঞ্চলে ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি মুছাইয়া দিয়া, হস্ত ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে চলিলেন।

॥ ৩ ॥

বনের পর বন, কুঞ্জের পর কুঞ্জ, লতা বিতান বিমণ্ডিত বিটপাবলী গোবর্দ্ধন-সানু সমাকীর্ণ করিয়া স্তরে স্তরে বনবীথি বিন্যস্ত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সুবলের সহিত বনবীথিকার অপর পার্শ্বে প্রবেশ করিলেন। সুবল তাঁহাকে উদ্বেগ-পর দেখিয়া কহিলেন "সখে! প্রদোষকালের ধূসর জ্যোতি অস্ফুট তিমিরে বনভূমি ধূসরিত করিল, তুমি গো দোহন ভুলিয়া কাহার লালসায় এখানে আসিলে?"

কৃষ্ণ। "সখে! কোন ব্যক্তি ময়ুর বর্ণন ছলে চন্দ্রাবলীর নাম করিয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করিয়াছে। তাই একবার চন্দ্রাবলীকে দেখিবার লালসায় ভ্রমণ করিতেছি।"

সুবল। "সখে! বোধ করি, তোমার সঙ্কেত মুরলী চন্দ্রাবলী শুনিয়াছেন, চল আরও আগে গিয়া অন্বেষণ করি।"

উভয়ে ধীরপদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই একটী রমণি-কণ্ঠের মিষ্ট সঙ্গীত তাঁহাদের গতি স্তম্ভিত করিল, রমণী গাইতেছেন—

ছিদ্রজালে পূর্ণা তুমি শোনরে মুরলী।
অতি লঘু সুকঠিন অন্তর তোহাঁরি॥
নীরস তোঁহার তনু গ্রন্থি অতিশয়।
কৃষ্ণকর পরশনে সদা সুখময়॥
কৃষ্ণের অধর সুধা পিও অনুক্ষণ।
নিরবধি পাও তার মধুর চুম্বন॥
কি পুণ্য করিয়াছিলি ওরে বাঁশের বাঁশী।
দেখিয়ে বাঢ়য়ে লোভ তোর পুণ্যরাশি॥

কৃষ্ণ। "সখে! এ না চন্দ্রাবলীর সঙ্গীত!"

সুবল। "বয়স্য! মুরলীরবে আকৃষ্টা হইয়া হরিণী আপনিই বাগুরায় পড়িয়াছে।"

কৃষ্ণ। "সখে! কএক দিনের অমিলনে চন্দ্রাবলী দুঃখিতা হইয়াছে, চাটুবাক্যে সান্ত্বনা করিবার সময় তুমিও যেন আমার নির্দোষিতার প্রমাণ দিও।"

সুবল। "তা আর বলিতে হইবে?"

সঙ্গীত ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; চন্দ্রাবলী মুরলী প্রতি আক্ষেপ করিয়া আবার গাইলেন—

শ্যামের মুরলী হৃদয় খুরলী
করিলি সকল নাশ।
এ মোর মিনতি না শুনি আরতি—
করহ বাজিতে আশ॥
শুন শুনরে ধরম নাশা।
দেব আরাধিয়া ও মুখ বাঁধিব—
ঘুচাব তোমার আশা॥
আমরা অবলা— সহজে অথলা—
দেখিয়া তোহারি লোভ।
অলপে অলপে সকল খাইয়া—
জীবনে করহ ক্ষোভ॥
এখনে আমরা— সতর হইনু—
তেজহ এসব আশ।

(পদকল্পতরু)

শ্রীকৃষ্ণ সহসা প্রকাশ হইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার সর্ব্বাঙ্গে যেমন চাঁদের মালা, বাক্যেও তেমনি অমিয়রাশির সমাবেশ, বুঝিলাম, তোমার চন্দ্রাবলী নাম সার্থক।"

চন্দ্রাবলী লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "প্রিয়ে! দানব দমন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় কএক রাত্রি তোমার বিরহে বড় কষ্ট পাইয়াছি।"

চন্দ্রাবলী ধীরে ধীরে মুখখানি তুলিয়া কহিলেন "ভ্রমরের স্বভাব নূতন নূতন ফুলে অনুরক্ত হয়, চিরভুক্ত পুরাতন ফুলে তাহার প্রয়োজন কি?"

কৃষ্ণ। "প্রিয়ে! তোমাকে যখন দেখি, তখনই তুমি নূতন। এস প্রিয়ে! একবার হৃদয়ে ধরিয়া চির সন্তাপ দূর করি!"

পদ্মা। "আমার প্রিয়সখীর বিরহে তোমার আবার হৃদয় অর্পিত

হইয়াছিল নাকি ?”

সুবল। “পদ্মে! অমন কথা বলিও না। আমার বয়স্য এই কএক দিন চন্দ্রাবলীর বিরহ তাপে শীতল জলধারায় অঙ্গ ডুবাইয়া জগৎ চন্দ্রাবলীময় দেখিতেছিলেন।”

কৃষ্ণ। “প্রিয়ে! সে দুঃখের কথা আর কি বলিব!

তোমার বিরহে তাপিত অঙ্গ
যেমত আগুনি পারা।
সহসা বিপিনে মিলল আসিয়া
অমিয় শীতল রাধা—
না—না—না—ধারা—ধারা—
অমিয় শীতল ধারা॥”

চন্দ্রাবলীর মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল। কহিলেন “রাধার নিকটেই যাও; এখানে কেন ?”

কৃষ্ণ। “প্রিয়ে! আমি ধারা বলিয়াছি!”

চন্দ্রা। “তাই বটে! বর্ণ বৈপরীত্য—”

কৃষ্ণ। “বর্ণেরই হউক বা কর্ণেরই হউক, বৈপরীত্য বটে।”

চন্দ্রাবলী আরক্তিম বদন অবনত করিয়া কহিলেন “হে দান বীর! সুবর্ণ বিন্যাস মধুরিমায় কর্ণ পূর্ণ হইয়াছে, শুনিতে পাইতেছি না।”

কৃষ্ণ। “চকিত-মৃগ-নয়নে! কর্ণের সুবর্ণালঙ্কার বাস্তবই সুবর্ণ মধুরিমায় তোমার মুখ-চন্দ্রের ভিতর বাহির উজ্জ্বল করিয়া আমার নয়ন শ্রবণ এককালে আকুল করিতেছে।”

পদ্মা। “সখি! খেদ করিয়া কি হইবে? আপন অদৃষ্ট ভাবিয়া ক্ষান্ত হও। রাধানুরক্ত ব্যক্তির রাধা নাম কীর্ত্তন অনুপযুক্ত নহে।”

“সত্যই বটে সখি!” বলিয়া চন্দ্রাবলী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ অবনত করিলেন।

কৃষ্ণ। “প্রিয়ে! তাহাতেই বা তোমার আশঙ্কা কি? চন্দ্রপ্রিয়া রাধা নক্ষত্র গগণচারিণী, ভূলোকে তাহার আগমন সম্ভব কোথায়?”

পদ্মা। "ওহে! চতুঃষষ্টি কলাপূর্ণ কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে ষোড়শকল চন্দ্র প্রিয়াও দুর্ল্লভানন।"

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, চন্দ্রাবলীর মৃদু মানাগ্নিতে পদ্মা ক্রমশই ঘৃতাহুতি দিতেছে, অতএব ইহাকে বশীভূত না করিলে উপায় নাই। সপ্রণয় দৃষ্টিতে পদ্মার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "বিকচ কমল নয়নি! পদ্মে! চন্দ্রাবলীর মানারুণ মুখচন্দ্র দেখিয়া যেমন শঙ্কিত হইতেছি, আবার প্রিয়ার কাকুবাক্যে ততোধিক হৃদয় চঞ্চল করিতেছে। হায়! হায়! এই অলীক মান যেন আমার পক্ষে মুর্ত্তিমান অকল্যাণ স্বরূপ হইয়া আসিল।"

চন্দ্রাবলী কৃত্রিম প্রসন্নভাব দেখাইয়া কহিলেন "দেব! তুমি গোকুলের সকলেরই জীবন, সকলেরই সুখবিধান তোমার ব্রত, কোন অবোধিনী তোমার এ মহৎগুণ সহ্য না করিয়া থাকে? তবে বৃথা সঙ্কোচে শঙ্কিত হইতেছ কেন?"

শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন চন্দ্রাবলী ধীরা রমণী, মৌখিক মধুরতায় অন্তরের দারুণ মান গোপন করিতেছেন। প্রকাশ্যে কহিলেন "প্রিয়ে! এ আদর যেন বিষোদ্গারতুল্য, এর চেয়ে তোমার সহস্র ভর্ৎসনাও আমি মিষ্ট বলিয়া মনে করি।"

চন্দ্রাবলী। "গোকুলানন্দ! সহসা বাচালতা করিয়া অপরাধিনী হইয়াছি, মুখ দেখাইতেও লজ্জা হইতেছে, অতএব গৃহে চলিলাম।"

শ্রীকৃষ্ণ সবিনয়ে কহিলেন "প্রিয়ে! যোড় হাত করিতেছি, আমাকে ক্ষমা কর।"

চন্দ্রা। "সুন্দর! আমিত কোন বক্র কথা বলি নাই, তুমি অলীক আশঙ্কা করিতেছ কেন? অনুমতি দাও, সংপ্রতি ভদ্রকালী দর্শনে গমন করিব।"

এই বলিয়া চন্দ্রাবলী পদ্মার সহিত প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সাহসী হইলেন না, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুবলকে কহিলেন "সখে! চন্দ্রাবলী মানিনী হইয়া গমন করিলেন, হায়! আমার নয়নে এখন জগৎ অন্ধকার।"

সুবল। "সখে! আমিত চন্দ্রাবলীর অনুকূল ভাবই দেখিলাম, মানের লক্ষণ ত কিছুই দেখিলাম না।"

কৃষ্ণ। "সখে! ধীরা রমণীগণের ভাব অতি দুর্জ্ঞেয়, গুরুতর ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহাদের নয়নে বা বচনে বিকৃতভাব দেখা যায় না। আমার দোষ দেখিয়াও চন্দ্রাবলী যে সম্ভ্রম অতিক্রম না করিয়া বিনীত বাক্যে স্তুতি করিয়া গেল, এই অসাময়িক অনুকূলতাই অভিমানের পরিচয় প্রকাশ করিতেছে।"

সুবল নিরুত্তর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "সখে! সুবল! চল আমরা ঐ মনোহর কেশর কুঞ্জে বসিয়া কর্ত্তব্য স্থির করি"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেশর কুঞ্জের দিকে চলিলেন, সুবলও প্রিয়সখার অনুগমন করিলেন। কেশর কুঞ্জটী বড় মনোহর, শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া কহিলেন "সখে, দেখিয়াছ? স্থানটী বড় মনোরম।—

পুষ্পিত বকুল শ্রেণী চৌদিকে বেড়িয়া।
রেখেছে নিকুঞ্জখানি শীতল করিয়া॥
বামে চারু সরোবর,
কত কুণ্ড মনোহর,
দক্ষিণে-লহরী-মালা-শোভিতা দীর্ঘিকা।
সুন্দর কেশর বন,
জুড়ায় শরীর মন,
হেরি শীতলতাময়ী ভূমি নীরাধিকা॥"

সুবল দেখিলেন, নান্দীমুখীর অনুরোধ রাখিবার এই উত্তম অবসর। নীরাধিকা শব্দের অন্য অর্থ ঘটাইয়া কহিলেন "বয়স্য! আমি ত জানি শ্রীরাধিকাই তোমার আনন্দ-বিধায়িনী, তবে নীরাধিকা অর্থাৎ রাধিকা শূন্য ভূমির প্রশংসা করিতেছ কেন?"

সুবলের আশা পূর্ণ হইল, রাধা নাম শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের নবপ্রেম উজ্জীবিত হইয়া উঠিল, উৎকণ্ঠিত ভাবে সুবলকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "সখে! তুমি শীঘ্র গিয়া ললিতাকে বল, যে শ্রীরাধা আসিয়া এই কেশর কুঞ্জ সুশোভিত করেন।"

সুবল সানন্দ মনে ললিতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভুবন বিমোহনরূপ, অমৃতায়মান মৃদুমধুর বাক্যাবলী, সুস্নিগ্ধ মাধুর্য্য পরিমৃষ্ট অনুকূল ভাব, বিলাস-বিনর্ত্ত বিলোল নয়ন ভঙ্গী, চন্দ্রকিরণ বিকীরণ তুল্য মৃদুল হাস্য-তরঙ্গ, যেন যুবতিজনের যৌবন-মদগর্ব্বহারী মধুর অশনি সম্পাত। এই জন্য কোন রমণী অভিমানিনী হইয়াও কৃষ্ণের উপর অভিমান রাখিতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুর অন্তরাল হইলেই অমনি অভিমানরাশি ভাসিয়া যায়। চন্দ্রাবলী অভিমানিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখন আর কৃষ্ণবিরহ সহিতে পারিতেছেন না, অভিমান ভাসিয়া গিয়াছে। পদ্মা প্রিয় সখীর উৎকণ্ঠা দেখিয়া মধুমঙ্গলের নিকট গমন করিলেন, মধুমঙ্গল আশ্বাস দিয়া পদ্মার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট চলিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া একাকী কেশর কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জনে চিত্ত নিবেশিত করিয়া শ্রীরাধার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। দারুণ উৎকণ্ঠা, শ্রীরাধাকে উদ্দেশ করিয়া মৃদু মৃদু বিরহ সঙ্গীত গাইতেছেন। মধু-মঙ্গল পদ্মার সহিত কুঞ্জের নিকটস্থ হইলেন, সহসা কুঞ্জে প্রবেশ না করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে কৃষ্ণের সঙ্গীত গুলি শুনিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গাইলেন—

"ভ্রূধনু বিলাসে যেন টুটে ফুলধনু।
কত মধুরিমা ছানি গড়ায়েছে তনু॥"

মধু। "পদ্মে! প্রিয় বয়স্য তোমার সখীরই রূপ বর্ণন করিতেছেন, বিলম্বে কায কি, চল চন্দ্রাবলীকে শীঘ্র লইয়া আসি।"

পদ্মা। "জানত ইনি বহুবল্লভ, দাঁড়াও কার জন্য উৎকণ্ঠা আগে ভাল করিয়া শুনি।"

শ্রীকৃষ্ণ আবার গাইলেন—

"ক্ষীণ কটি তটে কিবা ললিত ত্রিবলী।
নহে সে মুখের সম রাকা চন্দ্রাবলী॥"

মধু। "পদ্মে! ইহার অধিক আর কি শুনিবার অপেক্ষা করিতেছ?"

পদ্মা। "ভাল, চল তবে প্রিয় সখীকে লইয়া আসি।"

এই কথা বলিয়া উভয়ে কিয়দ্দূর গমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আবার গাইলেন—

"যেন রূপ তেন গুণ সুরস রসিকা।
হৃদয়ে ধরিব কবে সুন্দরী রাধিকা॥"

দূরতা প্রযুক্ত কৃষ্ণ-সঙ্গীতের শেষাংশ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল না। যাইতে যাইতে পদ্মা কি ভাবিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "আর্য্য! মধু-মঙ্গল! আমার প্রিয় সখী মানিনী, স্বয়ং আসিলে খর্ব্বতা হয়, তুমি কৃষ্ণের সম্মতি লইয়া আইস, আমি অপেক্ষা করিতেছি।"

মধুমঙ্গল ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া কহিলেন। "সখে! আমি বাহির হইতেই তোমার বিরহ সঙ্গীত শুনিয়াছি, বলত তোমার প্রিয়তমাকে লইয়া আসি।"

শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, মধু শ্রীরাধাকে আনিবার কথাই বলিতেছে, সানন্দে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, "সখে! শীঘ্র! আর বিলম্ব করিও না, আমার বড়ই উৎকণ্ঠা।"

মধুমঙ্গল দ্রুত পদে ফিরিয়া আসিয়া পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলীকে আনিতে চলিলেন। শ্রীকৃষ্ণও উদ্দেশ্য সিদ্ধির শীঘ্র সম্ভাবনা জানিয়া আরও অধিক উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ভ্রমর গুঞ্জনে নূপুর ধ্বনি অনুমান করিয়া, কখন বা বাত বিতাড়িত তৃণরাজির সর সর শব্দে পদ শব্দ ভ্রমে, বারম্বার বাহিরে আসি-তেছেন, বারম্বার প্রতারিত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন।

এদিকে চন্দ্রাবলী মধুমঙ্গলের সহিত ত্বরিত পদে কেশর কুঞ্জ সমীপে আসি-লেন। কিঞ্চিৎ দূর হইতে পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখি! অগ্রে ঐ কি বকুল কুঞ্জ?"

পদ্মা কহিলেন "হাঁ সখি! শীঘ্র আইস।"

দূর হইতে নূপুর ধ্বনি শ্রীকৃষ্ণ শুনিতে পাইলেন, সেই দিকে উৎকর্ণ হই-লেন, কিন্তু ভ্রমর গুঞ্জনে বারম্বার প্রতারিত হইয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; উদ্বেগে একবার উঠিব মনে করিলেন, আবার ভ্রমর গুঞ্জন ভ্রমে উপেক্ষা করিলেন। এত ভ্রমর গুঞ্জন নহে! তাহাতে এত মধুরতা নাই! মুখর নূপুর আবার নিকটেই বাজিল, রুণু রুণু রুণু রবে উল্লাস ভরে যেন জিতং জিতং বলিয়া নূপুর ধারিণীর জয় কীর্ত্তন করিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে, কাঞ্চী, কিঙ্কিনী,

কঙ্কণ, বলয়াদি শিঞ্জন, ঝঙ্কার দিয়া বাজিল। শ্রীকৃষ্ণ চমকিয়া চাহিলেন, কিন্তু প্রেম যাঁহার নয়নে রাধা রূপের দিব্যাঞ্জন পড়াইয়াছেন, তিনি কি আর জগতে রাধা ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ নিকটবর্ত্তিনী চন্দ্রাবলীকেই শ্রীরাধা মনে করিয়া দ্রুতপদে নিকটে গিয়া কহিলেন—

কেন উৎকণ্ঠিত, শান্ত হও, হৃদি-অলি।
ঐ মোর প্রাণাধিকা
সুমঙ্গলভা রাধিকা—

চন্দ্রাবলী ঈর্ষারুণ নয়নে মধুমঙ্গলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। মধুমঙ্গল ভাব বুঝিয়া কহিলেন, "সখি! চন্দ্রাবলি! "তুমি মঙ্গল ভারে অধিকা" আমার বয়স্য ইহাই বলিতেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের সংজ্ঞা ফিরিল, চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন "বটুনা চন্দ্রাবলীকে আনিয়া ফেলিয়াছে!" অসমাপ্ত পদ্যের গতি ফিরাইয়া কহিলেন—

"জীবন্ত লতিকা প্রিয় অনুরাগে উলি।
ঐ এল এল প্রাণপ্রিয়া চন্দ্রাবলী॥"

চন্দ্রাবলী লজ্জাবনত মুখে শ্রীকৃষ্ণের গলে বৈজয়ন্তী হার পরাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার কোমল করপল্লব ধারণ করিয়া কহিলেন "একটি চন্দ্রের সুধায় বহু চকোর তৃপ্ত হয়, কিন্তু আমার নয়ন-চকোর চন্দ্রাবলী পাইয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না।"

মধুমঙ্গল গর্ব্বিতভাবে ঘাড় নারিয়া নারিয়া মাথা ঢুলাইয়া বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "ওহে বয়স্য! আমার বিচক্ষণতা কেমন দেখিলে ত? তুমি অনন্ত গুণশালী হইয়াও প্রিয় সখীর অলীক মনঃক্ষোভটুকু ঘুচাইতে পার নাই, কিন্তু আমি নবগুণ অর্থাৎ উপবীত সম্বল হইয়াও তাহা কেমন সুচারু সম্পন্ন করিলাম।"

শ্রীকৃষ্ণ হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন "ওহে বয়স্য! তুমি একজন মহামন্ত্রী, নহিলে এমন অলৌকিক কার্য্য আর কে করিতে পারে? ভাল! ভাল!"

মল্লিকা চয়নের ছলনা করিয়া পদ্মা মধুমঙ্গলের সহিত অন্যত্রে প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন এ কুঞ্জ সম্প্রতি নিরাপদ নহে, কারণ শ্রীরাধাও

আগত প্রায়। অন্য ছলনা করিয়া চন্দ্রাবলীকে লইয়া কিয়দ্দূরবর্ত্তী নাগকেশর কুঞ্জে গমন করিলেন।

॥ ৫ ॥

সুবলের নিকট সংবাদ পাইয়া ললিতা শ্রীরাধাকে অভিসার করাইলেন। (১) ঘোরান্ধকার রজনী, নীল বসনে নিজ কনক অঙ্গ জ্যোতি ও ভূষণ জ্যোতি আবরণ করিয়া অন্ধকার বনপথে তুল্যবেশা ললিতার সহিত শ্রীরাধা নীরবে যাইতেছেন, পত্র পাত শব্দেও কত শঙ্কিতা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে সখীর অঞ্চল ধরিতেছেন। হৃদয় কম্পিত হইতেছে, সে কম্পে ভয় ও আনন্দের যেন যুগপৎ সংমিশ্রন। চরণের নুপুর খুলিয়া হাতে করিয়াছেন, দ্রুত গমনে ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, ঘর্ম্মে দেহখানি ভিজিয়া গিয়াছে, তথাপি উৎকণ্ঠা। মনে করিতেছেন, "পাখা পাই ত উড়িয়া যাই।"

ক্রমে বন্যপথ ছাড়াইয়া তাঁহারা গোবর্দ্ধনের উপত্যকা ভূমিতে আসিলেন, নক্ষত্রালোকে শ্রীরাধার ভূষণ বিপর্য্যয় দেখিয়া ললিতা কহিলেন "প্রিয়সখি! একি করিয়াছ? বক্ষের নীলমণি হার কবরীতে দিয়াছ? কবরী ভূষণ গর্ভক হার বক্ষে পড়িয়াছ? অঞ্জন, অনুলেপন, সবই যে বিপর্য্যয় দেখিতেছি? কৃষ্ণ দর্শনোৎকণ্ঠায় কি জগৎ ভুলিয়া গিয়াছ?"

শ্রীরাধা লজ্জিতা হইয়া কহিলেন "তা বেশ করিয়াছি।" শ্রীরাধা ভূষণাদি যথা বিন্যস্ত করিতে কারতে আবার কহিলেন "কেশর কুঞ্জ আর কতদূরে সখি?"

"সখি! এইদিকে এস" বলিয়া ললিতা অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন

শ্রীরাধার অঙ্গ বস্ত্র কথঞ্চিৎ অপসারিত হওয়ায় মণি বিদ্যোতিত অঙ্গ প্রভা বনভূমি সমুজ্জ্বল করিল। ললিতা শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন "রাধে! আপনি আপনার বৈরী হইতেছ? দেখ তোমার বিদ্যুৎকান্তি অঙ্গজ্যোতিঃ অন্ধকার ভেদ করিয়া বন উজ্জ্বল কারয়াছে।"

"সখি বৃথা তিরস্কারে প্রয়োজন কি? ঐ ত তোমার বকুল কুঞ্জ?" এই বলিয়া শ্রীরাধা কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে অঙ্গ বস্ত্রাদি সম্বরণ করিলেন। বাহির হইতে

(১) এই হইতে তিমিরাভিসার আরম্ভ।

কুঞ্জাভ্যন্তর লক্ষ্য করিয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে কহিলেন, "সখি! কই কৃষ্ণের অঙ্গ সৌরভত পাইতেছি না? তিনি কুঞ্জে থাকিলে অবশ্য তাঁহার চারু চন্দ্র বিনিন্দিত নখর-দ্যুতি অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইত! বোধ হয়, পরিহাস করিবার জন্য অন্যত্রে লুকাইয়া আছেন।"

ললিতা কহিলেন, "চল তবে ঐ বামদিকের কদম্ব বন অন্বেষণ করি গিয়ে।"

এই বলিয়া উভয়ে কদম্ব কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ-গত-প্রাণা শ্রীরাধা দারুণ প্রেমোৎকণ্ঠায় সমস্ত বনই যেন কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে "ঐ যে কৃষ্ণ" "ঐ যে কৃষ্ণ" এইরূপ ভ্রমে বন হইতে বনান্তর যাইতে লাগিলেন। ললিতা কহিলেন, "সখি! অন্বেষণে ক্ষান্ত হও; চল আমরা কুঞ্জ-গৃহে শয্যাদি রচনা করি গিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই এখানে আসিবেন। (১)

কৃষ্ণপক্ষীয়া পঞ্চমী নিশি, পঞ্চম কলা হীন শশধর পুর্ব্বাকাশ উজ্জ্বল করিয়া মৃদু কিরণ বিকীরণ করিতে করিতে উদিত হইলেন। বনভূমি জ্যোৎস্না ধারায় ধবলিত, জ্যোৎস্না মাখিয়া ফুল হাসিতেছে, জ্যোৎস্না মাখিয়া লতা নাচিতেছে, জ্যোৎস্না মাখা বনখানি মৃদু দোলাইয়া মলয় বায়ু মধুর হিল্লোলে বহিতেছে। নব শশীর নবীন উন্মেষে উল্লাসিত প্রাণ কুঞ্জবন-বিহঙ্গগণ সমস্বরে ডাকিয়া উঠিল, মধুর নৈশ কাকলী তরঙ্গে তরঙ্গে উল্লাস ঢালিয়া দিল, সেই উল্লাসে উথলিয়া নিদ্রিত ভ্রমরগুলিও এক এক বার অলস আকুল পাখা নাড়িয়া মধুর ঝঙ্কার দিল। কান্ত মিলনোৎসুকা শ্রীরাধা বকুল কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া সখী-দিগকে কহিলেন,—

"বাসিত বারি কর্পুরিত তাম্বুল
কুসুমিত মদন শয়ান।
উজোর দীপ সমীপহি জারহ
বিরচহ চারু বিতান॥
সখি হে কহই না যায় আনন্দ।
ঋতুপতি রাতি অবহুঁ আই নাগর

(১) এই স্থান হইতে বাসঃ সজ্জা।

মিলবহুঁ শ্যামর চন্দ॥
কুসুমিত মৌলী রসালক পরিমলে
ভ্রমর ভ্রমরী রহু ভোর।
মদন মনোরথে সরগহি যামিনী
সুখে বঞ্চিব হরি কোর॥
বিধি পায়ে লাগি মাগি নিব এই বর,
চেতন রহু মঝু দেহ।—
(গোবিন্দ দাস)

বড় লজ্জা হইল, শ্রীরাধা হাঁসিয়া মুখখানি লুকাইলেন, আর বলা হইল না, সখীরা তাঁহার শেষ বক্তব্য নানা ভঙ্গিতে বলিয়া বলিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন, আমোদে আমোদে কুঞ্জ গৃহখানি ফুল কিশলয় সাজে সাজাইয়া ফেলিলেন। কুঞ্জ সাজিল তাহাতে শ্রীরাধার পূর্ণানন্দ কিন্তু সেবাপরা সখীদের কেবল তাহাতে পূর্ণ সুখ হয় কৈ, তাঁহারা কুঞ্জেশ্বরীকেও ফুলসাজে সাজাইতে অভিলাষ করিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা সামান্য সাজে সাজিতে চাহিলেন না; কহিলেন, "ছি! তোমরা করিতেছ কি? সামান্য ফুলের সাজে বা কৃত্রিম ভূষণে এ দেহ সাজিবে না, ছি! ও সব কৃত্রিম সাজে কি আর গৌরব হয়?

উজোর রাতি শেজ নব কিশলয়,
বাসিত তাম্বুল বারি।
এহি উপচার আজ হরি ভেটব
ঐছন মরম হামারি॥
সজনি কি ফল বেশ বানান্।
কানু পরশ মণি পরশক বাঁধন
আভরণ সৌতিনী মান্॥
দুহুঁ কুণ্ডল দুহুঁ কঙ্কন কিঙ্কিনী,
দুহুঁ নুপুর রাখি
মৃগমদ সিন্দুর লোচনে কাজর
পদ যাবক রতি সাখী॥

সো তনু পরশে পুলকে তনু বাধত,
ইথে লাগি চমকে পরাণ।—

ধন্য ধন্য কৃষ্ণপ্রিয়া শিরোমণির এইরূপ কৃষ্ণানুরাগই ভূষণ। সখীদের হইয়া যেন পদ কর্ত্তা গোবিন্দ দাস শ্রীমতীকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন।—

গোবিন্দ দাস কহই ধনি ধনি ধনি
কানু মরম তুহুঁ জান॥

কুঞ্জগৃহ সজ্জিত হইল, কিন্তু যাঁহার জন্য হইল তিনি কোথায়? (১) যাঁহার আশায় এত আমোদ, এখনও তাঁহার দেখানাই, তবে কিসের জন্য এ সকল আয়োজন? সখীরা ঘর বাহির করিতে লাগিলেন, শ্রীরাধাও আর উৎকণ্ঠা সহিতে না পারিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হায়! হায়! অর্দ্ধরাত্রি অতীত, শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না, শ্রীরাধার মুখখানি ক্রমেই বিশুষ্ক হইয়া আসিল, উৎকণ্ঠায় বসিয়া পড়িলেন। ললিতা কহিলেন, "সখি! কৃষ্ণ আসিতে বড় বিলম্ব করিলেন, চল আমরা কুঞ্জ গৃহে বসিয়া তাঁহার অপেক্ষা করি।"

এই বলিয়া শ্রীরাধার বাহু যুগল ধরিয়া কুঞ্জ গৃহে লইয়া বসাইলেন। সুকুমারী অলসে অবসন্ন হইয়া ভূমিতলেই বসিলেন, পঙ্কজ নয়নে ধারার উপর ধারা পড়িতে লাগিল। বিশাখা শ্রীরাধার অবস্থা দেখিয়া মনের কষ্ট আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, কহিলেন, "কৃষ্ণের কি অন্যায় দেখ দেখি?"—

ধনি সহজে রাজার ঝি।
ঘরের বাহির কখন না হয়,
আমরা দেখিয়াছি॥
তাহাতে রজনী কানন মাঝারে
পাতিয়া কমল শেজে।
মিনতি করিয়া প্রিয় সখী গণে,
কানুক উদ্দেশে ভেজে॥
সবহুঁ রজনী নিদ যায় ধনী,
রতন পালঙ্কোপরে।

---

(১) এই স্থান হইতে উৎকণ্ঠিতা

সে যে কমলিনী জাগয়ে যামিনী,
নিমিখ না দেই ডরে ॥
কর পদতল ও থল কমল
ননীর পুতলী দেহ ।
সে যে সুকুমারী কাঁদয়ে গুমরী,
এত না সহিবে কেহ ॥
(কানুরাম দাস।)

শ্রীরাধা এতক্ষণ দারুণ উৎকণ্ঠা মনে মনে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। নিরাশা-ভগ্ন স্বরে কহিলেন—

কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়নু,
সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জ।
মাধবী পরিমলে ভোরি মঝু তনু
জারই মধুকর পুঞ্জ ॥
অবহুঁ না মিলল দারুণ কান ।
নিলজ চিত পিরীতি অনুরোধ
ইথে নাহি যাত পরাণ ॥
কানুক বচন অমিয়া রস সেচনে
বেচনু তনু মন জাতি।
নিজ কুল দূষণ ভূষণ করি মাননু,
তেঁই ভেল ঐছন শাতি ॥
হিমকর কিরণে গমন অবরোধল
মন্দিরে চলত সন্দেহ—

দুঃখে, অভিমানে, দারুণ ক্ষোভে, শ্রীরাধার বাক্য নিরোধ হইল, চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আহা! মুগ্ধা বালা, নবীন প্রীতি, সেই নূতন প্রণয়ে আজ নূতন বঞ্চনা, শ্রীরাধার মন নানা দিকে ধাবিত হইয়া চাঞ্চল্যের চরমে উঠিল। সখীরা আশ্বাস দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু শ্রীরাধা বেশ বুঝিলেন, বহুবল্লভ অন্য রমণীর প্রেমে অবরুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়াছেন,

চক্ষু মুছিয়া কহিলেন—

বঁধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিনু আশা ঘর।
কোন কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥
বঁধুর সঙ্কেতে আমি, এ বেশ বনানু গো,
সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বঁধুরে মোর, কেবা লইয়া গেল গো,
এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥
গগন উপরে চাঁদ কিরণ উদয় গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি, কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথী॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া, খপুর পুরিল সই
প্রিয়া বিনা কার মুখে দিব।
এমন মালতী মালা, বৃথাই গাঁথিনু গো
কেমনে রজনী গোঁয়াইব॥

(নরোত্তম দাস)

শ্রীরাধা কাঁদিতে লাগিলেন। সখীরা বারম্বার বাহিরে গিয়া পথ চাহিতেছেন, একজন যাইতেছেন, একজন আসিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন নাই; শ্রীরাধা হতাশ-মাখা স্বরে কহিলেন "বৃথা চেষ্টা সখি! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, চন্দ্রাবলীর হিতাভিলাষে পদ্মা তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছে, আসিবার হইলে অন্ধকারময় প্রথম যামেই আসিতেন। দেখ চন্দ্র কিরণে ধরণী সমুজ্জ্বল হইয়াছে, আর তাঁহার আসিবার আশা নাই।" (১)

আহা! সখিরে!
আজু রজনী হাম কৈছে বঞ্চবরে

(১) এই স্থান হইতে বিপ্রলব্ধা।

মোহে বিমুখ নটরাজ।
নব অনুরাগে আশ না পূরল
বিফল ভেল সব কায॥
সজনী কাহে বনায়নু বেশ।
আধ পলকে কত যুগ বহি যাওত
ভাবিতে পাঁজর ভেল শেষ॥

(বাসু ঘোষ)

সখীগণও বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণের আসিবার আর আশা নাই, তথাপি তাঁহারা শ্রীরাধাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন; কেহ কেহ কৃষ্ণের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথায় পাইবেন, হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এ দিকে রজনীও অবশেষ হইয়া আসিল, উষা কিরণে শশাঙ্ক নিষ্প্রভ, ভ্রমরগণ ঝঙ্কার দিয়া কুঞ্জবন মুখরিত করিল, শ্যামার মৃদু আলাপ যেন নব-দম্পতির আধ আধ বাক্যালাপ, যেন সে আলাপ শুনিতে বন খানি নীরব, পূর্ব্বাকাশ সমুজ্জ্বল, উষা সমীরণ প্রভাহীন দীপ শিখা দোলাইয়া দোলাইয়া মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল, হায়! হায়! সাধের নিশা অবসান। শ্রীরাধার অন্তর অভিমানে গড় গড় করিতেছে, হতাশ হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, নয়নে আর জল নাই, নীলোৎপল আঁখি অরুণ হইয়াছে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

তাজ সখি কানু আগমন আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নিরাশ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দুরহি ডারহ যামুন পার॥
কিশলয় শেজ মণি মোতিম মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥
অব কি করব সখি কহ না উপায়।
কানু বিনু জীউ কাহে নাহি বাহিরায়॥
ধিক্ ধিক্ রে বিধি তোঁহারি বিধান।
এ হেন রজনী মোহে বঞ্চল কান॥

শ্রীরাধা মনের দুঃখে পুষ্পময় কুঞ্জসজ্জা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইলেন, সখীগণও হতাশ মনে তাঁহার অনুগমন করিলেন। নীরব নিকুঞ্জ নীহার-পাত ছলে কাঁদিয়া অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিল, কুঞ্জবন বিহঙ্গমগণ যেন এ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া কলরব করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

॥ ৬ ॥

নিশা অবসান প্রায়, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসি-লেন। দেখিলেন, ভ্রমরকুল কুমুদবদন চুম্বনে বিরত হইয়া নবীনা নলিনীর নববিকাশ প্রতীক্ষায় ঘুরিতেছে। পেচকগণ তরুকোটর আশ্রয় করিতেছে। ধ্রুব নক্ষত্র উষা কিরণে প্রভাহীন হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাকাশ ঈষদরুণ রাগ রঞ্জিত হইয়া সূর্য্যোদয় সূচনা করিতেছে। প্রভাত প্রাক্কাল, শ্রীকৃষ্ণের মন বড় চঞ্চল হইল, শ্রী রাধা নবীন বিচ্ছেদে অভিমানিনী হইয়া না জানি আজ কি করিতেছেন, ভাবিয়া শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। আবার শ্রীরাধার অনুরাগ স্মরণ করিয়া নিজ নিষ্ঠুরাচরণ জন্য বড় পরিতাপ হইতে লাগিল, তাঁহার আশায় নিরাশ হইয়া এই দীর্ঘতমা রজনী শ্রীরাধা কত কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছেন ভাবিয়া হৃদয় খানি করুণার্দ্র হইয়া উঠিল, আবার কি করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবেন ভাবিয়া বড় লজ্জিত হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ বিহ্বল চিন্তার পর মনে মনে কোন একটী কল্পনা আঁটিয়া চিত্ত স্থির করিলেন, কতকগুলি নাগকেশর কুসুম অঞ্চলে বাঁধিয়া বকুল কুঞ্জের দিকে চলিলেন।

বকুল কুঞ্জ শূন্য, সুরচিত পুষ্প শয্যা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে, আর সে শূন্য কুঞ্জে গিয়া কি করিবেন, কুঞ্জের সে অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না, অগ্রে চলিলেন। কিছু দূর গিয়া দেখিলেন, শ্রীরাধা সুবাসিত তাম্বুল গুলি ধূলায় ফেলিয়া দিয়াছেন, সাধের তাম্বুল অযত্নে ধূলায় পড়িয়া শুষ্ক হইতেছে। আরও কিছু দূরে গিয়া দেখিলেন, মানিনী নীলকান্ত মণি নির্ম্মিত গুচ্ছহার ভূমিতলে ফেলিয়া গিয়াছেন, মনের চাঞ্চল্য বশতঃ জানিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ আরও অগ্রে চলিলেন, দেখিলেন, তাঁহার জন্য শ্রীরাধা সুগন্ধি কুসুম তুলিয়া যে মনোহর চূড়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অভিমানে তাহা নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন। আরও কতক দূর গিয়া

শ্রীরাধার সূর্য্য পূজার বেদীর উপর অবসন্ন ভাবে এক পার্শ্বে বসিলেন। শ্রীরাধা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ললিতাকে কহিলেন, "সখি! ললিতে! ঐ দেখ তোমার বিদগ্ধ নাগর! ঐ দেখ বেদীর নিকটে।"

ললিতা কহিলেন "কাঞ্চন প্রতিমার মত কঠোর হও।"

শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে সখীগণের সহিত শ্রীরাধাকে দেখিয়া নিকটে আসিলেন, কহিলেন, "ললিতে! তোমার দুষ্ট মন্ত্রণার ফল বেশ দেখিলাম! অনর্থক আমাকে কেশরকুঞ্জ বেদীকায় রাত্রি জাগাইলে?"

ললিতার বড় রাগ হইল, কহিলেন "কি উল্টা কথা! ওহে কুহক! আমার প্রিয় সখী যে কেশর কুঞ্জে পত্র শয্যায় শুইয়া তোমার জন্য নিমেষ কালকেও কল্পাধিক মানিয়াছেন?"

শ্রীকৃষ্ণ সাহঙ্কারে অঞ্চলস্থ নাগকেশর ফুলগুলি দেখাইয়া কহিলেন "কি দম্ভের কথা! এ গুলো কি? দেখিয়াছ?"

ললিতা কহিলেন "আশ্চর্য্য ধূর্ত্ততা! কেশর আবার নাগকেশর হইয়া গেল! আমরা ত জানি বকুলের নামই কেশর।"

কৃষ্ণ। "অর্থান্তর ঘটাইয়া আর পাণ্ডিত্য প্রকাশে প্রয়োজন নাই। যাক্ তোমাদের দোষ নাই, আমি গৌরাঙ্গীদের হৃদয় জানিয়াও যখন অস্থানে প্রেম বিনিময় করিতে গিয়াছি, তখন আমারই দোষ।"

বিশাখা। "গৌরাঙ্গীদের দোষ কি দেখিলে?"

কৃষ্ণ। "স্থির নব জলদ-বক্ষে সৌদামিনীর চঞ্চল ক্ষণ বিকাশ কি দেখ নাই?"

বিশাখা। "যাহার হৃদয় বজ্রময়, তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহারই উপযুক্ত।"

ললিতা হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন "বিশাখে! একটা গান শুন্‌বি?—

চম্প অলদং সিলিদ্ধং—
নঅ কঞ্চণ কান্তি কুসুম গৌরাঙ্গীং।
মুক্কিঅ ধাবই ভমরো
চবলাবিঅ সামলা হোন্তি॥

ঐ দেখ, কাঞ্চন কুসুম গৌরাঙ্গী মৃদুলা চম্পক লতা ছাড়িয়া ভ্রমর ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, কাল বর্ণ হইলেই এমনি চপল হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিলেন, কহিলেন "তুমি একটি বাচালিকার রাণী।"

শ্রীকৃষ্ণের সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া ললিতা জনান্তিকে বিশাখাকে কহিলেন "সখি! সদর্প বাক্যে ইহাঁকে নিরপরাধী বলিয়া বোধ হইতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ যেন কতই নির্দ্দোষ, এই সব ব্রজবালা বাস্তবই তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছে, এইরূপ ভাণ করিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিলেন "নব যুবতীগণ কুটীলতা ছাড়িতে পারে না, প্রবাদটা সত্যই। কোথায় আপন দোষের জন্য ইহাদের আমারই তোসামোদ করা উচিত, কিন্তু কি কুটিলতা, ইহারাই আবার কপট অভিমান করিয়া নিজের দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করিতেছে।"

ললিতা শ্রীরাধার কর্ণে কর্ণে কহিলেন "সখি! সত্যই শ্রীকৃষ্ণ বৃথা জাগরণ করিয়া কষ্ট পাইয়াছেন; আর ইহাঁকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।"

শ্রীরাধা সপ্রেম কটাক্ষে প্রিয়তমকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন "তুমি সরলা বালা মুগ্ধ করিবার মোহিনী মন্ত্র বেশ শিখিয়াছ।"

শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে শ্রীরাধার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! এই কেশর কুসুমগুলি কবরীতে ধারণ কর, আমার শ্রম সার্থক হউক।"

শ্রীরাধা ঈষৎ হাঁসিয়া কহিলেন, "তোমার অঙ্গে চন্দ্রাবলীর গন্ধ উঠিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ। "চন্দ্রাবলীর গন্ধই বটে, পরিহাস নহে।"

শ্রীরাধা সাভিমানে চাহিয়া কহিলেন "ললিতে! তোমার কর্ণ কি বধির হইয়াছে?"

শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন "চন্দ্রাবলী যে কর্পূর সমূহের নাম, অন্য অর্থ আনিতেছ কেন?"

শ্রীরাধা হাঁসিয়া ফেলিলেন, বস্ত্রাঞ্চল পাতিয়া কহিলেন "দাও, ফুল দাও।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার হাস বিকাশিত বদন-সুধা-মাধুরি-বিমুগ্ধ নয়নে চাহিতে চাহিতে আত্মহারা হইয়া ফুলের সহিত মুরলীটীও শ্রীরাধার অঞ্চলে দিলেন, সাধের মুরলী গেল জানিতেও পারিলেন না। সখীদের ইঙ্গিত ক্রমে শ্রীরাধা

বস্ত্রাঞ্চলে মুরলী আবরণ করিয়া সহাস্য বদনে নিজ সখীগণের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। আহা! কি আশ্চর্য্য প্রেম বিহ্বলতা!

নিন্দের আবেশে রহয়ে হরিষে
বেণু করে ধরি হরি।
গোপাঙ্গনা গণে কতেক সন্ধানে
না পারে করিতে চুরী॥
ধনি! ধনি! দেখ রাধিকা কটাক্ষ খেলা।
সে বেণু হরিলা গোবিন্দ মোহিলা,
কি জানি মোহিনী দিলা॥

(যদুনন্দন)

শ্রীরাধার আজ বড় আনন্দ, রমনি-মোহনের রমনী আকর্ষণ যন্ত্রটী আজ তাঁহার হাতে। শ্রীরাধা মৃদু মৃদু সখীদের বলিতেছেন—

ব্রজনারী কর যেই করে জড়
করিতে গৃহের কায।
আগে গুরুজন এ নিবী বন্ধন
ছিড়িয়া যে দেয় লাজ॥
রজনী সময়ে আপন আলয়ে
পতি কোলে থাকে নারী।
তারে যে হরিল সে বেণু পাইল
যতনে রাখহ ধরি॥
যে বেণু সঘন করে বিড়ম্বন
খসায় কুন্তল পাশ।
হরয়ে যুবতি গণের যে মতি
পাশরায় গৃহ বাস॥
হরিণী সকল মুখের কবল
খাইতে না দেয় যেই।
নদীগণ জল যে করে পাথর

শিলা করে জল মই॥
যাহার ধ্বনিতে নারীগণ চিতে
করয়ে মদন জ্বালা।
ধৈরয ধরম করিয়া ভরম
হরয়ে কুলের বালা॥
সে বেণু পাইলা মঙ্গল হইলা
অমঙ্গল দূরে গেলা।
(এ যদু নন্দন দাস তঁহি ভণ)
সতী কুল রহি গেলা॥

মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের জন্য মালা গাঁথিয়া আনিতে ছিলেন, পথে সুবলের নিকট শ্রীরাধার আশা ভঙ্গের বিবরণ শুনিয়া বৃথা জাগরণ পরিক্ষিন্না শ্রীরাধাকে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। অনুসন্ধান ক্রমে সূর্য্যপূজা বেদীকা সমীপে শ্রীরাধার সহিত প্রিয় বয়স্যকে দেখিয়া নিকটে আসিলেন। কহিলেন "সখি রাধে! অবিরল বনমালা পরিমণ্ডিত কলিত কটক-কান্তি নব গৈরিকাম্বু-রঞ্জিত অঙ্গ এই উত্তুঙ্গ কৃষ্ণ ভূধরকে নিজ কটাক্ষ সন্ধানে টানিয়া আনিয়াছ, ধন্য তুমি।"

শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্য করিয়া মুখ অবনত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "প্রিয়ে আমার কষ্টের কথা প্রিয় বয়স্যকে জিজ্ঞাসা কর।"

শ্রীরাধা পরিহাস ভঙ্গিতে মধুমঙ্গলের দিকে চাহিলেন, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—

ভাল সরলতা দেখাইলে।
সমুদ্রে পতিত জনে সাঁতার শিখাইলে॥

মধুমঙ্গল কহিলেন "ভাল বিপরীত তিরস্কার! আমরা বায়ু বিচলিত লতা স্পন্দনে ক্ষণে ক্ষণে তোমাদের আগমন আশঙ্কায় বিজন কুঞ্জে বসিয়া রাত্রি পোহাইলাম, আর তোমরা সেই কুঞ্জ শূন্য ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়া ঘুমাইলে। এখন আমরাই দোষী, আর তোমরা আসিয়া সাধু হইয়া দাঁড়াইয়াছ।"

শ্রীরাধা কহিলেন "তাই বটে! আমরা অন্ধ হইয়া ছিলাম।"

কুঞ্জহি কান নখর চন্দ্রাবলী
রুচির রুচি নাহি পেখি।
হত শশী কিরণ নিরোধল ব্রজপথ
কৈছন লাজ উপেখি॥
দুরজন ভয়ে পুন ঘর যাইতে না পারনু
জাগনু বিজন বিপিনে।
লাজ ভয় দুখ অবধি নাহি হোয়ল
রোই গোই রাতিমানে॥

মধুমঙ্গল অন্য প্রকার বুঝিয়া বড় গোলে পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন——

"কুঞ্জহি কানন খর চন্দ্রাবলী
রুচির রুচি নাহি পেখী।"

ভাবিলেন "ইহারা তবেত সব দেখিয়া ফেলিয়াছে! চন্দ্রাবলীকেও দেখিয়াছে, বয়স্যকেও দেখিয়াছে, আমাকেও ছাড়ে নাই। যাক্ আর লুকাইয়া কি হইবে, স্বীকার করিয়া খানিক তোষামোদ করি।" প্রকাশ্যে কহিলেন "কল্যাণি! প্রিয় বয়স্য তোমার মুখ চন্দ্র না দেখিতে পাইয়া চন্দ্রাবলী———"

আরে-আরে-মূর্খ বটু সব নষ্ট করিল——শ্রীকৃষ্ণ ব্যস্ততা সহকারে মধুকে ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। বটু শ্রীরাধাদির চঞ্চল ভাব দেখিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়া অধোমুখ হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "আহা! আমার রজনীর কষ্ট মনে করিয়া অন্তর্ব্বাষ্পে সহসা প্রিয় বয়স্যের বাক্য রুদ্ধ হইল। আমার বয়স্য ইহাই বলিতেছিলেন, "প্রিয় বয়স্য তোমার মুখ চন্দ্র না দেখিতে পাইয়া চন্দ্রাবলীন-নেত্রে তোমার মুখ চন্দ্র স্মরণ করিতে করিতে অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়াছেন।"

মধুমঙ্গল কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন "প্রিয় বয়স্য! তুমি কি সর্ব্বজ্ঞ? আমার অর্দ্ধ সমাপ্ত বাক্য ঠিকই বলিয়াছ!!"

ললিতা কহিলেন "রাধে! এখনও কি তোমার সন্দেহ আছে? তোমার নাগরের অঙ্গে কি রতি চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ না? ঐ ধূর্ত্তের স্বভাবই ঐ প্রকার, অনুরক্তা কুলকামিনীগণকে কলঙ্কে ডুবাইয়া পরিত্যাগ করে। তুমি শীঘ্র উহা

হইতে আপন চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত কর।"

শ্রীরাধা অভিমান স্ফুরিতাধরে কহিলেন "হায়! হায়! কি বিড়ম্বনা——"

ধিক্-রহু মাধব তোহার সোহাগ। ধিক্-রহুযো ধনি তোহে অনুরাগ॥
চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ। কৈতব বচনে অবহুঁ কিয়ে কায॥
সহজই আনলে দগধই অঙ্গ। কাহে দেহ আহুতি বচন বিভঙ্গ॥
সোধনি কামিনী গুণবতী নারী। হাম নিরগুণ রতি রভসে কোঙারী॥
সোই পুরব তুয়া হিয়া অভিলাষ। বঞ্চলি ইহ নিশি যো ধনি পাশ॥
(বলরাম দাস।)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "প্রিয়ে! আমাকে মিথ্যা অপরাধী করিতেছ।"

শ্রীরাধা মানারুণ নেত্রে মধুর তিরস্কার ভঙ্গীতে কহিলেন, "কৃষ্ণ! আমার আগমন পথে নয়ন পাতিয়া থাকায় চক্ষে কুসুম রেণু পড়িয়াছিল, তাই চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ হইয়াছে, আর বনে বনে আমায় খুঁজিয়া বেড়াইতে শীতে বিম্বাধর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি; মন্দভাগিনীত তোমাকে দোষ দিতেছে না, কেন তুমি শঙ্কিত হইতেছ?"

কৃষ্ণ। "প্রিয়ে! অধীন জনের শঙ্কাও অলঙ্কার।"

রাধা। "তুমি যে স্বতন্ত্র স্বাধীন পুরুষ, তুমি আবার আমার অধীন হইতে আসিলে কেন?"

কৃষ্ণ। "প্রিয়ে! একা আমি নই, আমার দশটী অবতারও—

লোচনে মীন কমঠ উচ কুচযুগে, ক্রোড়ে মিলাওল ক্রোড়।
অধরে প্রহ্লাদ স্থখদ বলি বন্ধন, মাঝহি ত্রিবলিক ডোর॥
মুখ রুচি রাম রাম রাম সুরমণ, মানিনী বুদ্ধ ধেয়ানে।
মনহি কলহ মহা কল্কি পরাজলি, ইহ দশ করলি অধীনে॥

রাধা। "ললিতে! শুনিলেত?"

ললিতা। "কৃষ্ণ! তোমার দশ অবতার তোমাতেই আছে——"

স্বভাব সুচঞ্চল, মীন বর জীতল, হিয়া তব কমঠ কঠোর।
দন্ত ভূদার, উদার নখ নরহরি, বাওন কুটিল চিত তোর॥
প্রচণ্ড সুমাধুরী, অধীর পরশুধারী, রামালক্ষেশাকর্ষী।

উন্মদ মদিরা, পান জিত হলধর, ইষ্ট বিঘাত মহর্ষি ॥
কৃপাণ লীলা, অবলা হিয়া ছেদই, ভেদই রমনিক লাজ।
ইহ দশ রূপ, মুরতি ধরি দশ গুণ, তুয়া সব অঙ্গ বিরাজ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন চাটুবাদ ভিন্ন এখন আর অন্য উপায় নাই। মধুমঙ্গলের হস্ত হইতে মল্লিকা মালা লইয়া যোর হস্তে শ্রীরাধার পদমূলে বসিলেন কহিলেন—

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি। পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধুলি ॥
অভিমান দুর করি চাহ এক বার। দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার ॥
(পদকল্পতরু।)

শ্রীরাধার অন্তর দগ্ধ হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের চাটু বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বিমুখী হইয়া বসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেম নয়নে বিশাখার মুখ চাহিয়া সহকারিতা আকাঙ্খা করিতে লাগিলেন। বিশাখা বড় কোমল প্রাণা, বিশেষতঃ কৃষ্ণের মলিন মুখ দেখিতে তাঁহার বড় কষ্ট হয়। শ্রীরাধার বিরাগ দেখিয়া বিশাখা অনেক বুঝাইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে মল্লিকা মালা লইয়া শ্রীরাধার গলায় দিতে যাইলেন, শ্রীরাধা "দূর দূর নির্ব্বুদ্ধিকে !" বলিয়া, মালা দূরে ফেলিয়া দিলেন।

বিশাখা কহিলেন "অধিক বাড়াবাড়ি ভাল নয়—"

করে কর যোড়ি মিনতি করু তো সঙ্গে
চরণ কমলে প্রণিপাত।
কোপে কমল মুখী নয়ানে না হেরসি
অভিমানে অবনত মাথ ॥
সুন্দরী ইথে কি মনোরথ পূর।
যাচিত রতন তেজি পুন মঙ্গল
সো মিলন বহু দূর ॥
কোকিল নাদ শ্রবণে যবঁ শুনবি
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটি কুসুম শর হিয়াপর বরিখব
তব কৈছে ধরবি পরাণ ॥

মন্থু এত বচনে তোহার নাহি আরতি
হিত কহিতে কহ আন।
দারুণ দখিন পবন যব পরশব
তবহি মিটব দূর মান ॥ *

শ্রীরাধা বিমুখী হইয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "হায় হায়! যাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পণ করিলাম, সে আমার হইলনা!" এই চিন্তাই যেন তাঁহার হৃদয়ে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে আপন কর্ম্মের জন্য বড় মনস্তাপ পাইলেন। "কেন এমন করিলাম" মনে করিয়া অন্তর উমরাইয়া উঠিল, ইন্দীবর নয়নে জল পড়িল, দুই করে শ্রীরাধার চরণ দুই খানি ধরিয়া অবনত মস্তকে নয়নের জলে তাহা বিধৌত করিতে লাগিলেন, সাধের পিঞ্ছ মুকুট ধূলায় ধূসরিত হইয়াগেল, গদ্গদ বাক্যে কহিলেন——

অপরাধ কিছুই না জান।
যাহে লাগি শয়ন স্বপনে নাহি হেরিয়ে
সোই করত অপমান ॥
ক্ষম ধনি মঝু অপরাধ।
ঐছন দোষ কবহু হাম না করব
প্রেমে না করু ধনি বাদ ॥ *

শ্রীরাধা চাহিলেন না, বিমুখী হইয়াই বসিয়া রহিলেন, বিশাখা কহিলেন—

সুন্দরী অব তুহুঁ তেজসি কান।
সুখময় কেলি কুঞ্জে যব বৈঠবি
তব কাঁহা রাখবি মান
ইহ অলখি যব তোহে ছোরি যাওব
তব গুণ গণ সোঙরব
রোই পুন হামারি বাহু ধরি সাধবি
তব কোই নিয়রে না যাব ॥ *

* (পদকল্পতরু)

সহসা বনান্তরালে মুখরার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ললিতা কহিলেন "রাধে! ফিরিয়া দেখ, বোধ হয় আর্য্যা মুখরা ডাকিতেছেন।"

সকলে সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইলেন, মুখরা বারম্বার কৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া, শ্রীরাধাকে কহিলেন, "বৎসে! তুমিও কি কৃষ্ণের হস্তে পড়িয়াছ?"

মধুমঙ্গল জনান্তিকে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন "সখে! আর এখানে কেন?"

কৃষ্ণ। "সখে! আমার বংশী?"

মধু। "তা তুমিই জান।"

কৃষ্ণ। "নিশ্চয় শ্রীরাধাই আমার বংশী লইয়াছেন, বংশী না লইয়া কি করিয়া যাইব?"

মধু। "সখে! বংশী থাক, চল আমরা আপনাকে লইয়া এখন পলাই।"

কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন "চুপ্ বাচাল।"

মধুমঙ্গল এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে কহিলেন "সুন্দরি! তুমিই আমার বংশী লইয়াছ।"

শ্রীরাধা ভ্রুভঙ্গী করিয়া কহিলেন "কে জানে তোমার বংশী।"

ললিতা। "কৃষ্ণ! মিথ্যা অপবাদ দাও কেন?"

কৃষ্ণ। "ললিতে! আর প্রতিকুলতা করিও না?"

ললিতা। "বৃথা কথায় কায কি? এখান হইতে চলিয়া যাও, আমরা কি তোমার বাঁশীর জামিন আছি নাকি?"

শ্রীরাধা বৃদ্ধার নিকট গিয়া কহিলেন "আপনার নাতির গুণ দেখুন, মিছামিছি আমাদিগকে চোর বলিতেছে।"

মুখরা ক্রোধ মুখী হইয়া কহিলেন "ওরে কৃষ্ণ! বুঝিলাম, আমার নাতিনীর সর্ব্বনাশ করিতেই এখানে আসিয়াছ।"

মধু। "নির্ব্বংশিকে! বৃদ্ধে! তোমার নাতিনী বংশী চুরী করিয়া এখন তোমার নিকট সতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

কৃষ্ণ। "আর্য্যে! মধু সত্যই বলিতেছে।"

মুখরা শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসিলেন "সত্যই লইয়াছ নাকি?"

শ্রীরাধা। "আর্য্যে! বৃন্দাবনে কাষ্ঠ কি দুষ্প্রাপ্য? সেই হস্ত পরিমিত

কাষ্ঠ চুরী করিব ?"

কৃষ্ণ। "ঐ দেখুন, হাসিতেছে, না লইলে হাঁসিবে কেন ?"

মুখরা। "চঞ্চল! অভিমন্যু পত্নী তোমার বন্দনীয়া, তাহার সহিত পরিহাস কর্ত্তব্য নহে।"

মধুমঙ্গল। "মুখরে! আমি পৈতা ছুইয়া বলিতেছি, আজ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার বয়স্য শ্রীরাধার চরণে মস্তক লুটাইয়া প্রণাম করিয়াছেন।"

মুখরা। "তা হইলেই ধর্ম্ম হইবে।"

সকলেরই বড় হাঁসি পাইল। মুখরা সে হাঁসির তত্ত্ব বুঝুক বা না বুঝুক কৃষ্ণকে তাড়াইবার ইচ্ছা তাহার অত্যন্ত বলবতী। কহিলেন "কৃষ্ণ! তোমার এই সব দোষের কথা শুনিলে তোমার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। এখন যাও গরু চরাও গিয়ে।"

কৃষ্ণ। "আর্য্যে! বেণু না পাইলে কি করিয়া ধবলাগণকে আকর্ষণ করিব।"

ললিতা চুপি চুপি কহিলেন "ধবলা কেন ? অবলা বলনা"

কৃষ্ণ। "এখন ত তোমরা মুখরাকে পাইয়া সবলা হইয়াছ ?"

মুখরা। "ওরে চঞ্চল! আমার আগে এই নবীনা নাতিনী, তোদের ত ধর্ম্মভয় নাই, আমিও ভাল করিয়া দিনেও দেখিতে পাই না, শীঘ্র আমার আঙ্গিনা হইতে পলাও, নইলে এখনি মথুরার পথে হাঁটীব।"

মধু। "দুর্ম্মুখি! বুড়ি! আমরা তোমার কংসের ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছি কিনা ? সেই মথুরার ভয় দেখাইতেছ ?"

মুখরা দেখিলেন ইহাদিগকে পারা কঠিন, কহিলেন "থাক্, এই আমি রাজসভায় চলিলাম।"

এই বলিয়া মুখরা শ্রীরাধাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। সখীরাও অনুগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সখে! শ্রীরাধাত মানিনী হইয়াই গমন করিলেন। আহা! বয়স্য! লক্ষ্য করিয়াছ কি ?

মান মলিন মুখ খানি।

ক্ষণেক ধৈরয ধরি, সরল নয়নে হেরি,

ক্ষণে মানারুণ আঁখি কুটিল চাহনী॥
কথন প্রণয় কোপে আকুলিত মন।
কথন উধাও প্রাণে, উপেখিয়া মনাগুণে,
সমুৎসুক বলিবারে কৌতুক বচন।
কভু তরুণীর শোভা বিকাশে নয়ন॥

বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর অনুরাগে আকুলিত হইয়া উঠিল, ক্ষণ কাল অন্য মনস্ক হইবার জন্য কহিলেন "এস বয়স্য! আমরা কালিন্দী কুলে ধেনু অন্বেষণ করিগে।"

মধুমঙ্গল অনুগামী হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দী পুলিনাভিমুখে চলিলেন।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

———0———

পঞ্চম অঙ্ক।

॥ ১ ॥

স্নেহ অতি আশ্চর্য্য বস্তু। ইহার অনির্ব্বচনীয় অনুভব যেমন বিচিত্র, তেমনি স্বাভাবিক। সূর্য্যোদয়ে কমল বিকসিত হয়, ইহা যেমন কমলের স্বভাব, স্নেহের স্বভাবও সেইরূপ স্নেহাস্পদে নির্হেতু দর্শনোল্লাস। চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্ত শিলা হইতে জলস্রাব হয়, ইহা যেমন স্বভাব; স্নেহাস্পদের দর্শনে হৃদয়ের আদ্রতাও সেইরূপ স্নেহের স্বভাব। স্নেহ অধোগামী প্রেম প্রবাহ, এইজন্য ইহার বেগ অতি প্রবল এবং নিতান্ত নির্হেতু বলিয়া ইহার উল্লাস অতি স্বাভাবিক। আবার যেমন উল্লাস, উৎকণ্ঠাও ততোধিক। স্নেহাস্পদের সুসংবাদে যে আনন্দ, দুঃখ সংবাদে তাহার শত গুণ উৎকণ্ঠা, সন্দর্শনে যে উল্লাস, অদর্শনে তাহার শত গুণ চিন্তা। ইহার এক অপরিহার্য্য স্বভাবই এই, ভালটা অপেক্ষা মন্দটা অধিক জানায়, সুতরাং স্নেহ যেন একটী দুঃখের নিবাস ভুমি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শত দুঃখেও ইহা অপরিহার্য্য, অবিকার্য্য, অনিবার্য্য। একের জন্য অপরের নিয়ত সম দুঃখিতা, সম সাময়িক সমানানুভব,

কি বিচিত্র ! কি নিরুপম ! কি বিমল চিদ্বিকাশ ! পবিত্র—পবিত্রাদপি পবিত্র ! কারণ ইহা অন্যের প্রতিযোগিতাপেক্ষী নহে, অনন্যাপেক্ষী স্নেহের প্রবাহ আপন স্বভাবেই প্রবাহিত হয়। প্রেম প্রেম চায়, স্নেহ কিছুই চায় না, এই জন্য তাহার নিবাস উচ্চে। এই জন্যই ইহার নাম বাৎসল্য। শ্রীরাধার প্রতি পৌর্ণমাসী দেবীর বাৎসল্য ভাব, কিন্তু সে বাৎসল্য রসের বিচিত্রতা মধুরে পরিপুষ্ট, যেন তাহাতে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর পাঁচটী রস একত্রে মিশিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় স্নেহ রসে পরিণত হইয়াছে।

প্রেমের কুটিল আবর্ত্তে পড়িয়া, আজ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, শত কাকুবাদ কর্ণে স্থান দেন নাই, দারুণ অভিমানে আত্মহারা হইয়া প্রিয়তমের প্রতি নিতান্ত নির্ম্মমতা দেখাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন আবার সেই কান্তের অদর্শনে দারুণ বিরহ তরঙ্গে অঙ্গ ভাঁসাইয়া দিয়াছেন। অনুতাপের গহ গহ দহনে হৃদয় খানি দহিয়া যাইতেছে। দুঃখ রাশি অন্তর্ভেদী নিশ্বাসে মিশিয়া মিশিয়া বাহিরে আসিতেছে, তবুও কত অশেষ ! যেন উনাইয়া উনাইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। শ্রীরাধা কষ্টে সময় কাটাই-তেছেন, দেবী পৌর্ণমাসীও স্নেহের স্বভাবে যেন সেই অসীম দুঃখ ভারের সম-দুঃখিতা স্রোতে ডুবিয়া গিয়াছেন। বিমর্ষ বদনে নিজ কুটিরে বসিয়া আছেন, এমন সময় মধুমঙ্গলের সহিত বৃন্দাদেবী আসিয়া প্রণাম করিলেন।

পৌর্ণমাসী দেবী নিজ প্রজ্ঞাবলে বুঝিলেন—বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম যাঁহার আদেশানুবর্ত্তী, শব্দ মাত্রেই যিনি সকল পশু পক্ষীর ভাষা বুঝিতে পারেন, সেই বনদেবী বৃন্দা নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হইতেই তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। দেবী আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৃন্দা কহিলেন "দেবি ! আজ আপনাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন ?"

পৌর্ণমাসী দেবী নিজ দুঃখের প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া, ছলনা ক্রমে কহিলেন "বৎসে ! শ্রীকৃষ্ণের আশঙ্কায় অভিমন্যু সপরিবারে শ্রীরাধাকে লইয়া মথুরায় বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। আবার তাহার মাতা জটীলা নানা ছলে অপবাদ দিয়া নিয়ত শ্রীরাধাকে কষ্ট দিতেছে, এই জন্য আজ আমি বড়ই সন্তপ্ত চিত্তে রহিয়াছি।"

বৃন্দা। "আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে, শ্রীরাধা শীঘ্রই এসব বিঘ্ন হইতে মুক্ত হইবেন।"

মধু। "আর্য্যে! রাধিকাতেই আপনার অধিক প্রেম।"

পৌর্ণ। "বৎস! শ্রীরাধাকে ভাল বাসিবার অনেক কারণ থাকিলেও, তাহার প্রতি আমার এই প্রেম অনন্যাপেক্ষী ও নির্হেতু।"

বৃন্দা। "হওয়াই উপযুক্ত।"

মধু। "দেবি! নির্হেতু প্রেমের লক্ষণ কি?"

পৌর্ণমাসী কহিলেন "বলিতেছি শুন।"

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাস শ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া॥

প্রশংসায় উদাসীন স্তোত্রে মানে ব্যথা।
নিন্দায় না মানে দুঃখ হাঁসিয়া উড়ায় কথা॥
দোষ দেখি নাহি কমে গুণে নাহি বাড়ে।
সেই সে নির্হেতু প্রেম ভুবন মাঝারে॥

মধু। "অহো! শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঠিক এই প্রকার প্রেম।"

পৌর্ণ। "বাছা! নৈসর্গিক প্রেমমাধুর্য্যের একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থলই শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীরাধা মাধবই প্রেম পরাকাষ্ঠার সীমা।"

বৃন্দা। "দেবি! শুনুন তবে—

আজু পেখনু নব বিরহ অধীরে।
সীদতি মাধব যমুনাকি তীরে॥
গৈরিক রাগে না রঞ্জই অঙ্গ।
ভার করি মানই ভূষণক সঙ্গ॥
কর সঞে পাঁচনী খসই না ধরই।
অবনত মাথ মনহি মন ঝড়ই॥

পত্র মুরলী লেই না পুরই শান।
শিঙ্গা সঙ্কেত বিছুরল কান ॥

পৌর্ণমাসী দেবী সমস্ত জানিয়াও না জানার ন্যায় খেদ ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন "এমন হইল কেন?"

মধু। "ললিতার কুমন্ত্রনায়।"

পৌর্ণ। "শ্রীরাধা ললিতার ছলনায় ভুলিয়াছেন।"

বৃন্দা। "তা নয়ত কি?"

পৌর্ণ। "তারা সব আজ কোথায়?"

বৃন্দা। "তাই জানিবার জন্যই সুবলকে পাঠাইয়াছি।"

এমন সময় সুবল আসিয়া পৌর্ণমাসী দেবীকে প্রণাম করিলেন, দেবী কহিলেন "শ্রীরাধাকে কোথায় দেখিলে?"

সুবল। "মুখরার প্রাঙ্গণে, আম্র বেদিকায়।"

পৌর্ণ। "আমি শীঘ্র গিয়া শ্রীরাধাকে অভিসার করাইব। মধুমঙ্গল তুমি শ্রীকৃষ্ণকে সুসংবাদ দিয়া শান্ত কর।"

মধুমঙ্গল আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে চলিলেন। বৃন্দা সুবলের কানে কানে কহিলেন "সেই পদ্যটি কি বিশাখাকে দিয়াছ?"

সুবল ইঙ্গিতে জানাইলেন "দিয়াছি।"

পৌর্ণমাসী দেবী অগ্রবর্ত্তী আম্রকুঞ্জে বৃন্দা ও সুবলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া শ্রীরাধার নিকট চলিলেন, কিয়দ্দূর গিয়াই ললিতার সহিত দেখা হইল। ললিতা প্রণাম করিয়া কহিলেন "আমি আপনার নিকটে যাইতেছিলাম।"

পৌর্ণ। "কেন বাছা?"

ললিতা। "আর্য্যে! সেই ধূর্ত্তের কপট প্রণয়ে পুনঃ পুনঃ প্রতারিতা হইয়াও আমার প্রিয় সখী আবার তাহারই জন্য উৎকণ্ঠিতা হইতেছেন। এত লঘুতা-তেও যদি লজ্জা না হয়, তবে আমি আর কি করিব বলুন?"

পৌর্ণ। "বৎসে! বৃথা মনোমালিন্যে কায নাই, কৃষ্ণ ইহাতে নিরপরাধ, মধু মঙ্গলের কথার দোষেই একে আর হইয়াছে।"

এই বলিয়া উভয়ে শ্রীরাধার নিকট চলিলেন।

॥২॥

মান্ প্রেম তরঙ্গের কুটীল আবর্ত্ত। "সে আমারই, সে আমা বই জানে না।" ইহাই প্রেমের স্বভাব সরল গতি। "হায়! আমি যাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া ভাল বাসিলাম সে আমার নহে।" ইহাই বক্রগতি অর্থাৎ মান্। আত্ম প্রেমোৎকর্ষতানুভাবক তিরস্কারময় প্রণয় রোষ, প্রবৃদ্ধ মান্ বা দুর্জ্জয় মান্। মাৎসর্য্যযুক্ত কপট স্বাপকর্ষতা প্রকাশক দৈন্যোক্তিময় প্রণয় রোষ মৃদুমান্। কিন্তু প্রেমের কি গতি বৈচিত্র; অপরাধী কান্ত যতক্ষণ সম্মুখে থাকে, মান ততক্ষণ কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইলেই অভিমান্ ভাঁসিয়া যায়।

দেখিলে বাড়য়ে মান্ না দেখিলে মরি।
অন্তর গুমরে তার সোহাগ সোঁওরী॥

শ্রীরাধা দারুণ দুর্জ্জয় মান ভরে শ্রীকৃষ্ণের শত কাকুবাদ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, তখন মনে করিয়াছিলেন অমন শঠের মুখ আর দেখিব না। কিন্তু যেই মাত্র কৃষ্ণ নয়নান্তরাল হইলেন, অমনি মানও ক্রমে ক্রমে পরিতাপে ডুবিয়া গেল। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শত অপরাধ ভুলিয়া গিয়া আপনাকেই অপরাধিনী মনে করিতে লাগিলেন। মনে পড়িতে লাগিল সেই প্রাণকান্তের মলিন মুখ, সেই ছল ছল নয়ন দুটি, সেই করুণ কাকুবাদ, সেই "দেহি পদ পল্লব মুদারং" বলিয়া দুই করে চরণ ধরিয়া রোদন। আহা! এমন অনুগত কান্তকে নিষ্ঠুর ভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন, শ্রীরাধা মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন, পঙ্কজ নয়ন দুটী অশ্রু জলে ভাঁসিয়া গেল, সেই নয়ন জলে অমন দুর্জ্জয় মানও ভাঁসিয়া গেল, অমনি——

টুটল মান বিরহে ভেল ভঙ্গ।
গৃহ মাঝে বৈঠল সহচরী সঙ্গ॥

কিন্তু সখীদিগকে কি বলিবেন, তখন সখীদের কথা শুনেন নাই, এখন আবার কি করিয়া অন্তরের দশা খুলিয়া বলেন, বলিতে বড় লজ্জা হইতেছে, অথচ প্রাণে প্রাণে কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। আবার যখন সখীরা কেহ কৃষ্ণের কথা বলিতেছেন, তখন আবার মান আসিতেছে, "তার কথা আর আমাকে বলিস্ না" বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন। ক্রমে সখীরা কৃষ্ণের কথা

ছাড়িলেন, এদিক ওদিক সরিয়া বসিলেন, তখন প্রাণের দায়ে আপনা আপনি সখীদের ডাকিয়া কৃষ্ণের কথা পাড়িলেন; সখীরাও তখন সময় পাইয়া নির্ব্বাণ মানাগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন; কহিলেন "আবার তার কথা?"

আর ভস্মে ঘৃতাহুতি দিলে কি হইবে? মানের আগুণ যে নিবিয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন, আর কৃষ্ণকে না দেখিয়া বাঁচিতেছেন না, আপন মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া কৃষ্ণ দর্শনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু ললিতা বড় তেজস্বিনী, এত বড় অপমান্! যাহাকে স্বয়ং ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, আবার যাচিয়া তাহাকে মিলিতে যাওয়া যেন তাঁহার প্রাণে সহিতেছে না, তিনি শ্রীরাধাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিরস্কার করিবেন কাহাকে? সে প্রাণ যে কৃষ্ণময়! শ্রীরাধা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগলিনীর মত হইয়া উঠিলেন, অগত্যা তাঁহাকে শ্রীরাধার প্রাণ ও মান দুইদিক্ রাখিবার জন্য পৌর্ণমাসী দেবীর শরণাগত হইতে হইল।

ললিতা অন্তরাল হইলে নির্জ্জন পাইয়া শ্রীরাধা মনের বেদনা উঘারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উৎকণ্ঠায় আর স্থির থাকিতে না পারিয়া স্খলিত পদে উন্মাদিনীর ন্যায় বিজন আম্র মূলে আসিয়া বসিলেন। উন্মাদিনীর মত আপন মনেই বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ললিতা পৌর্ণমাসী দেবীর সহিত আসিতে আসিতে শ্রীরাধার বিলাপ গুঞ্জন শুনিতে পাইলেন, সহসা সম্মুখে না আসিয়া উভয়ে নিকটস্থ লতা গুল্মের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া শুনিতে লাগিলেন। স্থানটী বিজন পাইয়া শ্রীরাধা বিহ্বলার ন্যায় আপন নিষ্ঠুরতার আলোচনা করিয়া কাঁদিতেছেন। কেহ শুনিতে নাই, তবু আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিতেছেন, "হায়! কৃষ্ণ কত অনুরাগের কথা কহিয়া অনুনয় করিয়াছিলেন, আমি কি কঠিনা, একবার তাহা কর্ণেও শুনিলাম না, মল্লিকার হার দূরে ফেলিয়া দিলাম, হায়! হায়! আমি কি পাষাণ—

চরণে লাগি হরি, হার পিন্ধায়ল,
যতনে গাঁথি নিজ হাত।
সো নাহি পহিরলুঁ, দূরহি ডারলুঁ,
মানিনী অবনত মাথ॥

(গোবিন্দ দাস)

কার দোষ দিব, প্রিয় সখীরাও আমাকে কত উপদেশ দিয়াছিল, হায়! আমি কেন শুনিলাম না;

কাহে মোর দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥
গিরিধর নাহ, বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটী নেহারি।
হাতক লছিমী চরণ পর ডারনু
অব কি করব পরকারি॥
(গোবিন্দ দাস)

হায়! হায়! কৃষ্ণ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কতই মিনতি করিয়াছিলেন, আমি একবার চাহিয়াও দেখিলাম না,

চরণ নখর মণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন লোর।
কত রূপে মিনতি করল পঁহু মোর॥
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান।
অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
(বিদ্যাপতি।)

শ্রীরাধা গালে হাত দিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, অনেক ক্ষণ ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "আহা! সেই নবীন যুবক যে সব হরিণীনয়নাদের সহিত বিহার করিতেছেন তাহারাই ধন্য!

আকুল প্রেম পহিল নাহি হেরনু
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহ নিশি জলত পরাণ॥
(গোবিন্দ দাস।)

বলিতে বলিতে শ্রীরাধা শঙ্কিত-মনে চারিদিকে চহিতে লাগিলেন। ভয়, পাছে এমন কথা ললিতা শুনিয়া নিন্দা করে, পাছে বলে "বহুবল্লভ জানিয়াই যখন সর্ব্বান্তঃকরণ ঢালিয়া দিয়াছ, তবে আর এখন মান্ কেন ?" মান্ হয় কেন, ইহাই বা কে জানে; মান্ যায় কেন, ইহাই বা কে জানে; কুটিল প্রেমের কুটিল গতিই স্বভাব। আবর্ত্ত জলে উঠে জলেই মিশায়, প্রেমেরও কুটিল গতি প্রেমেই উঠে, প্রেমেই মিশাইয়া যায়, অতএব প্রেমের বিচিত্র গতি। যাহাকে অন্যাসক্ত ভাবিয়াই এত মান্, আবার তাহাকেই অন্যাসক্ত ভাবিয়া এত উৎকণ্ঠা। তরুবর বায়ুভরে শাখা-বাহু নারিয়া ডাকে কিন্তু আশ্রয়ার্থিনী লতাই তাহাকে আলিঙ্গন জন্য লক্ লক্ করিয়া ছুটে, ইহাই স্বাভবিক। শ্রীরাধা মান করিয়াছেন, প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছেন, তবুও সেই বহুবল্লভ কান্তের সোহাগের নিকট শত দোষ ছোট হইয়া যাইতেছে, মনে করিতেছেন—

তিল এক শয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো সুখ করি বিছুরাই॥

(গোবিন্দ দাস।)

শ্রীরাধা উভয় শঙ্কটে পড়িয়াছেন, এক দিকে প্রেম ময় উৎকণ্ঠা টানিতেছে, অপর দিকে মান গৌরব যেন বাহু প্রসারণ করিয়া পথ রোধ করিতেছে, মনে করিতেছেন "গরল ময় মান্ নির্ম্মাতা বিধাতাকে ধিক!"

যো বহু বল্লভ সহজই ভোর।
কৈছন বেদন জানব মোর॥
চলইতে চাহি যদি আদর ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে বিরহ তরঙ্গ॥

কাহে উপেখলু কান।
না জানিয়ে দগধি চলব মোহে মান্॥
(গোবিন্দ দাস।)

হায়! হায়! আর কি মানের বারণ মানা যায়? উৎকণ্ঠা শত দিকে শত মূর্ত্তি ধরিয়া ডাকিতেছে, আবার ঐ কোকিল ডাকিতেছে, ভ্রমর ডাকিতেছে, দৈয়াল ডাকিতেছে, পাপীয়ার ডাকিতেছে, এত ডাকাডাকি কি আর উপেক্ষা করা যায়? আবার দুরন্ত মলয় বায়ু "সর্ সর্" করিয়া মান্ গৌরবকে ঠেলিয়া ফেলিতেছে, ঐ আবার দুকুল ভাঙ্গিয়া অনুরাগের প্রবাহ আসিতেছে, শ্রীরাধার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, তিনি দেখিলেন, তাঁহার সেই কান্ত মুরতি প্রাণকান্তই যেন স্বয়ং আসিয়া ডাকিতেছেন, কিন্তু আবার সেই ছার অভিমান আসিয়া পথরোধ করিয়াছে, যাইতে দিতেছে না, যেন তাঁহাকে একাকিনী পাইয়া তাঁহার সেই লম্পট বঁধু বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে আসিতেছেন! ভ্রান্তি ঘনীভূত; শ্রীরাধা পলাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোথায় পলাইবেন? জগৎ কৃষ্ণময়! পলাইবার পথ নাই। বিভ্রান্তচিত্তে কর্ণোৎপলের দ্বারা তাড়না করিতে করিতে কহিলেন "ছুয়ো না, ছুয়ো না, চন্দ্রাবলীর ক্রীড়ামৃগ! দূর হও; এখানে তিরস্কার বই তোমার পুরস্কার নাই।"

দূর করিলে কি দূর হয়! তাঁহার জল্পনা কল্পনায় আসিয়া মূর্ত্তি ধরিয়াছে, কান্ত কণ্ঠালিঙ্গনোৎকণ্ঠা মূর্ত্তিমান হইয়া কান্তরূপে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছে, শ্রীরাধা একাকিনী, কি করিবেন, ভ্রান্তিকেই সত্য ভাবিয়া ডাকিয়া কহিতেছেন "হে যমুনাকুলভূষণ কদম্বকুল! তোমরা সাক্ষী থাক, এই গোকুল ধূর্ত্ত আমাকে অবলা পাইয়া বল প্রকাশ করিতেছে।"

বলিতে বলিতে শ্রীরাধা বসিয়া পড়িলেন। সাত্ত্বিক ভাবাবেশে তাঁহার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। অন্তরালে থাকিয়া ললিতা ও পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীরাধার প্রেম চেষ্টা দেখিতে ছিলেন; উৎকণ্ঠা চরমসীমায় উঠিয়াছে দেখিয়া, ভগবতী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে অভিসার করাইবার জন্য ললিতাকে আদেশ করিলেন। ললিতা প্রকাশ হইয়া কহিলেন "সখি! রাধে! একা একা কি মন্ত্রণা করিতেছ?"

শ্রীরাধার ভ্রান্তি গেল, দেখিলেন সত্যই একা রহিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া কহিলেন "কৃষ্ণ কি পরকায় প্রবেশ মন্ত্র জানেন?"

সহসা এক খানি পত্র হস্তে বিশাখা আসিলেন, কহিলেন "সখি! এই পত্র খানি সুবলের হাতে পাইয়াছি।"

ললিতা পাঠ করিয়া দেখিলেন লেখা আছে——

মেধ্যোঽপি মাধবিকয়া মধুপো যদেষঃ
ক্ষিপ্তঃ স্বয়ং প্রচলতা নব পল্লবেন।
তস্যাঃ খলু ক্ষিতিরিয়ং সুষমা ক্ষরেণ
নন্দন্ত্যয়ন্তু বিরুবন্নরবিন্দিনীষু॥

নির্দ্দোষ অলিরে কর পল্লবে তাড়িত।
মধুকর বিনা নহে মাধবী শোভিত॥
শোভাহীণ হৈলে আর বৈসে কি ভ্রমর।
নলিনী সদনে ধায় লুবধ অন্তর॥

শ্রীরাধার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, বিষণ্ণ মুখে ললিতার করে ধরিয়া কহিলেন "পদ্ম লোচনে! অপরাধিনী বলিয়া কি মাধব আমায় বিমুখ হইলেন? আমি না হয় গুণ হীণা বালা, রসজ্ঞ মাধবের কি সে দোষ গ্রহণ করা উচিৎ?"

শ্রীরাধা কাঁদিতে লাগিলেন। বিশাখা প্রবোধ দিয়া কহিলেন "সখি! সখি! আশ্বস্ত হও, আমি তোমার উৎকণ্ঠা দেখিয়া নান্দীকে কৃষ্ণের ভাব জানিতে পাঠাইয়াছি।"

শ্রীরাধা চক্ষু মুছিলেন, দেখিলেন নান্দীমুখী আসিতেছেন, পিপাসিতা চাতকিনীর ন্যায় নান্দীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। নান্দী শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া কহিলেন "রাধে! তুমি অতি কোমল স্বভাবা, তবে নিতান্ত অনুগত মাধবের প্রতি এত কঠিন হইতেছ কেন? বুঝিলাম হিম ঋতুর সঙ্গ দোষে নবনীতও কঠীন হয়।"

রাধা। "সখি! কৃষ্ণ সুখে আছেন তো?"

রাধা। "সখি! সে কথা আর কি বলিব——

বিমোহে ব্যাকুল বকুল তরুতলে
পেখলু নন্দ কুমার।
নীল নীরজ নয়ন নাহক
ঝরই নীর অপার॥

শ্রীরাধার উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে একটা যেন অমিয় রসের প্রস্রবণ সহসা খুলিয়া গেল। বিশাখার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কর্ণে কর্ণে কহিলেন "কৃশোদরি! বৃথা মানে অপরাধিনী হইলেও কৃষ্ণ যখন সদয় হইয়াছেন, তখন তোমরা আমাকে ক্ষমা করিবে না?"

সহসা বনভূমি মুখরিত করিয়া মধুর সঙ্গীত লহরী বহিল, সকলে উৎকর্ণ হইলেন, বন রাজির সন্‌সন্‌ তানে মিশিয়া সঙ্গীত গাইল——

প্রমত্ত কোকিলগণ কর কুহু আলাপন
বিচরহ সুখে মৃগকুল।
যত কুল বালাগণ গৃহ কাযে দাও মন,
তোমা সবে বিধি অনুকুল॥
যতক্ষণ কানু করে, পুনরায় নাহি ফিরে,
কুলনাশা মোহন বাঁশরী।
আবার ফিরিলে বাঁশী, উগারিবে সুধারাশি,
সবে যাবে আপনা পাশরী॥

শ্রীরাধা মৃদু হাঁসিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে বংশী উদঘাটন করিয়া তিরস্কারের সহিত কহিলেন—

"রে বংশি! তোমার সদ্বংশে জন্ম, পুরুষোত্তমের হস্তে বাস, জাতিও অতি সরল, তবে কেন গোপাঙ্গনাগণের কুল ধর্ম্মে বজ্রাঘাৎ কর?"

বিশাখা। "সখি! এ বংশীর বড়ই আশ্চর্য্য গুণ, বায়ু মুখে ধরিলে আপনি বাজিয়া উঠে।"

রাধা। "তবে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি।"

শ্রীরাধা বামু মুখে বংশী ধরিলেন; বাঁশীও অমনি মধুর স্বরে বাজিয়া উঠিল।

ললিতা। "ঢাক ঢাক, কৃষ্ণের স্বপক্ষ লোক শুনিতে পাইবে।"

শ্রীরাধা মৃদু হাসিলেন।

যেখানে পৌর্ণমাসী দেবী প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীরাধার প্রেম চেষ্টা দেখিতেছিলেন। বংশীর অনুসন্ধানে আসিয়া বৃন্দাও তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, "ভগবতি! ললিতার কুমন্ত্রণা শুনিলেন? উহারা বংশী ফিরিয়া দিবে না।"

পৌর্ণ। "ভাল পরে বুঝা যাইবে।"

এ দিকে দূর হইতে মুরলীর শব্দ পাইয়া অনুসন্ধানকারিণী জটিলা সেই দিকে অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে আসিতে লাগিলেন "যখন বাঁশী বাজিল, তখন কৃষ্ণও আছে" বুড়ির বড়ই আশা, আজ দুজনকে একত্রে ধরিয়া কলঙ্কারোপ সত্য করিবেন কিন্তু আসিয়া দেখিলেন, বংশী বৃষভানু নন্দিনীর হস্তেই শোভা পাইতেছে। পশ্চাৎ হইতে "দুর্ব্বিনীতে! গোপ পুত্রিকে! ছার্ বাঁশী ছার্" বলিয়া বংশী কাড়িয়া লইলেন। সখীগণের সহিত শ্রীরাধা স্তম্ভিতা হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইলেন।

জটিলা দম্ভ করিয়া কহিলেন "পৌর্ণমাসী দেবীকে আজ এই বাঁশী দেখাইব, তিনি আবার আমার কথা বিশ্বাস করেন না।"

প্রত্যুৎপন্নমতি চতুরা ললিতা কহিলেন "আর্য্যে! আপনি বৃথা আশঙ্কা করিতেছেন, এই বাঁশী আমরা কালিন্দীকূলে কুড়াইয়া পাইয়াছি!"

জটিলা হাত মুখ নারিয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন "থাক্ থাক্ দুর্ম্মন্ত্রিনি! তুই ইহার মূল।"

অন্তরাল হইতে পৌর্ণমাসী দেখিলেন জটিলা রোষভরে তাঁহারই কুটিরের দিকে চলিল। বৃন্দাকে ইঙ্গিত করিলেন, কারণ বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতা পশু পাখী তাঁহারই আজ্ঞাবহ। "কোন চিন্তা নাই, আমি মুরলী আনিতেছি।" বলিয়া বৃন্দাদেবী প্রস্থান করিলেন।

জটিলা ক্রোধভরে মাটী কাঁপাইয়া চলিতেছেন, আর আপন মনে মক্ মক্

করিয়া বকিতেছেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে সুবল ডাকিল "আর্য্যে! জটীলে! দেখুন, দেখুন, সেই দধি লম্পটী বানরীটা আপনার ঘরে ঢুকিতেছে।"

জটিলা পশ্চাৎ ফিরিয়া——"ও মা, সুবল সত্যই বলিয়াছে, ঐ দুষ্ট বানরীটা সত্যই নবনী চুরী করিয়া খায় বটে।" বলিতে বলিতে ব্যস্ত হইয়া গৃহের দিকে ছুটিলেন। বানরী বড় দুষ্ট, পলায় না, নানা প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া জটিলাকে খেপাইয়া তুলিল। জটীলা কিছুতেই তাড়াইতে না পারিয়া করস্থিত মুরলী ফেলিয়া মারিলেন; বৃন্দার শিক্ষিতা বানরী অমনি মুরলীটা কুড়াইয়া লইয়া কদম্ব বৃক্ষে উঠিল। আঃ! জটীলার বড় আশায় ছাই পড়িল, মনে করিয়াছিলেন যে আজ এই বাঁশী লইয়া ব্রজের পাড়ায় পাড়ায় বধূর কলঙ্কের-ঢাক বাজাইবেন, তা দুষ্টা বানরী বড় বাদ সাধিল।

জটীলা নিজের স্থূল বুদ্ধিকে শত বার ধিক্কার দিয়া আকুলি বিকুলি করিয়া সুবলের নিকট আসিলেন, কহিলেন "হা ধিক্! হা ধিক্! বাছা সুবল! হাতে পাইয়াও মুরলীটা হাত ছাড়া হইয়া গেল, তোমার বালাই যাই, বাছা! বানরীর হাত হইতে কোন রকমে মুরলীটা আনিয়া দাও।"

সুবল মনে মনে হাসিয়া কহিলেন "আর্য্যে! সত্য বলিতেছি, এই বানরী কেবল আপনার ভগিনির পুত্র বিশালকেই ডরায়, সে এখন গোবর্দ্ধনে খেলা করিতেছে, আপনি ডাকিলেই আসিবে।"

বৃদ্ধা সেই দিকেই চলিল। চতুর সুবল ছল করিয়া জটীলাকে দূরে পাঠাইয়া, শ্রীরাধার অভিবার জন্য ললিতাকে ইঙ্গিত করিলেন। ললিতা আঁখি-সঙ্কেতে সম্মতি দিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন "সখি রাধে! এস আমরা বেণু অন্বেষণ করি গিয়ে।"

শ্রীরাধা মনে মনে বুঝিলেন, ইহা কৃষ্ণাভিবারের ছলনা মাত্র। কৃষ্ণ দর্শন লালসায় তাঁহার অঙ্গ উল্লাসিত হইল, বিনা বাক্যব্যয়ে ললিতার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন।

সহসা আবার সম্মুখে জটীলা! বুড়ি যাহা বলিতে আসিয়াছিল, গোলমালে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিয়দ্দূর গিয়া মনে পড়ায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল "বিশাখে! অভিমন্যু বলিয়াছে, সে আজ গোমঙ্গলা চণ্ডী দেবীর পূজা করিবে, তুমি পূজার

উপকরণ সহিত বধূকে লইয়া চৈত্যবৃক্ষ তলায় যাও।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা চলিয়া গেল। শ্রীরাধা মর্ম্মাহত হইয়া দাঁড়াইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া খেদের সহিত কহিলেন, "হায়! হায়! হতদৈবের কি প্রতিকূলতা।"

শ্রীরাধা দীন-নয়নে ললিতার মুখের দিকে চাহিলেন। ললিতা ভগ্ন স্বরে কহিলেন "সখি! নামেও অভিমন্যু, কাযেও ক্রোধের অবতার; কি করিব চল, পূজার উপকরণ প্রস্তুত করিগে।"

সখীগণের সহিত শ্রীরাধা গৃহাভিমুখে চলিলেন। পৌর্ণমাসী দেবী অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ব্যথিত ভাবে স্তবলকে কহিলেন "বাছা! অপরিহার্য্য বিঘ্ন, কি করি অসাধ্য।"

এই বলিয়া সুবলকে কোন কথা সঙ্কেতে জানাইয়া পৌর্ণমাসী দেবী জটীলার নিন্দা করিবার জন্য গোকুলের বৃদ্ধা গোপীদের উদ্দেশে চলিলেন। সুবল কিছু দূর গিয়া দেখিলেন, দক্ষিণ হস্তে মুরলী লইয়া বৃন্দাদেবী তমাল তরু তলে দাড়াইয়া আছেন, সুবল তাঁহাকে পৌর্ণমাসী দেবীর আদেশ জানাইলেন, তার পর দুজনে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

॥ ৩ ॥

শ্রীরাধার দর্শনোৎকণ্ঠায় অধৈর্য্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের সহিত পুন্নাগবৃক্ষ বেদীকায় আসিয়া বসিলেন, ঔৎসুক্য সহকারে চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার অগ্রে রাধা! পশ্চাতে রাধা! বামে রাধা! দক্ষিণে রাধা! বনে রাধা! গগনে রাধা! ত্রিলোক আজ আমার নয়নে রাধা ময়।"

মধুমঙ্গল। "প্রিয় বয়স্য! পৌর্ণমাসী দেবী নিশ্চয়ই শ্রীরাধাকে অভিসার করাইয়াছেন, শীঘ্রই শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইবে।"

শ্রীকৃষ্ণ। "হায়! সখে! আর কি প্রিয়তমা রাধিকাকে দেখিতে পাইব? আহা!"

ললিতা অঙ্গুলি করে ধরি।
অভিসার করিবে সুন্দরী॥

মধুমঙ্গল উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিতে ছিলেন, নিরাকরণ করিয়া কহিলেন

"বয়স্য! আর উৎকণ্ঠায় প্রয়োজন নাই, ঐ শুন শ্রীরাধার কঙ্কন ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে।"

বনান্তরালে কোমল রমনিকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার বাজিল "সখি! ললিতে! এই না সেই পুন্নাগ তরু দেখা যাইতেছে?"

সমান কোমল,-সমান মধুর, আর একটি রমনিকণ্ঠ-ঝঙ্কার প্রতিধ্বনি দিল "হাঁ সখি! ঐ সেই ভ্রমর ঝঙ্কৃত পুন্নাগ; এস আমরা এই স্থানে খানিক দাঁড়াই।"

মধুমঙ্গল নেত্রভঙ্গিতে দেখাইয়া কহিলেন "বয়স্য! বামদিকে চাহিয়া দেখ, ললিতার সহিত শ্রীরাধা—"

শ্রীকৃষ্ণ সোৎসুকে চাহিয়া কহিলেন "কি শুভাদৃষ্ট! সখে! সত্যই ত!"

মধু সগর্ব্বে কহিলেন "আমার দৌত্য-কর্ম্মের বিচক্ষণতা কেমন দেখ।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "বয়স্য! যতক্ষণ উহারা আমার নিকটে না আসিতেছে, ততক্ষণ ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছি না।"

মধুমঙ্গল কহিলেন "প্রিয় বয়স্য! শ্রীরাধার প্রসন্ন ভাবই দেখিতেছি, ঐ দেখ, শাড়ীর অঞ্চলে ঢাকা তোমার মুরলী।"

শ্রীকৃষ্ণ এক দৃষ্টীতে চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন "আহা! এ মুখের তুলনা নাই।"

আবার অন্তরালে মধুর ঝঙ্কার বাজিল, ললিতা গাইলেন——

বারিসহানই লচ্ছী
ইয়ং পুরো রাইনী সমুগ্গমই।
চন্দা অলী কুড়ুম্ব চওর
মাহব সুপ্পসহং॥

মধুমঙ্গল বুঝিলেন ললিতা প্রিয় বয়স্যকেই লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীত ছলে কহিতেছেন "এ বৃষরাশির ভানু কিরণ, চন্দ্রাবলী লুব্ধ চকোর বৃথা ধাবিত হইও না।" ঈষৎ হাসিয়া উচ্চ করিয়া ডাকিয়া কহিলেন "ললিতে! এ চকোর নয়, চক্রবাক্"।

অপর দিক্ হইতে একটা বালিকা চপল গতিতে আসিয়া কহিল "ওহে কৃষ্ণ! শুনিতে পাইতেছ না কি?"

মধুমঙ্গল শঙ্কিত নয়নে চাহিয়া দেখিলেন, বিশালের ভগ্নী সারঙ্গী।

শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিতে মধুকে সাহস দিয়া কহিলেন "শঙ্কা নাই, ওটা নিতান্তই বালিকা।"

সারঙ্গী কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া কহিল "ওহে কৃষ্ণ! বড়াই বুড়ি বলিয়াছে তুমি বাঁশীর জন্য রাধিকাকে অপবাদ দিতে ছিলে, তোমার বংশী কক্‌খটী বানরী লইয়াছে। শীঘ্র অনুসন্ধান কর।"

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাঁসিয়া কহিলেন "সারঙ্গিকে! মুখরাকে বলিও আমি বাঁশী পাইয়াছি।"

সারঙ্গী চলিয়া গেল, কিন্তু যে দিকে শ্রীরাধা ললিতার সহিত বনান্তরালে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই দিকেই গিয়া পড়িল। ললিতা সারঙ্গীকে দেখিয়া কহিলেন "সখি! লুকাও লুকাও।"

কৃষ্ণের অতি নিকটে শ্রীরাধা ও ললিতাকে দেখিয়া সারঙ্গী ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। কহিল "হ্যালো রাধে! দাদা যে তোমাকে চৈত্য বৃক্ষ তলায় খুঁজিতেছেন? তুমি এখনও সেখানে যাও নাই?"

ললিতা হাসিয়া ব্যঙ্গ স্বরে আঙ্গুল মটকাইয়া কহিলেন "হতভাগি! বানর মুখি! বুড়ো বাঘের মুখে পড়্! মর্! যেন দ্বিতীয় জটীলা।"

সারঙ্গী ক্রোধে ঘার বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল "ললিতে! উল্টে আমাকেই গালি দিতেছিস্? দাঁড়া, জটিলা মাসীকে বলিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া ছুটীয়া চলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ আশা ভঙ্গ ভয়ে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। আশ্বাস দিয়া মধুরে মধু কহিলেন, "যাক্, ও বালিকার প্রলাপে কেহ বিশ্বাস করিবে না।"

আবার বনান্তরালে হৃৎকর্ণ রসায়ণ মধুর ঝঙ্কার বাজিল, ললিতা কহিলেন "সখি! ছাড় ছাড়, এই যুবতী জনের মান তস্করী বাঁশরীকে ক্রোড়ে করিয়াছ কেন? বনিতাম্বর তস্কর করেই উহা শোভা পায়, দূরে ফেলিয়া দাও, যোগ্য বস্তু যোগ্য বস্তুর সহিতই মিলিত হউক্।

এই বলিয়া ললিতা শ্রীরাধার অঞ্চল হইতে বল পূর্ব্বক মুরলী লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে কহিলেন "সখে! ঐ দেখ উহারা মুরলী ফেলিয়া দিয়াছে, শীঘ্র গিয়া কুড়াইয়া আন।"

মধুমঙ্গল ত্বরিত পদে গিয়া মুরলী কুড়াইয়া আনিলেন। এদিকে সারঙ্গীর মুখে সংবাদ পাইয়া ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে ক্রুর মুখী জটীলা আসিয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিত হইয়া কহিলেন "সখে ঐ নিষ্ঠুরা জটিলা।"

মধু ফিরিয়া দেখিলেন, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা ভুজঙ্গিনীর মত গর্জ্জন করিয়া ক্রোধে যষ্ঠী নিক্ষেপ করিতে করিতে জটীলা আসিতেছেন। নিষ্ঠুরা জটিলা শ্রীরাধাকে দেখিয়া ক্রোধে চীৎকার করিয়া কহিল "রে দুষ্ট কুলাঙ্গার কলঙ্কিনী! আজ কি করিয়া ফাঁকি দিবি?"

শ্রীরাধা কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন "আর্য্যে আমরা কোন অপরাধ করি নাই।"

জটীলা বিকৃত মুখে তিরস্কার করিতে করিতে শ্রীরাধার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন, ললিতাও যেন অবাক্ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে মধু মঙ্গলকে কহিলেন "জানি না আজ কি সর্ব্বনাশ ঘটীবে, জটিলার অতি কঠোর স্বভাব, সখে! তুমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বৃত্তান্ত জানিয়া আইস।"

মধুমঙ্গল কৃষ্ণের আদেশ মত প্রচ্ছন্ন ভাবে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

॥৪॥

পৌর্ণমাসী দেবী ঘোষ পল্লীতে গিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার আগমন শুনিয়া পাড়ার সমস্ত বৃদ্ধা গোপীগণ একত্রিত হইলেন। কথায় কথায় শ্রীরাধার রূপ গুণ শীলতার কথা উঠিল, আনুসঙ্গ বধূ দ্বেষিণী জটিলার নিন্দা চলিতে লাগিল। জটিলার কুটীলতা ময় স্বভাবে দেশের কোন লোকেই তাঁহাকে ভাল বাসে না, সুতরাং শীঘ্রই জটিলার নিন্দার ঘটা বড় জমিয়া গেল। ঘোষ পল্লীর কুল বৃদ্ধাগণ নানা ভঙ্গীতে জটীলার বধূ দ্বেষিতার নিন্দা করিতেছেন, এমন সময় বাহিরে ঢক্কাবাদ্যবৎ কর্কশ স্ত্রীকণ্ঠের চরবর কঠোর নিনাদ সকলকে চমকি

করিল। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন ক্রুর মুখী ধূমোদ্গারের ন্যায় তিরস্কার করিতে করিতে বধূ শ্রীরাধার হাত ধরিয়া সেই বৃদ্ধা মণ্ডলীতে টানিয়া আনিতেছেন। কারণ বুঝিতে না পারিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া রহিলেন। জটিলা বৃদ্ধা সভায় আসিয়া নানা ভূমিকা করিয়া কহিলেন "তোমরা আমাকেই দোষ দিয়া থাক, কিন্তু আজ এই দেখ দুষ্টাবধূর সহিত পাপদূতি ললিতাকে কৃষ্ণের নিকট হইতে ধরিয়া আনিয়াছি, এই দুষ্টবুদ্ধি ললিতাই আমার সর্ব্বনাশ করিল।"

এই বলিয়া ললিতার হাত ধরিয়া বেগে আকর্ষণ করিলেন, কোথায় ললিতা! কুল বৃদ্ধাগণ হাঁসিয়া উঠিলেন, কহিলেন "সে কিগো! ললিতা কোথায়? উনি যে বন দেবী বৃন্দা!"

বৃদ্ধা দেখিল সত্যইত বৃন্দা বটে, নিজের দৃষ্টি ভ্রম স্বীকার করিয়া বিবিধ প্রকারে বধূর কলঙ্ক ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সকলই শ্রীরাধাকে ভাল বাসেন, শত মুখে প্রশংসা করেন, কিন্তু একি হইল, এই অবগুণ্ঠনবতী কি সত্যই রাধিকা! কেহ স্নেহ বশতঃ ক্ষুব্ধ হইলেন, কেহ কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া শ্রীরাধার মুখাবরণ উন্মোচন করিলেন:—হরি—হরি! একি? রাধা কোথায়? করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে সুবল ছুটীয়া পলাইল। তুমুল হাস্য করতালিতে গোপী সভা কোলাহল ময় হইয়া উঠিল, জটিলা আর মুখ না পাইয়া পলায়ন করিলেন।

॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা বিরহে হাহুতাশে দগ্ধ হইতেছিলেন, তাহাতে আবার অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটনায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। মধুমঙ্গল সংবাদ আনিতে গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ একাকী পুন্নাগ তরু বেদিকায় বসিয়া অবসন্ন ভাবে চিন্তা করিতেছেন "হায়! হায়! আজকে ভাগ্য দোষে আমাদের এই গুপ্ত প্রেম বৃত্তান্ত সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িল, অভিমন্যু অতি লঘু চিত্ত, হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীরাধাকে গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে, না হয় মথুরায় লইয়া যাইবে।

হাহা রাধে তোমার লাগিয়া।
নিরবধি পোড়ে মোর হিয়া॥

"কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! নিশ্চয় শ্রীরাধা কোন মন্ত্র জানেন!" বলিতে বলিতে মধুমঙ্গল ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র হইয়া শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, মধুমঙ্গল একে একে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন "সখে! বুঝিলাম ইহা কোন মন্ত্র প্রভাব নহে, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অভিমন্যু শ্রীরাধাকে চৈত্য বৃক্ষ তলে আহ্বান করায় আমার শান্তনার জন্য বৃন্দা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।"

মধুর বিস্ময় গেল, হাস্য করিয়া কহিলেন "তাই বটে! ঠিক ঠিক! আমি দেখিলাম, সুবল আবার শ্রীরাধার বেশ পরিয়া মুখরার গৃহে প্রবেশ করিল।

শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় হৃৎকর্ণ রসায়ণ মিষ্ট স্বরে একটি শুক পক্ষী বৃক্ষের উপর হইতে গাইতে লাগিল—

দধানা মধ্যাহ্ন জলদরুণ কান্ত প্রতিময়া
বপুস্তন্যাং গণ্ডস্থল তুলিত কারণ্ডব রুচিঃ।
কৃশাঙ্গীয়ং নিদ্রা পরিমল দরিদ্রাক্ষী কমলা
সখী রাধা বাধাং হরি বিরহ খিন্না প্রথয়তি।

মধুমঙ্গল কহিলেন! "সখে! ঐ শুন শুক পক্ষী গাইতেছে, তোমার বিরহে শ্রীরাধার তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। দুঃখিতান্তঃকরণে নিদ্রাবেশ ভান করিয়া চক্ষু মুদিয়া আছেন।"

কৃষ্ণ। "সখে! এই পক্ষী আমার প্রাণে কত আশ্বাস দিল।"

মধু। "সখে! এই শুক দূতী নিশ্চয় বৃন্দার প্রেরিত।

কৃষ্ণ। "সখে! তুমি গিয়া বৃন্দাকে বল, সুবলের সহিত আবার সেইরূপ রাধা ও ললিতা বেশে আসিয়া আমায় সান্ত্বনা করুক।"

মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের হস্তে মুরলী দিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অপহৃত মুরলী পুনরায় স্বকরে পাইয়া ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াইয়া বংশী মুখে ফুৎকার দিলেন। মোহন বাঁশী ভুবন মোহিত করিয়া বাজিয়া উঠিল। মধুমঙ্গল উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিতে শুনিতে কহিলেন, "কি একটা মিষ্ট শব্দ আসিতেছে, বোধহয় বংশীরবাকৃষ্ট চটক দলের কলরব!—না! সখে! এ যেন ভূষণ শিঞ্জন বলিয়াই বোধ হইতেছে!"

এমন সময় বনান্তরালে গুঞ্জন স্বরে কোন বিরহিনী গাইল—

শুন তোরে কি বলিব বাঁশী! সতীকুল সকল বিনাশি॥
পিয়া পিয়া মাতাইয়া যশ। অবলায় করসি অবশ॥
পুন উগারিস্ যবে তারে। জগৎ মোহিস্ মৃদুস্বরে।
অথবা কি তুমি অতি দুখী। বাঁশিনী বাঁশের জাতি বাঁশী॥
দারুতে গঠিত তোর দেহ। কেবল দারুণ ময় গেহ॥

(যদুনন্দন)

উভয়ে উৎকর্ণ হইয়া সঙ্গীত শুনিতে ছিলেন, নিকটেই আবার কোকিল কুহরে কোন কামিনী ঝঙ্কার দিল "সখি! ঐ দেখ, পুন্নাগ তরুতলে শ্রীকৃষ্ণ।"

শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখেই সেই পিপাসার সুশীতল বারি ললিতা সহচরী রাধা। মধুমঙ্গল সহর্ষে কহিলেন "প্রিয় বয়স্য! দেখ দেখ, বৃন্দার সহিত সুবল আবার রাধা বেশে আসিয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন, মনে মনে প্রশংসা করিয়া কহিলেন "সুবল যেন সত্যই রাধার মত সাজিয়াছে।" সাগ্রহে ডাকিয়া কহিলেন "সখে! সুবল! শীঘ্র আমার নিকটে এস।"

শ্রীরাধা মৃদু হাসিয়া ললিতার কর্ণমূলে কহিলেন, "সখি! ললিতে! তোমার সখা আমাকে সত্যই সুবল মনে করিয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ। "সখে! মধুমঙ্গল! আশ্চর্য্য শিল্প সৌষ্টব দেখ, সুবলকে যেন ঠিক রাধা বলিয়াই ভ্রম হইতেছে।"

ললিতা। "সখি! রাধে! এ পুন্নাগ গাছেও ফুল ফুটে নাই।"

মধু। "ধূর্ত্তে! বৃন্দে! রাধা বলিয়া কায কি? সুবলই বল।"

কৃষ্ণ। "সখে! নিবারণ করিও না, ঐ রাধা নামটীও আমাকে কত আনন্দ দিতেছে, আমি এখন উহাকে রাধা বলিয়াই ডাকিব।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাব গদ্গদ দেহে নিকটে গিয়া কহিলেন "সখি রাধে! এস একবার বক্ষে ধরিয়া শীতল হই।"

এই বলিয়া আলিঙ্গন দিতে যাইতেই ললিতা শ্রীরাধাকে পশ্চাৎ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, কহিলেন "সুবলের নিকটেই যাও, আলিঙ্গন কর গিয়ে।"

মধুমঙ্গল কহিলেন "বৃন্দে! তুমি যে যথার্থই ললিতার মত হইলে?"

বনান্তরের অপর দিক্ হইতে বৃন্দাদেবী সম্মুখে আসিলেন, কহিলেন "সখি ! রাধে ! এই পুন্নাগ তোমার কোমল করস্পর্শ কামনা করিতেছেন, একবার আলিঙ্গন দিয়া ইহাঁকে প্রফুল্লিত কর।"

"একি এই যে বৃন্দা ! তবে ইহারা কে ? এ সব কি ইন্দ্রজাল ?" মধু সংকৌতুকে কহিলেন "অয়ি ইন্দ্রজালিকে বৃন্দে ! ধূম রাশিকে মেঘমালা বলিলে কি চাতক আকৃষ্ট হয় ?"

বৃন্দা। "আর্য্য ! এ কাদম্বিনী কণ্ঠে তরিতের মালা দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না।"

মধু। "দেবি বৃন্দে ! আর বুদ্ধি বিমোহিত করিও না, সত্য পরিচয় দাও শ্রীরাধাত চৈত্য বৃক্ষতলে গিয়াছেন ?"

বৃন্দা। "যাঁহার কণ্ঠে রঙ্গণ মালা নাই তিনিই কৃত্রিম রাধা। বিশাখার সহিত চৈত্য বৃক্ষতলে কৃত্রিম রাধাই গিয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন সত্যই শ্রীরাধার গলে সাঙ্কেতিক রঙ্গণ মালা শোভা পাইতেছে। নিকটে গিয়া বিনয় করিয়া কহিলেন "প্রিয়ে ! কাচ অনুসন্ধান করিতে করিতে ভাগ্যবশে মরকত মণি পাইলাম।"

শ্রীরাধা কিঞ্চিৎ বিমুখী হইয়া কহিলেন "থাক থাক, বেশ জানা গিয়াছে।"

ললিতা। "কৃষ্ণ ! আমার প্রিয়সখী বড় মন্দ ভাগিনী বলিয়াই তোমার মত চঞ্চল অনুরাগ ধরিতে জানেন না।"

শ্রীকৃষ্ণ অপরাধীর ন্যায় শ্রীরাধার নিকট স্তুতি মিনতি করিতে লাগিলেন কিন্তু শ্রীরাধা বিমুখী হইয়াই রহিলেন। বৃন্দা শ্রীরাধাকে পুনশ্চ অভিমানিনী দেখিয়া কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিয়া কহিলেন——

পরিজন সুধাময় বানী। কানে না শুনলি অগেয়ানী॥
বাঢ়াওলি কাহে অতি রোষ। না শুনলি হরি গুণ দোষ॥
মিছাই মান দহনাই। কাহে তনু তাপসি তাই॥
তুহু লাগি তাপিত কান। অতএ তেজহ তুয়া মান॥
হৃদয়ে করুণা উপজাই। দিঠি কোনে নিরখ কানাই॥

(যদুনন্দন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেম গদগদ বাক্যে কহিলেন "রাধে! কোমলাই হও বা কঠিনাই হও, তুমিই একমাত্র আমার প্রাণের অবলম্বন।——

অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্র লেখাং বিনা গতিং ॥"

"সত্যই তুমি মায়াবীর রাজা!" এই বলিয়া শ্রীরাধা নয়নে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ললিতা কহিলেন "সখি রাধে! আমিত তোমাকে আগেই বলিয়া ছিলাম———

হরি সনে যে করে পিরিতি।
দিঠি জল না হয় বিরতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ নিজ পীত পটাঞ্চলে শ্রীরাধার চক্ষুর জল মুছাইলেন, আবার ধারার উপর ধারা পড়িল, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হস্তখানি মৃদুভাবে সরাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "মুগ্ধা বালার সহিত কুটিলতা করিতে তোমার কি লজ্জা হয় না?"

শ্রীকৃষ্ণ অনুতাপিত হইলেন, কহিলেন "প্রিয়ে! আমি অপরাধী বটি, কিন্তু নিশ্চয় জানিও তুমিই এ দুনয়নের দিব্যাঞ্জন।"

বৃন্দা। "সখি! কৃষ্ণ সত্যই বলিতেছেন।"

শ্রীরাধা প্রবোধিত হইলেন, চক্ষুর জল মুছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দুখানি হাতে ধরিয়া কহিলেন——

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনেরে পরাণে কেন মার ॥
যে চাঁদের সুধা দানে জগত জুড়াও।
সে চাঁদ বদনে কেন আমারে পোড়াও ॥

(জ্ঞান দাস)

বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের পদ্মপলাশ লোচনে ধারা বহিল। আর কি মান্ থাকে? যাহার একান্ত, সেই প্রাণ কান্তের নয়নে জল! আর কি দেখা যায়? শ্রীরাধা ছল ছল নয়নে শ্রীকৃষ্ণের দুখানি হাত ধরিলেন——

রাই যবে হেরল হরি মুখ ওর।
তৈখনে ছল ছল লোচন জোর ॥

যবহুঁ কহলঁহি লহু লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনী অবনত মাথ॥
যব হরি ধরলহি অঞ্চল পাশ।
তৈখনে চর চর তনু পরকাশ॥

(কবিশেখর)

রাধা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন, শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরিলেন। প্রেম কলহে শান্তি ধারা বহিল। সখীগণ আনন্দে করতালী দিয়া গাইলেন———

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নব ঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল॥
রাই কানু দুহুঁ রূপে নাহিক উপাম।
কুবলয় চাঁদ মিলল এক ঠাম॥
রসের আবেশে দুঁহে হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পুহুঁ না পাওল ওর॥

যেমন রৌদ্র ও জল উদ্ভিজ্জের জীবন, সেই প্রকার সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ উভয় রসে প্রেম কল্প তরু পরিপুষ্ট হয়। বিরহের উত্তাপে না দহিলে মিলনের অমিয় সিঞ্চনের মধুরতা অনুভব হয় না। এই জন্যই প্রাচীন কবিগণ গাইয়াছেন——

মাজিলে উজ্জ্বল যৈছে অঙ্গের ভূষণ।
তৈছে মান হয় প্রেম বৃদ্ধির কারণ॥

শ্রীরাধা অভিমানিনী হইয়া যাহার মুখাবলোকন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন, প্রেমের কি বিচিত্রতা, সেই অপরাধী কান্তকে এখন বক্ষে ধরিয়া মনে করিতেছেন "ধিক্ ধিক্———

ছার মানের লাগিরে, প্রাণ বঁধূরে হারায়ে ছিলাম।

শ্যামল সুন্দর মধুর মূরতি,
পরশে শীতল হইলাম ॥

শ্রীকৃষ্ণও হতাশ প্রাণের আশা বারি শ্রীরাধাকে বক্ষে ধরিয়া শীতল হইলেন, দুজনেই দুজনের উধাও প্রেম তরঙ্গে ভাঁসিতে লাগিলেন। *

॥৬॥

সম্মুখে মলয় মারুত পরিসেবিত বাসন্তী বনভূমি ফুল মুকুল কিশলয় সাজে, সাজিয়া মধুর শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। প্রমত্ত পুংস্কোকিল কুল প্রমত্ত অলি ঝঙ্কার তানে-তানপুরা বাঁধিয়া পঞ্চমতানে ঋতু পতির স্তুতি গাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার হাত ধরিয়া বন ভ্রমণে চলিলেন, অমনি বনদেবী বৃন্দা শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্ত বিনোদন জন্য বন সখী গণকে ডাকিয়া ডাকিয়া গাইলেন——

স্মিতং বিতনু মাধবি প্রথয় মল্লি হাসোদ্গমং।
মুদা বিকস পাটলে পুরট যূথি নিদ্রাং ত্যজ।
প্রসীদ শত পত্রিকে ভজ লবঙ্গ বল্লি শ্রিয়ং
দধার সহ রাধয়া হরিরয়ং বিহার স্পৃহাং ॥

অমনি মাধবী হাসিল, মল্লিকা হাসিল, পাটলী হাঁসিল, নিদ্রিত স্বর্ণ যুথী অসময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া চাহিল, জল হইতে প্রফুল্ল মুখী পদ্মগুলিও ঘার তুলিয়া তুলিয়া হাসিতে লাগিল, আর ললিত লবঙ্গ লতা, বাসন্তী শোভার ওড়না উড়াইয়া উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। বিস্মিত মধুমঙ্গল হী হী রবে হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন "কি আশ্চর্য্য! বন যক্ষিনী বৃন্দার বাক্য মাত্রেই যে সব গাছ গুলিতে ফুল ফুটীয়া উঠিল!"

কৃষ্ণ। "সখে! এই পুষ্পামোদবতী লতা গুলি আমাকে বড় আমোদিত করিতেছে।"

মধু। "সখে! এই স্বর্ণ যুথিকা স্তবক দেখিয়া আমার মা যশোদার সুসংস্কৃত গব্যঘৃত মনে পড়িতেছে।"

---

* কলহান্তরিতা সমাপ্ত।

ললিতা। "এই জন্যই লোকে তোমাকে পেটুক বলে।"

মধুমঙ্গল মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন "গোপীকাদের মনের মত বেঁকা বেঁকা এই রক্ত পলাশ গুলা দেখিলেই আমার গা জ্বলিয়া যায়।"

ললিতা অন্যদিকে চাহিয়া কহিলেন "দেখ বৃন্দে! এই জবা ফুল গুলা গোয়ালাদের মত কেবল দেখিতেই সুন্দর, কিছু মাত্র গুণ নাই।"

মধুমঙ্গল হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন "ওহে! তোমাদের গুণ আমার বেশ জানা আছে, ঐ পদ্ম হস্ত স্পর্শ হইলে দধি দুগ্ধও অসার হইয়া যায়।"

বৃন্দা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "সখি ললিতে! দুর্গম পথে দণ্ড পাশ হস্তে ভ্রমণকারী পাষাণ চিত্ত ব্যক্তিদের নিকটে সাবধান থাকিও।"

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য মুখে কহিলেন "বুঝিলাম বৃন্দে! তুমিও ক্ষীর খণ্ডের লোভে গোপীকাদের পক্ষ হইয়াছ।"

এমন সময় একটী শুক পক্ষী মিষ্ট স্বরে গাইল———

কস্তুরিকা সমা গোপী, মন পাওয়া যায় না।
থাকে কঠিনাবরণে মত্ততা জন্মায় ঘ্রাণে,
ধরিতে বাসিলে ধরা দেয় না॥

শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে শুককে ধন্যবাদ দিলেন, শুক আবার গাইল——

সুলভ সুখদ শ্যাম অঙ্গ।
আপন স্বভাবে অনুকূল সবে
যেমতি মলয় অনিল রঙ্গ॥

মধুমঙ্গল। "ওহে বিহগরাজ! তুমি চতুর্দ্দশ বিদ্যায় বিচক্ষণ, আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘ জীবি হও।"

ললিতা। "রে চণ্ডাল শুক! বাজের মুখে পড়্।"

কৃষ্ণ। "সখে! এই সাধু শুককে সুপক্ক দাড়িম্ব বীজ খাইতে দাও।"

মধু। "সখে! তবে ললিতার দাড়িম্ব বীজ বিনিন্দিত দন্তগুলি উপাড়িয়া দিলেই বেশ হয়।"

এমন সময় একটী শারিকা গাইল।

কৃষ্ণ মেঘে রক্ত সন্ধ্যা ক্ষণেকে লুকায়।
শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ প্রায়॥

আমাদের শ্রীরাধিকা
নবনীত পুত্তলিকা
অনুরাগ রসে, নিরবধি ভাঁসে,
স্নেহ নিরমিত কায়॥

ললিতা। "সখি! শারিকে! সৌভাগ্যবতী হও।"

কৃষ্ণ। "নিশ্চয় এসব বৃন্দার শিক্ষা।"

মধু। "রে চেটী শারিকে! দাঁড়া তোর ঠোঁট দুখানা ভাঙ্গিয়া দিতেছি॥"

মধুমঙ্গলের উদ্দণ্ড লগুর ভয়ে শুক দম্পতি উড়িয়া পলাইল। শ্রীরাধা কহিলেন "আহা! মিষ্টভাষী শুক শারী উড়িয়া গেল?"

কৃষ্ণ। "প্রিয়ে! সমস্ত বন শোভা অপহরণ করিয়া তুমিই সাক্ষাৎ বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া বিহার করিতেছ।

নয়নে হরিণী অঙ্গে লতা শ্রেণী
বচনে কোকিল হারে।
চিকুর কলাপ কলাপী সন্তাপ
কত শোভা একাধারে॥

কথায় কথায় ক্রমে সকলে যমুনা পুলিনে আসিলেন! বৃন্দা কহিলেন "দেখ দেখ, সম্প্রতি যমুনায় তরঙ্গ নাই, স্থির জলে পদ্ম বন খানি কেমন শোভা দিতেছে।"

সকলেই সেই কালিন্দী হ্রদের কমল বন শোভায় আকৃষ্ট হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "প্রিয়ে! ঐ দেখ বায়ু বেগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদ্মিনী যেন তোমার সহাস্য মুখ মণ্ডলের আরাতিকা করিতেছে।"

শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্য করিয়া মুখ অবনত করিলেন। বৃন্দা দেবী কতক গুলি রক্ত পদ্ম ও শ্বেত পদ্ম তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রক্তোৎপলে কর্ণভূষা প্রস্তুত করিয়া শ্রীরাধার কর্ণে পড়াইয়া দিলেন। শুক্ল পদ্মের মধ্যে একটী মধুমত্ত ভ্রমর অবরুদ্ধ ছিল, বাহির হইয়া আশ্রয় পদ্মের উপর গুঞ্জন করিয়া ঘুরিতে লাগিল। পদ্ম ক্রোড় হইতে সহসা ভ্রমরটিকে বাহির হইতে দেখিয়া সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন। দুষ্ট ভ্রমর মধুশূন্য আশ্রয় পদ্ম ছারিয়া শ্রীরাধার কর্ণোৎপলে বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীরাধা ভয়

পাইয়া মৃণাল কোমল ভুজলতা সঞ্চালনে তাড়না করিতে লাগিলেন, দুষ্ট ভ্রমর পলায়না, বাত সঞ্চালিত কোকনদ ভ্রমে সেই চঞ্চল কর-কমলেই বসিতে প্রয়াস পাইল, শ্রীরাধা ব্যস্ত হইয়া বস্ত্রাঞ্চল তাড়নায় নিবারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ভীতি বিহ্বলা দেখিয়া কহিলেন——

ভয় নাই প্রিয়ে কর্ণোৎপলে দাও স্থান।
করুক ভ্রমর মধু মঙ্গল পান॥

মধু। "দেখ, দেখ, আমি বামুণের ছেলে, বিনা দোষে আমাকে ভ্রমর দিয়া খাওয়াইবে কেন ভাই।"

এই বলিয়া পাচনী দ্বারা ভ্রমরকে প্রহার করিতে লাগিলেন, ভ্রমর পলাইল, শ্রীরাধা মধুমঙ্গলের উপর বড় সন্তোষ হইলেন। মধু কহিলেন "ভাইত! কি আশ্চর্য্য! মধুসূদন (ভ্রমর) যে সত্যই পলাইল?"

"মধুসূদন যে সত্যই পলাইল" শুনিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ভাবিয়া সহসা বিরহে ব্যাকুল হইলেন, কহিলেন "হায়! হায়! কৃষ্ণ কোথায় গেল? বনে কি দাবানল উঠিয়াছে? গাভীগণ কি আর্ত্তনাদ করিতেছে! না, না, বুঝি আমার কপাল দোষে কোন প্রিয়তমা নেত্র সঙ্কেত করিয়া কৃষ্ণকে লইয়া গেল? হায়! হায়! এই বনে আমাকে একা ফেলিয়া আমার পদ্ম লোচন এখন কোথায়?"*

শ্রীরাধার চিত্ত বিলুপ্ত, সখী দিগকে শুধাইতেছেন "কৃষ্ণ কোথায় গেল" সম্মুখস্থিত কৃষ্ণকেও শুধাইতেছেন "কৃষ্ণ কোথায় গেল" শ্রীরাধার প্রেম বৈচিত্ত্য দশা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেতে সকলকে নিষেধ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা দেখিয়াও দেখিলেন না, আপন মনেই খেদ করিতে লাগিলেন "হায়! কৃষ্ণ, মাধবী ফুলে আমার কবরী সাজাইতেন, আজ তাহা ভুলিয়া কোথায় লুকাইলেন? তাঁহাকে সাজাইব মনে করিয়া কত চাঁপার ফুল তুলিলাম, মনের সাধ মনেই নিভাইল, প্রিয়তমকে সাজাইতে পাইলাম না। দুজনে বেড়াইতে বেড়াইতে কত আমোদ করিতাম, বনের ফুল তুলি তুলিয়া ফেলিয়া মারিতাম, আজ বনে বনে কত মল্লিকা ফুটীয়াছে. আমার কৃষ্ণ

*এই হইতে প্রেম বৈচিত্ত্য

কোথায় ? হায় ! হায় ! আজ অকস্মাৎ কোথা হইতে এ বিরহ দাবানল আসিয়া পড়িল, আমার সকল সাধ দগ্ধ করিয়া দিল।"

প্রেম নিজে অন্ধ, যাহাকে আশ্রয় করে, তাহাকেও অন্ধ করিয়া দেয়। পরিণামান্ধ প্রেম, বৈচিত্ত্য দশায় উপনীত হইলে সম্মুখস্থিত বস্তুও দেখিতে দেয় না। চিত্তের অন্যথা ভাবকে বৈচিত্ত্য বলে। যেমন আলোক ভিন্ন দৃষ্টি বিকাশ হয় না, কিন্তু আবার অত্যধিক উজ্জ্বল আলোকে চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয়। সেইরূপ প্রেম অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে বৈচিত্ত্য দশা উৎপাদন করে। মিলন কালে বিচ্ছেদ ভ্রমকে প্রেম বৈচিত্ত্য বলে, বিচ্ছেদ কালে মিলন ভ্রমকে ভাবোল্লাসে কহে। উৎকট বিরহের পর মিলন, প্রেমের অতি মাত্রা। যখন প্রেমাস্পদ প্রেমাস্পদকে পলকে হারায়, সম্ভোগ রসের অতিমাত্রা নিষেবণ নিবন্ধন তখনই এই চিত্ত বিভ্রম পূর্ব্ব বিরহ স্মৃতি জাগরূক করিয়া সম্ভোগে বিপ্রলম্ভ ভ্রম আনয়ন করে, এই অসাময়িক চিদ্বিভ্রম প্রেম বৈচিত্ত্য।

শ্রীরাধা মান বিরহের উৎকট উৎকণ্ঠার পর বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রিয় প্রাণকান্তের অত্যাদর পাইয়া প্রেমের প্লাবনে ডুবিয়াছিলেন, পলক বিচ্ছেদে প্রলয় জ্ঞান করিতেছিলেন, সেই প্রেমের অতি মাত্রা নিষেবণ এই বৈচিত্ত্য দশা আনয়ন করিয়াছে, সম্মুখস্থিত অনুগত কান্তের কমনীয় মূর্ত্তি বিরহ স্ফূর্ত্তিতে ডুবিয়া গিয়াছে, দেখিতেছেন, অনুভব নাই, কাঁদিতে কাঁদিতে বৃন্দার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিতেছেন "সখি ! বৃন্দে ! আমাকে রক্ষা কর, ঐ দেখ, সহকার মুকুলে কাল্ ভৃঙ্গ শ্রেণী কাল্ ভুজঙ্গনীর ন্যায় আমাকে দংশন করিতে আসিতেছে, ঐ দেখ অশোকগুচ্ছ অগ্নি শিখার ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে, ঐ দেখ পলাশ কলিকা মদনের অর্দ্ধ চন্দ্রের মত হৃদয়ে বাজিতেছে——"

বলিতে বলিতে শ্রীরাধা বৃন্দার ক্রোড়ে অবশ হইয়া পড়িলেন। শ্রীরাধাকে অত্যন্ত অবসন্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সসম্ভ্রমে নিকটে আসিলেন, শ্রীরাধার হস্ত ধরিয়া পুনঃ পুনঃ আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। "সত্যই কি কৃষ্ণ নিকটে ছিলেন ! কি এখনি আসিলেন" শ্রীরাধার মনে এই তর্ক, তর্কের অবসানে সংজ্ঞা ফিরিল, শ্রীরাধা লজ্জিতা হইয়া ঈষৎ হাসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমাকে অন্যমনস্ক

করিবার জন্য বৃন্দাবনের স্বভাব জাত ফল পুষ্পের সহিত উপমিত করিয়া শ্রীরাধার রূপ বর্ণন করিতে লাগিলেন। নিজ রূপোৎকর্ষতা শ্রবণে শ্রীরাধাকে লজ্জাবনত মুখী দেখিয়া বৃন্দা কহিলেন "সখি রাধে! কেমন কর্ণিকার ফুল ফুটীয়াছে দেখিয়াছ?"

শ্রীরাধা। "সখি! ঐ দেখ নব কর্ণিকার ফুলে একটী ভ্রমর কেমন নিশ্চল হইয়া আছে।"

কৃষ্ণ। "তাই বটে, যেন কাঞ্চন বেদীকায় মূর্ত্তিমান্ রসরাজ!"

মল্লিকা ফুলে মকরন্দ মত্ত মধুকর নিকরের মধুর গুঞ্জন শুনিয়া শ্রীরাধার একটী কবিতা মনে আসিল, প্রভাতি শ্যামা পক্ষীর মত মিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন——

উদ্ধুর মরন্দমত্তা রুদ্ধে সারেণ গন্ধ বিসারেণ।
ইহ মঞ্জুল মল্লিগণে রোলম্বা হন্ত গুঞ্জতি॥

অতি সুমিষ্ট কবিতা, তাহাতে আবার শ্রীরাধার বাক্য মাধুরী বিমৃষ্ট, কাযেই সুমিষ্ট হইতেও সুমিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়া বারম্বার সেই কবিতাটী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আর শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বৃন্দা দূরে ভূপতিত কোন একটী অস্পষ্ট দ্রব্য লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "ঐ দেখ এক ছড়া চম্পক কলিকা!"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "না না মানিনী মন মন্থনী কন্দর্প শক্তি!"

মধুমঙ্গল হো হো করিয়া হাঁসিয়া উঠিলেন, কহিলেন "দেখিতেছ না কি? উহা সেই জটীলার নিক্ষিপ্ত লগুরিকা।"

বনান্তরাল হইতে জটীলাও ঠিক তাহা শুনিতে পাইলেন, চীৎকার করিয়া কহিলেন "ওরে কুটীল বামুণ! আমিই এই খানে আমার লগুরী ফেলিয়া গিয়াছি।"

বৃদ্ধার কর্কশ স্বর শুনিয়া ললিতা ও বৃন্দার মধ্যস্থলে লুকাইয়া শ্রীরাধা সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মধুমঙ্গল কহিলেন "কুক্কুর লাঙ্গুল কুটীলে ঐ তোমার লগুরী লও।"

জটীলা আসিয়া আপনার লগুরি কুড়াইয়া লইলেন, দূরে শ্রীরাধাকে দেখিয়া

কহিলেন "হারে! সুবল। এমন করিয়া বধূর বেশে আমাকে জ্বালাতন করিস্ কেন?"

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকে যে বুড়ির সুবল ভ্রম হইয়াছে, এও পরম সৌভাগ্য। হাসিতে হাসিতে কহিলেন "ওগো জটিলে! গুরুর দিব্য! সত্যই শ্রীরাধা যাইতেছেন, সুবল নয়, সুবল নয়।"

জটিলা মুখ খানা ভেঙ্গাইয়া কহিলেন "আর ধূর্ত্ততা করিয়া কায নাই? আমি যেন কিছুই জানি না।"

এই বলিয়া বুড়ি আপন মনেই বকিতে বকিতে প্রস্থান করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও মধুমঙ্গলের সহিত গোকুলের দিকে চলিলেন।

ইতি পঞ্চম অঙ্ক

ষষ্ঠ অঙ্ক।

॥ ১ ॥

দিন দিন শ্রীরাধা গোবিন্দের নব নব লীলা; বিলাস মাধুরী উথলাইয়া পড়িতেছে, ব্রজভূমি উৎসব ময়ী, ব্রজবাসী জন কৃষ্ণানন্দে পূর্ণ, সুখময় বৃন্দাবন যুগল কিশোরের লীলাস্বরূপ নূতন নূতন স্বভাব সাজে সাজিতেছে। বসন্ত

অন্তে গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল, সুখদ শারদ সমাগমে ধরণী আবার নবীন ফুল কিশলয় সাজে সাজিল। সেই শুভ শরতে অখণ্ড মণ্ডল শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা-শারদোৎফুল্ল মল্লিকা রাস যামিনীতে, কল মুরলী গানে সমাকর্ষিতা কৃষ্ণ প্রাণা ব্রজ ললনাগণ সাক্ষ্যান্মন্মথ-মন্মথ মহাযোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহারাসে হল্লীসক মণ্ডলে নৃত্য করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মরাত্রি অবসানে কৃষ্ণ গৃহীতমানসা সমস্ত ব্রজ বালা গণ দীর্ঘতমা রাস রজনী জাগরণ শ্রমে নিজ নিজ গৃহে অবশ হইয়া ঘুমাইতেছেন। যিনি যেমন ভাবে আসিয়াছেন, সেই ভাবেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, বেশাদির পরিবর্ত্তন করিতেও অবকাশ পান নাই। সূর্য্যোদয় হইয়াছে, বালার্ক মরীচিমালা গৃহ প্রাঙ্গণ উদ্ভাসিত করিয়াছে, তথাপি কাহারও চেতন নাই।

প্রভাতে জটীলা গৃহ কর্ম্ম অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া বধূর চত্তরে আসিলেন, দেখিলেন, গৃহের বহির্দ্বারে বসিয়া বিশাখা ঘুমের ঘোরে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছে। মনে মনে বুঝিলেন, পদ্মার কথাই ঠিক্ হইয়াছে, নিশ্চয় বধূর অঙ্গে কৃষ্ণের পীত বসন আছে। বড়ই আশা, পীতবসন ধরিয়া বধূকে লাঞ্ছিত করিবেন। পাছে সতর্ক হয়, এই জন্য নিঃশব্দে নিকটে আসিয়া ডাকিলেন "বিশাখে! প্রায় এক প্রহর বেলা হইয়াছে, এখনও ঘুমাইতেছ?"

বিশাখা চমকাইয়া উঠিয়া বসিলেন, কহিলেন "আর্য্যে কল্য আপনার আদেশ মত আমরা দেবী গৃহে জাগরণ দিতে গিয়াছিলাম।"

জটিলার মনে না না সন্দেহের ঝটিকা বহিতেছিল, এখন বুঝিলেন এই জন্য কল্য সন্ধ্যাকালে বধূর শয্যা শূন্য ছিল। বৃদ্ধা বিশ্বাস করিলেন, কহিলেন "বধূকে ডাক"

বিশাখা শ্রীরাধাকে ডাকিলেন, শ্রীরাধা অলস অবশ দেহে চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে আসিলেন, অঙ্গ মোটন করিয়া কহিলেন "বড় ঘুম পাইতেছে।"

জটিলা তীব্র দৃষ্টিতে শ্রীরাধার অঙ্গের দিকে চাহিয়া আছেন কিন্তু শ্রীরাধার তখনও অনুভব নাই যে তিনি বক্ষস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পীত বসন ধারণ করিয়া আছেন। আশঙ্কা করিয়া বিশাখার কর্ণে কর্ণে কহিলেন, "সখি! আরঙ্গী

বলিতেছিল, বৃন্দা সেই গভীর রাত্রে ক্রীড়া পুলিনে গিয়াছিল। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমাদিগকে দেখিয়া থাকিবে।"

বিশাখা কহিলেন "না, তাহা নহে, বৃন্দার কথাই ঠিক্। শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করিলে যখন আমরা শঙ্কাকুল চিত্তে, আর আর সখীদের সঙ্গে তোমার অন্বেষণে যাই, বৃন্দা সেই সময়েই গিয়াছিল।"

শ্রীরাধা কহিলেন "তবে অমন গর্জ্জন করিয়া চাহিয়া আছে কেন?"

একে বক্ষে কৃষ্ণের পীত বসন, তাহাতে আবার কানে কানে চুপি চুপি কথা, বৃন্দার সন্দেহ ঘনীভূত হইল, ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে কহিলেন "মিথ্যা বাদিনি! বিশাখে! চক্ষু খাইয়াছ নাকি?"

বিশাখা শ্রীরাধার অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া, চুপি চুপি কহিলেন "বিলাস বিহ্বলে! একি!"

শ্রীরাধা আপন বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পীত বসন দেখিয়া, ভয়ে বিহ্বল হইলেন, বিশাখার কর্ণে কর্ণে কহিলেন "সখি! এখন উপায়?"

প্রত্যুৎপন্ন মতি বিশাখা সপ্রতিভ বাক্যে জটীলাকে কহিলেন "প্রিয়সখীর দিকে অমন করিয়া কুটীল দৃষ্টিতে চাহিতেছেন কেন? কল্য উৎসব উপলক্ষে চপলা যুবতী গণ আমোদ করিয়া হরিদ্রাদ্রব সেচন করায়, প্রিয় সখীর অঙ্গ বস্ত্র পীত বর্ণ হইয়াছে।"

বিশাখার সপ্রতিভ কথায় জটীলার বিশ্বাস হইল, তথাপি কিছু তিরস্কার করা চাই, অন্যছল ধরিয়া কহিলেন "বাছা! তুমি বড় চঞ্চলা, তুমিই আমার পুত্রের সুখের ঘর ভাঙ্গিলে। ঐ সব যৌবন গর্ব্বিতাদের মধ্যে আমার বধূকে লইয়া যাও কেন?"

বিশাখা: "আর্য্যে! আমাকে বৃথা তিরস্কার করিতেছেন, এই দীপান্বিতা পর্ব্বে গোকুলের আবাল-বৃদ্ধ কেবা উন্মত্ত না হইয়াছিল?"

জটিলা অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন "তাই বটে বাছা! আমি কল্য রাত্রে নিজে গিয়া দেখিয়াছি, সকল গোকুল কিশোরীকাই উন্মত্তার ন্যায় পুলিনে পুলিনে বেড়াইতেছিল।"

বিশাখা সহাস্য নেত্র ভঙ্গী করিয়া শ্রীরাধাকে আশ্বাসিত করিলেন।

শ্রীরাধাও বুঝিলেন, বৃদ্ধা বিশাখার বাক্য ছলনায় পরাজিতা হইলেন। জটীলা বিশাখাকে কথায় আঁটীতে না পারিয়া দৈন্য করিয়া কহিলেন "বাছা! বিশাখে! আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, একটী কথা রাখিও।"

বিশাখা। "আর্য্যে! কি আজ্ঞা হয় বলুন, এত কাকুতি করিতেছেন কেন?"

জটীলা। "তুমি অতি ভাল ছেলে, দেখিও কৃষ্ণের হাতে হইতে আমার বধূটিকে রক্ষা করিও।"

বিশাখা। "আর্য্যে! সেজন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, চতুরা ললিতা থাকিতে সে ভয় নাই।"

জটিলা। "ললিতা কোথায় গেল বাছা!"

বিশাখা। "ঐ বুঝি ললিতা পদ্মার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে এই দিকেই আসিতেছে।"

জটিলা। "বেলা হইল, তবে আমি যাই, গোময় পিণ্ড প্রস্তুত করিগে।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা জটিলা কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। শ্রীরাধা ও বিশাখা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

॥ ২ ॥

ললিতা শ্রীরাধার নিকট আসিতেছিলেন, পথে পদ্মার সহিত দেখা হইল। পদ্মা আজ এক রঙ্গ বাধাইয়াছে, তাহার কৌশলের ফল কত দূর হইল দেখিবার জন্যই সকালে শ্রীরাধার উদ্দেশে আসিতেছে, কিন্তু তাহার সে কৌশল যে ভস্মীভূত হইয়াছে, পদ্মা তাহা জানে নাই, জটিলা শ্রীরাধাকে লাঞ্ছনা করিবেন তাহাই দেখিবার জন্য আসিতেছে। ললিতা পদ্মাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "সখি! পদ্মে! কোথা হইতে আসিতেছ?"

পদ্মা। "কৃষ্ণের নিকট হইতে।"

ললিতা। "কৃষ্ণ এখন কোথায়?"

পদ্মা। "মালতী উদ্যান প্রান্তে।"

ললিতা। "একাই আছেন?"

পদ্মা। "না, মধুমঙ্গলও সঙ্গে আছে।"

তা একটু হাঁসিয়া কহিলেন "তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছেত সখি?"

পদ্মা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "আর কিছু ভাবিও না, আমি একগাছি মালতীর মালা গাঁথিয়া দিতে গিয়াছিলাম।"

ললিতা। "আমিও তাই শুধাইতেছি, অন্য কিছু বলি নাই।"

পদ্মা। "সখি! কৃষ্ণ তোমায় একখানি পত্র দিয়াছেন, বলিয়াছেন "সখি! তুমি যেমন আমায় নিত্য মালা দাও, তেমনি ললিতাও আমাকে নিত্য ধাতু রাগ দিয়া থাকে, অতএব এই পত্র খানি তাহাকে দিও।"

ললিতা পত্র লইয়া পাঠ করিলেন, লেখা আছে——

মুক্তগিরি তুচ্ছ পদ রাগি ধাতু পরিচ্ছদ,
দাও মোরে চপল নয়নি।
নিত্য দাও যত্ন ভরে আজ ভুলিও না মোরে,
মনে যেন রেখ সুবদনি॥

ললিতা পত্র পাঠ করিয়া মনে করিলেন, "আমিত কস্মিন্ কালেও কৃষ্ণকে গৈরিক রাগ দি নাই, তবে নিশ্চয় ইহাতে কোন সাঙ্কেতিক কথা আছে।" অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া বুঝিলেন কৃষ্ণ সঙ্কেতে বলিয়াছেন "গি, রি, তু, চ্ছ, প, দ, এই ছয় অক্ষর মুক্ত রাগি ধাতু পরিচ্ছদ প্রদান কর।" এই মধ্য চরণের আট অক্ষর মধ্যে ঐ ছয় অক্ষর বাদ দিলে রা, ধা, এই দুই অক্ষর মাত্র অবশিষ্ট থাকে, অতএব সঙ্কেতে শ্রীরাধাকে অভিসার করাইতে লিখিয়াছেন। সরলার্থ অবলম্বন করিয়া পদ্মাকে কহিলেন "গৈরিক রাগ দিতে লিখিয়াছেন, তা দিতেছি, চল শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

ললিতা পদ্মাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধার নিকটে আসিলেন। শ্রীরাধার অঙ্গে তখনও সেই পীত বসন রহিয়াছে। পদ্মা পরিহাস করিয়া কহিলেন "সখি রাধে! শ্রীকৃষ্ণ যেমন আমাদের বসন অপহরণ করিয়া ছিলেন, আজ তুমি তাহার বেশ প্রতি শোধ দিয়াছ।"

ললিতা ঈষৎ হাঁসিয়া কহিলেন "নির্ব্বুদ্ধে! প্রিয় সখীর কুঙ্কুম রঞ্জিত পীত বসন দেখিয়া অন্য আশঙ্কা করিতেছ কেন?"

পদ্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া সে প্রসঙ্গ চাপা দিলেন, কহিলেন "সখি রাধে! অনুমতিকর সখীস্থলী গ্রামে গিয়া চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণ সম্বাদে সুখী করিগে।"

বিশাখা। "পদ্মে! তোমরাই ধন্য যে, কৃষ্ণের অদর্শন সময়ে কৃষ্ণগুণ গান করিয়া চন্দ্রাবলীকে সুখী কর।"

পদ্মা। "তোমরাও করিতে পার।"

বিশাখা। "আমাদের সে ভাগ্য কোথায়? কৃষ্ণ নাম শুনিয়াই আমাদের প্রিয়সখী ক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন, গীত শুনিবে কে?"

পদ্মা বুঝিলেন, বিশাখা স্বপক্ষের প্রেমোৎকর্ষতা বর্ণন করিতেছেন। কহিলেন "সখি! তোমরা এক প্রকার বেশ সুখে আছ, আমাদের দুখের কথা কি বলিব, নিয়ত চন্দ্রাবলীর কেশ সংস্কার, হার গ্রন্থন, অধর রঞ্জন প্রভৃতি বেশ বিন্যাস করিতে হয় বলিয়া আমাদের ক্ষণমাত্র অবকাশ নাই।"

বুদ্ধিমতী বিশাখা পদ্মার কথার ভাব বুঝিলেন, পদ্মা প্রকারান্তরে, নিজ সখীর এক দিবসে বহুবার কৃষ্ণ সম্মিলনসূচক সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণন করিতেছেন। ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "তাই বটে সখি, তোমাদের দুখঃ অনেক, কিন্তু আমাদের কেবল একটী মাত্র দুখ।"

পদ্মা। "কি দুখ সখি! শুনিতে পাইনা কি?"

বিশাখা। "এই আর কিছু না, তবে কিনা দুর্লভা শ্রীরাধার দর্শন লালসায় নিয়ত শ্রীকৃষ্ণ আমাদের তোষামোদ করিয়া বড় বিরক্ত করেন।"

ললিতা। "বিশাখে! বারম্বার শ্রীরাধার চরণে আলতা পড়ান দুখটা গোপন করিতেছ কেন?"

বিশাখা চক্ষু টিপিয়া কহিলেন "না ছি! শ্রীকৃষ্ণের কেশে প্রিয় সখীর যাবক চিহ্ন কেন হবে? উহা গৈরিক রাগ।"

শ্রীরাধা পদ্মার পরাভব বোধয় ও আত্মপ্রশংসা শ্রবণে কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া কহিলেন "সখি! পদ্মে! ও দুর্ম্মুখীদের কথা শুনিও না, প্রিয় সখী চন্দ্রাবলীর নিকটে যাও।"

পদ্মা শ্রীরাধাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ললিতা পদ্মাকে তাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত অনুসারে পুষ্প চয়ন ছলে শ্রীরাধাকে অভিসার করাইলেন।

॥ ৩ ॥

সুখদ শরৎ সমাগমে বৃন্দাবন-বন-মাধুরী উছলাইয়া পড়িতেছে। বরিষা-সারি বিপ্লুষ বিপুষ্টাঙ্গ বিবিধ বিটপাবলী বিপুল ফুল পল্লবে পরিচ্ছন্ন, পাতায় পাতায় মসৃণতা যেন চুঁয়াইয়া পড়িতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে নবীনা লতার নিবিড় আলিঙ্গন, আলিঙ্গনে অবশ অঙ্গ—যেন লতিকা ললনার পুষ্প-গুচ্ছময়ী দীর্ঘবেণী অসারে অজ্ঞাতে এলায়ে পড়িয়াছে, সুমন্দ সুগন্ধ গন্ধবাহ প্রবাহে প্রবাহে সেই বিটপবিলম্বিত বিশাল ফুলবেণী গুলি লইয়া মৃদু মৃদু দোলাইতেছে। বন মূল বিধৌত করিয়া যমভগিনী যমুনা প্রবাহিতা, শারদ বিমল সলিল দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনিলান্দোলিত বৃন্দাবন ছবি সুরঙ্গে যমুনা তরঙ্গে দুলিতেছে। জলে স্থলে সমান শোভা, মকরন্দ লুব্ধ মুগ্ধ মধুপ মণ্ডলী ক্ষণে ফুল মুকুলে, ক্ষণে যমুনা জলে প্রতিবিম্বিত সেই নৃত্যমান লতাবেণীর পুষ্পগুচ্ছোপরি উড়িতেছে, ঘুরিতেছে, ক্ষণে প্রতারিত, ক্ষণে বিতারিত, তবু ও নির্লজ্জ অলি গুন্ গুন্ গুঞ্জনে বন মাতাইয়া ফুলে ফুলে চুম্বন দিয়া ফিরিতেছে। কখন বা গুঞ্জাপুঞ্জের রক্তিম রাগে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিতেছে, আবার প্রতারিত হইয়া লজ্জায় পলাইতেছে। উপবন-পবন-সমেরিত পাদপ প্রসূন পরিচুম্বনপর পরচিত্তচৌর পরাগ পরিলুণ্ঠণ পটু প্রজাপতি পংক্তির স্বভাব সুচিত্রিত পক্ষ পুটের উড্ডীয়মান শোভা, বিয়দ্গামী বিহগাবলীর বিচিত্র পক্ষ বিস্তার, প্রডীনোড্ডীন সংডীন খগগতি, কর্ণারাম কোমল কাকলী, কি সুন্দর! কোথাও কাননচর কামাকুল কলাপীকুলের কমনীয় লাস্য কলা, চটুলার চপলাপাঙ্গ ভঙ্গী ভঙ্গমে চঞ্চল খঞ্জনের নয়ন রঞ্জন নৃত্য, ক্রীড়াপর কুরঙ্গশিশুর কুটিল কুর্দ্দন, শ্যামল শাদ্বলক্ষেত্রে অমল ধবল রাজহংসের মন্থর গতি, কি মনোহর! আবার কোন স্থানে গাভীগণ চরিতেছে, তাহাদের পাশে পাশে বৎসগুলী নাচিতেছে, কোন স্থানে কামোন্মত্ত মহাষণ্ড ভীষণ গর্জ্জন করিয়া শৃঙ্গাঘাতে ধরা উল্টাইবার চেষ্টা করিতেছে, কোথাও প্রতিদ্বন্দী বৃষভদ্বয় শৃঙ্গে শৃঙ্গে পরস্পরকে প্রতিরোধ করিয়া ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। ধরণী সুশীতল, তমাল শ্যামলা শারদীয়া বনভূমির অতি অপূর্ব্ব-শোভা।

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, শ্রীরাধার মিলনোৎকণ্ঠায় সুস্থির হইতে পারিতেছেন না। আবার মধুমঙ্গল ঝিণ্টী পুষ্পের হেমকান্তি

দেখাইয়া সেই উৎকণ্ঠা আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন, ললিতাকে যে সঙ্কেত লিপি দিয়াছেন, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু উৎকণ্ঠা বড়ই প্রবল, বনমালী অঙ্কত মুরলী মুখে ফুৎকার দিলেন, মুরলী লহরে লহরে বাজিয়া উঠিল। মুরলী বাজিল, শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠিত প্রাণের অব্যক্ত রোদন লইয়া মুরলী বাজিল, অমনি তরুকুল পুষ্পিত হইয়া মকরন্দ রাশি ঢালিয়া দিল, গাভীগণ মুখের কবল ফেলিয়া উৎকর্ণ হইল, তাহাদের স্নেহস্রুত পয়োধর হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইয়া পুষ্পরসময়ী ব্রজভূমি দধি কর্দ্দমে পঙ্কিল হইয়া উঠিল।

মধুমঙ্গল হাস্য করিয়া কহিলেন "সখে! আজ আবার এ কি অপূর্ব্ব বাদ্য!"

কৃষ্ণ। "হরিণী আকর্ষণ যন্ত্র।"

মধু। "বলিতে ভুলিয়াছ, হরিণীলোচনা—"

শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাস্য করিয়া, অন্যদিকে চাহিয়া কহিলেন "সখে! ঐ দেখ আমার পদ্মগন্ধ বৃষ, গাভীগণের মধ্যে কেমন গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। উহার কেমন তাম্রবর্ণ, দীর্ঘ দীর্ঘ শৃঙ্গ, খুর গুলিও কেমন অরুণ বর্ণ আবার কেমন ধরণী লুণ্ঠিত পুচ্ছ ঘুরাইয়া পিঙ্গল নয়নে এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছে, উহার গিরিশৃঙ্গ তুল্য ঝুঁট পাণ্ডুর অঙ্গদ্যুতি কেমন সুন্দর। ও আমার বড় প্রিয়তম, দেখ দেখ, কেমন থাকিয়া থাকিয়া মাথা নাড়িতেছে আর উহার গল বিলম্বিত ঘণ্টার কেমন শব্দ হইতেছে।"

উভয়ে একদৃষ্টে সেই গাভীমণ্ডলী মধ্যবর্ত্তী বৃষভ রাজের শোভা দেখিতে লাগিলেন।

॥ ৪ ॥

বনের অপর স্তরে ললিতা ও বিশাখার সহিত শ্রীরাধা পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, সহসা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত মুরলী ধ্বনি শুনিয়া আত্মহারা হইলেন। কোন্দিক হইতে বংশী মধুর রবে ডাকিল, মোহ আবেশে বিস্মৃত হইয়াছেন পুনশ্চ অবধারণ জন্য উৎকর্ণ হইলেন। ললিতা পরিহাস ভঙ্গীতে কহিলেন "সখি! অমন হরিণ কর্ণী হইলে কেন?"

শ্রীরাধা মৃদু হাসিয়া কহিলেন "সখি! নিজের ভাব পরের উপর ফেলিতেছ কেন? তোমাকেইত হরিণীর মত পুলকিতা দেখিতেছি।"

শ্রীরাধা প্রেম ভরে বিশাখাকে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন "সখি! মনের কথা বলিয়াছ, ঐ মুরলীই আমার কাল হইয়াছে।"

শ্রীরাধা প্রেমভরে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন মনের আবেগে মুরলীর প্রতি আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,

শুন ওরে কুল নাশা বাঁশী।
জনমিয়ে এক বংশে
ধনু বেণু দুই অংশে
ফির সদা ভুবন বিনাশী॥
বিন্ধিলে ধনুর শরে, সেই একবারে মরে,
দগধিয়া দুখ নাহি পায়।
বেণু তোর মিষ্ট স্বর, বিন্ধে যার কলেবর,
দগধি দগধি মারে তায়॥

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে রঙ্গিনী হরিণীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন, "অমনি আকস্মিক প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, কহিলেন "সখে! বুঝিলাম, ও ত শ্রীরাধার হরিণী নহে! অকলঙ্ক চন্দ্র মণ্ডলই ভূমিতলে অবতরণ করিয়াছে, ঐ দেখ চন্দ্র ক্রোড় পরিত্যক্ত মৃগটী অগ্রে অগ্রে আসিতেছে, তাই এ চন্দ্রে কলঙ্ক রেখা নাই! —না না সখে! ঐ যে মূর্ত্তিমতী বিলাস লক্ষ্মী রূপিনী শ্রীরাধাই আসিতেছে!"

এই বলিয়া মুক্তনিগড় প্রমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় প্রেমোন্মাদ ভরে ধাবিত হইলেন। মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ প্রেমোন্মত্ততা দেখিয়া পরিহাস ভঙ্গীতে কহিলেন "ওহে বয়স্য! দৌড়িও না, ধীরে ধীরে যাও বুঝিলাম এ তোমার দোষ নহে! ব্রজ কিশোরিকাগণের এই উন্মাদিনী শক্তিই তোমাকে এমন উন্মত্ত করিয়াছে।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সাত্ত্বিক বিকারজনিত অতি কম্পে স্খলিতপদে পড়িতেছিলেন, মধুমঙ্গলের করাবলম্বন পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "প্রিয় বয়স্য! দেখ দেখ! নবানুরাগে প্রিয়তমার স্বর্ণকান্তি কেমন রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে! তাহাতে আবার বিচিত্র তিল-বলী!———আহা! যেন পুষ্পিতাগ্র অশোক লতা তৃষিত কৃষ্ণ ভ্রমরকে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে।"

শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সানুরাগ কটাক্ষপাত করিয়া স্তম্ভিতা হইলেন। চরণ চলিল না, নয়ন ফিরিল না, প্রাণস্পর্শে প্রাণের আলিঙ্গন দিয়া অপরশ পরশ বিভোর হইয়া পড়িলেন। পলাইতে চাহিতেছেন, চরণ উঠেনা কান্ত কণ্ঠালিঙ্গনে ধাইতেছেন, চরণ উঠেনা; নয়ন দুটী ছুটিতে চায় কৃষ্ণের দিকে, বদন তবু মৃত্তিকার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, প্রাণ চাহিছে প্রাণে মিলিতে. অবাধ্য হৃদয় কিন্তু দুর দুর কাঁপিতেছে; মুখর মন বড় চঞ্চল, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ডালি সাজাইয়া, মন চোরকে ধরিতে ছুটিতেছে কিন্তু লজ্জার নিগড় দুশ্ছেদ্য; অবরুদ্ধ মুখর মন আবেগ ভরে মন চোরকে দেখিতে দেখিতে অশব্দ মিষ্ট সঙ্গীতে গাহিতেছে——

নব মনসিজ লীলে। ভুরু ভুলে দেখ হরি নয়ন অঞ্চলে॥
ফুল কিশলয় ভঙ্গ ধরে। [illegible] শ্রবণ অঞ্চলে সদা পড়ে॥
মৃদুল মালতী মালা। কুন্তল সহিতে করে খেলা॥

(যদুনন্দন)

শ্রীরাধা কৃষ্ণের সমান দশা, ভাবান্তর আনয়ন জন্য বিশাখা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "রাধে! তোমার অঙ্গ পরিমল বলবান সেনার ন্যায় প্রতিযোদ্ধা কৃষ্ণকে বন্দী করিয়াছে, তবে পরাজিতের প্রতি বৃথা কেন বিবেকে বিভ্রমাদি বিলাসময় অস্ত্র প্রকাশ করিতেছ? শরণাগতের প্রতি বৃথা বল প্রকাশ কে করে?"

ছুইলেই লজ্জালু লতা যেমন কোঁকরাইয়া যায়, নবীন প্রেমের চপল গতি ঠিক সেই প্রকার। বিশাখার বাক্য স্পর্শেই প্রেম বিহ্বলার ঋজুভাব কুঞ্চিত হইল, শ্রীরাধা আবার নবোঢ়ার বাম্যময় বক্র পথে আসিয়া পড়িলেন। বিশাখার প্রতি সপ্রেম তীব্র কটাক্ষ করিয়া শ্রীরাধা ললিতার আশ্রয় লইলেন। যাহার জন্য উন্মাদিনী, সেই প্রাণকান্ত কৃষ্ণকেই এত ভয়! প্রেমের এ বক্রগতি কে বুঝিবে! যাঁহাদের প্রেম তাঁহারাই জানেন।

হেরিলে হারায় জ্ঞান, কাছে এলে কাঁপে প্রাণ,
লাজ ভয় হরষ আবেশে।
আঁখি দুটী নাহি ফিরে, ফিরে পুন উড়ি পড়ে,
অপরশ পরশ সুরসে॥
পরশনে মন ধায়, পরশে দারুণ ভয়,

মুখে বাম্য অন্তরে উল্লাস।

মুখে কত অসন্মতি, অন্তরে প্রগাঢ় প্রীতি,

প্রাণকান্ত তবুও তরাস॥

ললিতা শ্রীরাধার ভাব বুঝিয়া কহিলেন "সখি! ভয় কি? পীতবাস ভিন্ন অন্য কেহ তোমার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিবে না।

শ্রীরাধা বক্র নয়নে চাহিয়া কহিলেন "বটে! তুমিও তাই?"

ললিতা অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিলেন "সখি! 'তোমার বক্ষস্থিত পীত-বসন ভিন্ন' ইহাই বলিতেছি।"

শ্রীকৃষ্ণ ললিতার সম্মতি ভাবিয়া শ্রীরাধার নিকটস্থ হইলেন, কহিলেন "প্রিয়ে! উপযুক্ত সময়েই তোমার দেখা পাইলাম।"

ললিতা শ্রীরাধাকে পশ্চাতে করিয়া কহিলেন "নাগর! তোমার ভুল হইয়াছে, ইনি আমাদের প্রিয়সখী রাজকুমারী শ্রীরাধা, তোমার পরিহাস যোগ্যা ব্রজনাগরী নহেন, শীঘ্র এখান হইতে পলাও।"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন "ললিতে! এ তোমাদের গোবর্দ্ধন নয়, এ বৃন্দাবনের অভ্যন্তর; এখানে বড় প্রতাপ খাটিবে না।"

ললিতা। "আমি সেই বিখ্যাত ললিতা, জান ত? ভয় করিবার পাত্রী নই।"

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ললিতার অঞ্চল ধরিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ললিতা কহিলেন "সখি! ভয়ে কাঁপিতেছ কেন? ললিতা বাঁচিয়া থাকিতে ভয় কি?"

শ্রীরাধা কহিলেন "ললিতে! বন্ধুজীব পুষ্প চয়ন করিতে হইয়াছে, আইস আমরা কালিন্দীকূলে যাই।"

"বন্ধুজীব হরণ করিয়া কোথায় যাইতেছ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পথরোধ করিলেন। শ্রীরাধা পাশ কাটিয়া যাইব মনে করিলেন, চতুর কৃষ্ণ বাহু প্রসারণ করিয়া পথরোধ করিলেন, কহিলেন "পার ত এই শৃঙ্গ-নেত্র-বংশ-মেখল শ্যামল-কান্তি কৃষ্ণ-ভূধর আক্রমণ করিয়া যাও।"

শ্রীরাধা চপল কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন "নাগর! আমার দোষ নাই,

আমি এখন গোকুলেশ্বরীর নিকট যাইতেছি, তোমার এই সমস্ত চপলতার কথা তাঁহাকে বলিয়া দিব।”

শ্রীকৃষ্ণ পথ ছাড়িলেন; কহিলেন “রাধে! বিভীষিকা দেখাইয়া ফল কি? সচ্ছন্দে যাও; কিন্তু তোমার বক্ষঃস্থিত আমার পীতবসন আমায় দিয়া যাও।”

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণে উদ্যত হইলেন. শ্রীরাধা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, “দেখ! আমি কুলাঙ্গনা সাধ্বী, ঐ দেখ ললিতা আমার সঙ্গে প্রহরী আছে, ভয় করি না। তবে হিত কথা বলিতেছি শুন, পথে এমন ভাবে কামুকতা করা ভাল নয়।”

শ্রীকৃষ্ণ শুনিবেন কেন? শ্রীরাধার বিলোল নয়ন যে কত অনুকূলার মত ডাকিতেছে। আবার শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ললিতা রাধাকে পশ্চাতে করিয়া কহিলেন “কৃষ্ণ! সকলে তোমার গুণের প্রশংসা করে, তুমি এই গোকুলের রাজকুমার, আমাদের প্রতি এ প্রকার নীতিহীন ব্যবহার তোমার যোগ্য নয়।”

মধুমঙ্গল। “গর্ব্বিতে! জান না? তোমরা আমার প্রিয় বয়স্যের বৃন্দাবন ভাঙ্গিয়া ফুল চুরি করিয়াছ?”

কৃষ্ণ। “সখে গণিয়া দেখ, ইহারা কত ফুল তুলিয়াছে। যতগুলি ফুল তুলিয়াছে, ইহাদের কণ্ঠমালা মালা হইতে ততগুলি মণি মুক্তা লইতে হইবে।

মধু। “আমি গণিয়া রাখিয়াছি, লাল ফুলের পরিবর্ত্তে পদ্মরাগ মণি আর শ্বেত ফুলের পরিবর্ত্তে হীরক ও মুক্তা গ্রহণ কর।”

কৃষ্ণ। “উহাতে কি আমার ফুলের মূল্য হইবে?”

মধুমঙ্গল জোর হাত করিয়া কহিলেন “বয়স্য! অনুগত ব্রাহ্মণ মিনতি করিয়া বলিতেছে, উহাই লইয়া এ যাত্রা ক্ষান্ত হও।”

কৃষ্ণ। “আচ্ছা তাহাই স্বীকার হইলাম।”

ললিতা। “আ-হা-হা! যেমন রাজা, তেমনি মন্ত্রী।”

বিশাখা। “ওহে কৃষ্ণ! সরিয়া যাও, সরিয়া যাও।”

কৃষ্ণ। “কেন? হইল কি?”

বিশাখা। "ঐ দেখ, আমার প্রিয়সখী চন্দ্রহাস বিকাশ করিয়াছেন, যুদ্ধ বাধিবে!"

শ্রীকৃষ্ণ। "আমিও রোমাঞ্চজালে কবচ ধারণ করিয়াছি, আগে শ্রীরাধারই রত্ন অপহরণ করিব।"

কুপিতা ফনিণীর ন্যায় ললিতা শ্রীরাধার অগ্রে দাড়াইলেন; কহিলেন "কৃষ্ণ দেখি ত তোমার সাহস, তুমি এক বার ছায়াস্পর্শ কর ত।

শ্রীকৃষ্ণ। "সখে মধুমঙ্গল! পলাও পলাও,—দেখিতেছ কি, ললিতারূপে সাক্ষাৎ মহাভৈরবীর আবির্ভাব হইয়াছে।"

শ্রীরাধা ললিতাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন, সেই অবকাশে শ্রীকৃষ্ণ ললিতার নিকট ইঙ্গিতে মিনতি জানাইলেন। ঈষৎ হাসিয়া ললিতা হস্ত পাতিলেন, ইঙ্গিতে কহিলেন "আমাকে উৎকোচ দাও।"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে ললিতার কানে কানে কহিলেন "আজকে শ্রীরাধাকে বঞ্চনা করিয়া তোমার কুঞ্জে রাত্রি যাপন করিব।"

ললিতা। "দূর দূর বিদূষক" বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন কহিলেন "তবে কি?"

ললিতা শ্রীরাধার কবরী দেখাইয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন "শ্রীরাধাকে স্বহস্তে সাজাও।"

শ্রীকৃষ্ণও তাহাই চান, সহাস্য বদনে সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীরাধার অঙ্গ ললিতার, ললিতা ছুইতে দিলে তবে কৃষ্ণ ছুইতে পান ইহাই ললিতার প্রাধান্য। শ্রীকৃষ্ণ রাধাঙ্গ স্পর্শ জন্য ললিতাকে মিনতি করিলেন ললিতা ইহারও অধিক উৎকোচ চাহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজ অঙ্গ ললিতাকে দি চাহিলেন, ললিতা তাহা "দূর দূর" করিয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীরাধার কব দেখাইলেন, আহা! রাধানুগতা গোপীভাব কি আশ্চর্য্য! কি বিচিত্র!

রাধাকৃষ্ণ সুখে সুখী যত সখীগণ।
নানা যত্নে করে দোঁহার বিলাস সাধন॥
আত্মসুখ স্ববিলাস অর্পিত রাধাতে।
রাধার বিলাসে সুখ মানে আপনাতে॥
আর এক সখীদের সুখ মুখ্য হয়।

নিরন্তর বক্ষে সেই সুখের উদ্গম॥
শ্রীরাধার লাগি কৃষ্ণ করে উপাসনা।
রাধা স্পর্শ লাগি করে সাধ্য সাধনা॥
এই হেতু রাধা স্পর্শে কৃষ্ণে দেয় বাধা।
সখী সুখ লাগি বাম্য ধরেন শ্রীরাধা॥
ইহাতেও নাই সখীর স্বসুখ সম্বন্ধ।
রাধার গৌরবে মানে পরম আনন্দ॥

ললিতার সম্মতি পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার শ্রীরাধার হার আকর্ষণে উদ্যত হইলেন, ললিতা এবার উৎকোচ খাইয়াছেন কিনা, সহাস্য কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন "নাগর! সূর্য্য পূজার জন্য প্রিয়সখী স্নান করিয়াছেন, তুমি অস্নাত স্পর্শ করিও না।"

কৃষ্ণ। "আমিও ঘর্ম্মজলে স্নান করিয়য়াছি, দেখিতে কি পাইতেছ না?"

ললিতা শ্রীরাধার নিকট হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন "বিজন বনভূমি, কৃষ্ণও অতি প্রচণ্ড, আমার আর সাধ্য কত?"

বিশাখাও কহিলেন "তা বই কি।"

"হারিল—হারিল" বলিয়া মধুমঙ্গল হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা কহিলেন "ললিতে! তুমি কি সূর্য্য পূজা ভুলিয়া গিয়াছ?"

মধু। "দেবি! রাধিকে! বৃথা গর্ব্ব করিতেছ কেন? আমরাও কি উপাসনা করি না?"

বিশাখা। "কি উপাসনা কর?"

মধু। "কুঞ্জ বেদিকায় কঙ্কণ কিঙ্কিনী নুপুর ধ্বনির।"

সকলে হাসিতে লাগিলেন। মধুমঙ্গল পুনশ্চ রাধার সহিত কহিতে লাগিলেন "হে সুন্দরীগণ! তোমরাই ধন্য! তোমাদের ঐ মৃদুল হাস্যে এই স্বেচ্ছাচারী কুঞ্জ কুঞ্জররাজকে স্তুতিকারীক করিয়া ফেলিয়াছ দেখিতেছি।"

কৃষ্ণ। "প্রিয়ে! তুমি তোমার এই মনোহারিণী সহচরী-যূথ মধ্যে মদমত্তা হংসীর প্রতি ভঙ্গীকে লজ্জা দিয়া যেন সাক্ষাৎ শরৎ ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর

ন্যায় শোভা পাইতেছে। এস তোমাকে নবীন বন্য বেশে সাজাইয়া শরৎ-শেভার সকলতা করি।”

মধুমঙ্গল। “ওহে কৃষ্ণ! ব্রজের ময়ূরগুলাও কি সময় বুঝতে পারে! ঐ দেখ, তোমাকে শরৎ কালোচিত বিহার সমুৎসুক দেখিয়া উহারা নাচিতে নাচিতে কেমন মনোহর পুচ্ছ নিক্ষেপ করিতেছে।”

কৃষ্ণ। “সখে সত্যই বটে? এস আমরা কিরীট নির্ম্মাণ জন্য ঐ পুচ্ছগুলি কুড়াইয়া আনি।”

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের সহিত ময়ূরপুচ্ছ কুড়াইতে চলিলেন। এই অবসরে শ্রীরাধা ললিতাকে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া, অশোক কুঞ্জে লুকাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছে কিরিট প্রস্তুত করিয়া আনিলেন, শ্রীরাধাকে বন্যবেশে সাজাইবেন, কিন্তু কোথায় শ্রীরাধা! শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র হইয়া ললিতাকে জিজ্ঞাসিলেন “তোমার প্রিয়সখী কোথায়?”

ললিতা কহিলেন “অনেক ক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন।”

“থাক তোমার দর্পচূর্ণ করিতেছি” বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সহসা বৃক্ষান্তরালে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া “ঐ দেখ রাধিকা” বলিয়া ধাবিত হইলেন। মধুমঙ্গল বয়স্যের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া হাত ধরিয়া নিবারণ করিলেন। কহিলেন “ওহে বয়স্য! বাল্যকালে তোমাকে যে তৃণাবর্ত্ত ঘুরাইয়াছিল, এখনও তোমার সে পাক্ ছাড়ে নাই। দেখিতেছ না কি? ও যে পীত-পরাগপুঞ্জ পিঞ্জরিত স্থলনলিনী।”

শ্রীকৃষ্ণ আবার অন্যদিকে চাহিয়া কহিলেন “এই বার নিশ্চয় দেখিয়াছি ঐ দেখ রাধিকা।”

মধুমঙ্গল আবার নিবারণ করিলেন, কহিলেন “প্রেম এমনি অন্ধই বটে! সমস্ত বৃন্দাবনটাই তোমার চক্ষে রাধাময় হইয়া গিয়াছে কিনা, তাই পুষ্পিত ঝিণ্টী বৃক্ষটীও রাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।”

শ্রীকৃষ্ণকে আবার ললিতার উপাসনা করিতে হইল, কহিলেন “মিনতি করিতেছি ললিতে! বলিয়া দাও।”

“বিশাখাকে শুধাও” বলিয়া ললিতা সহাস্য কটাক্ষে কদম্বকুঞ্জের দিকে চাহিলেন। ললিতার কপট ইঙ্গিতে ভ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কদম্বকুঞ্জের দিকে

চলিলেন। কপট দর্শনের ভান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "ঐ যে! দেখিয়াছি, দেখিয়াছি, আর লুকাইয়া কি হইবে? বাহিরে আইস।"

কোথায় শ্রীরাধা, কে উত্তর দিবে, সখীরা করতালী দিয়া হাসিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কহিলেন "ললিতে! ভাল, ভাল, থাক, ধূর্ত্ততার ফল শীঘ্রই পাইবে।"

মধুমঙ্গল চীৎকার করিয়া উঠিলেন "দেখিয়াছি—দেখিয়াছি—এবার নিশ্চয় দেখাইতে পারি।"

কৃষ্ণ। "ললিতার মত নাকি?

মধু। "গায়ত্রীর শপথ।"

কৃষ্ণ। "সখে! তবে শীঘ্র দেখাও!"

মধু। "দেখাইব কি, একবারে তোমার হস্তগত করিয়া দিতেছি, আমাকে কি দিবে বল?"

শ্রীকৃষ্ণ নিজ কণ্ঠের মালতীহার মধুমঙ্গলের গলায় পড়াইয়া দিলেন।

"এই নাও" বলিয়া মধুমঙ্গল রাধা নামাঙ্কিত একটী পত্র শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন "সত্যই তুমি আমাকে এক মহা-রত্ন দিলে। আহা!———

কহিতে শুনিতে নিজ প্রিয়জন নাম।
আরতি বাড়ায় অবিরাম॥
দেখিলে জুড়ায় আঁখি, ভাবিলে অন্তর সুখী
নিখিল জগৎ করে সুখময় ধাম।
সুধা-ধারা ঢালে কাণে, প্রাণে প্রাণ দিয়া টানে,
কি যেন মোহিনীমাখা প্রিয়জন নাম॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই রাধা-নামাঙ্কিত পত্রটি বক্ষে ধরিলেন। মধুমঙ্গল সবিস্ময়ে দক্ষিণ দিকে চাহিয়া কহিলেন "প্রিয় বয়স্য! দেখ দেখ! অকালে অশোক তরু পুষ্পিত হইয়া মকরন্দানন্দ ভ্রমরগণের স্তবনীয় হইয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন সত্যই পুষ্পিত রক্তাশোক রূপ-মাধুর্য্যে ভ্রমরগণকে নিমন্ত্রণ করিতেছে। শ্রীরাধার পাদস্পর্শে তরুগণ অকালে মুঞ্জরিত হয় ইহা শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন, এই অশোক কুঞ্জেই যে শ্রীরাধা আছেন, তাহাতে আর

সন্দেহ রহিল না। ত্বরিত পদে অশোক কুঞ্জে গিয়া শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন, হাস্য করিয়া কহিলেন "এইবার কি হয়?"

শ্রীরাধা। "তোমারই ভয়ে লুকাইয়া আছি, এখানেও আবার তুমি আসিলে।"

এই বলিয়া বাহিরে আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "প্রিয়ে আমার অনু-সন্ধানপটুতা কেমন দেখিলে ত?"

ললিতা। "মুখেই যত বড়াই। ওহে কৃষ্ণ! এই বৃন্দাবনে একটী হিরণ্যগর্ভ তোমার স্তুতি করিয়াছিলেন, সেই জন্য কি এত গরব? ঐ দেখ কত কত হিরণ্যগর্ভ (স্বর্ণালঙ্কার) শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গকান্তির স্তুতি করিতেছে। তুমি একবার মাত্র এক হস্তে পর্ব্বত ধরিয়া গর্ব্বিত হইয়াছ, কিন্তু আমার সখি শ্রীরাধা তোমার মত প্রকাণ্ড ধরণীধরকে কটাক্ষ সন্ধানে নিয়ত আকর্ষণ করিতে-ছেন। তোমার আর আমার সখীর নিকট গর্ব্ব করা সাজে না।"

কৃষ্ণ। "বটে! আচ্ছা এবার আমি লুকাইতেছি, তোমরা বাহির কর দেখি।"

"আচ্ছা! বেশ!" বলিয়া সখীরা পরস্পর নেত্রভঙ্গী করিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের সহিত বনান্তরালে প্রবেশ করিলেন। কিছু দূর গিয়া দেখিলেন নিজ অঙ্গ সদৃশ শ্যামল তমাল বন। শ্রীকৃষ্ণ ঘন সন্নিবিষ্ট তমাল শ্রেণী নির্ম্মিত অন্ধকার কুঞ্জোদরে একাকী লুক্কাইত হইলেন, মধুমঙ্গল অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে শ্রীরাধা বড় উৎকণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার সেই রাস রজনীর অন্তর্দ্ধান মনে পড়িল। সখীরা আশ্বাস দিয়া কহিলেন "প্রিয় সখি! উৎকণ্ঠিতা হইও না, আমরা নিশ্চয় কৃষ্ণকে দেখিয়াছি, তুমি থাক, আমরাই তাঁহাকে খুজিয়া বাহির করিব।"

এই বলিয়া ললিতা ও বিশাখা বনের দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধা সখীদিগের বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন, ভাবিলেন উহারা দর্প করিয়া গিয়াছে, নিশ্চয় কৃষ্ণের দর্শন পাইবে না, দর্পে তাঁহাকে ত পাওয়া যায় না। শ্রীরাধা আর থাকিতে পারিলেন না, স্বয়ং অনুসন্ধানে চলিলেন।

ভক্ত পাঠক! এস আমরাও একবার কৃষ্ণান্বেষণ করি, আমাদেরও সম্মুখ হইতে কৃষ্ণ লুকাইয়াছেন আমরা নানা দিকে খুজিয়া বেড়াইতেছি! ভাই!

দর্প করিয়া কৃষ্ণ দেখা যাইবে না, দর্প ছার, অভিমান ছার, প্রতিহিংসা ছার, হৃদয়ে অনুরাগের আলোক জ্বাল, প্রেমাশ্রু জলে নয়ন ধৌত কর, উৎকণ্ঠা সখীর সঙ্গিনী হও, রাগের পথে অনুরাগিনীর বেশে চল আমরাও এই কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনীর পশ্চাৎ ধরি, কি করিয়া কৃষ্ণান্বেষণ করিতে হয় শিখিয়া আসি।

শ্রীরাধা ভাবিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদিগের সাক্ষাতে দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন সে দিকে নিশ্চয় নাই। এই ভাবিয়া উত্তর দিকে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন বনচারিণী হরিণীগণ স্তম্ভিতা হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের অর্দ্ধ কবলিত তৃণ গ্রাস মুখ হইতে খসিয়া পড়িতেছে। শ্রীরাধা বুঝিলেন, এই পথে তাঁহার জগৎপ্রাণ প্রাণকান্ত গিয়াছেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, বৃক্ষ হইতে আর মকরন্দ ধারা ক্ষরিত হইতেছে না, পক্ষীগণ প্রেমভরে বিঘূর্ণিত না হইয়া সচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, বুঝিলেন এ পথে তাঁহার পদার্পণ হয় নাই। বাম দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দেখিলেন——

সকল কুসুম দল আগে।
মধুকর বসিয়াছে যোগে॥
মধুরস গলিয়া পরয়ে।
মধু-কর তাহা নাহি ছোয়ে॥
ফাটিল করক ফল পাকি।
না ছোয়ে জড়িয়া শুক পাখী॥
নবীন নবীন তৃণ দলে।
না পরশে হরিণী বিকলে॥

(যদুনন্দন)

শ্রীরাধা বুঝিলেন, নিশ্চয় এই পথে তাঁহার প্রাণকান্ত কৃষ্ণ গিয়াছেন, আরও কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া বাম দিকে শ্যামলকান্তি তমাল বন দেখিতে পাইলেন, সাগ্রহে বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বৃক্ষের উপর বানরগণ স্বাভাবিক চপলতা ভুলিয়া পুলক-কণ্টকিত দেহে তমালশাখা আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে, তাহাদের প্রেমাশ্রু সমাকুল স্থির দৃষ্টি অধোদিকে নিবদ্ধ. শ্রীরাধা নিশ্চয় বুঝিলেন এই ঘনসন্নিবিষ্ট তমালকুঞ্জেই কৃষ্ণ আছেন, প্রবেশ করিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন প্রেময়ী অন্তর্বর্ত্তি

"দেখ বিশাখে! প্রিয়সখী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পাইয়াছেন, এই দেখ উভয়ের পদচিহ্ন দেখিতেছি।"

বিশাখা কহিলেন "বোধ হইতেছে, প্রিয়সখীও আমাদের ন্যায় পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।"

ললিতা আরও কিছু অগ্রসর হইয়া কহিলেন "এই দেখ প্রিয়সখীর পদ-চিহ্নের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পদ-চিহ্ন মিলিত হইয়াছে, যেন দুইজনে কর ধরাধরি গিয়াছেন।"

বিশাখা কিঞ্চিৎ গিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "এই দেখ, এই স্থানে যেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, দেখ, শ্রীকৃষ্ণের পদ পূর্ব্বমুখে শ্রীরাধার পদ পশ্চিম মুখে রহিয়াছে।"

উভয়ে অগ্রসর হইলেন, বিশাখা কহিলেন "দেখ, এই পদ-চিহ্নগুলি উভয়ের ক্রীড়া চাপল্য প্রকাশ করিতেছে, যেন একের জয় অন্যের পরাজয় সূচাইয়া দিতেছে। আবার ঐ দেখ ঐ পদ চিহ্নগুলি দেখিয়া বোধ হইতেছে, দুজনে কথা কহিতে কহিতে মৃদু পদে গমন করিয়াছেন।"

নিকটেই সপ্তপর্ণ কুঞ্জ। অতি নিকটে কিঙ্কিণীধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দ নিস্তব্ধ হইলেন। বিশাখা কহিলেন "সখি! এই ঘন গুল্ম-লতা পরিবৃত বনে কি করিয়া প্রিয়সখী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন?"

ললিতা কহিলেন "সখি!

যদি থাকে কৃষ্ণে মন।
কিবা ঘর কিবা বন॥

দেখ আম মুকুলিত হইলে কোকিল কোথা হইতে আপনি আসিয়া জুটে।'

কুঞ্জের অতি নিকটে কথোপকথন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "প্রিয়ে? তোমার সখীরা অতি নিকটেই আসিয়াছে, পরিহাস করিবার জন্য আমি একটু লুকাইয়া থাকি।"

শ্রীরাধা লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ হাস্য করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ লতান্তরালে লুক্কা-য়িত হইলেন। অনুসন্ধান ক্রমে ললিতা দূর হইতে কুঞ্জাভ্যন্তরে শ্রীরাধাকে দেখিয়া সানন্দে নিকটে আসিলেন, কহিলেন "কই তোমার সেই নিকুঞ্জ নাগরটি কোথায়?"

"দেখ বিশাখে! প্রিয়সখী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পাইয়াছেন, এই দেখ উভয়ের পদচিহ্ন দেখিতেছি।"

বিশাখা কহিলেন "বোধ হইতেছে, প্রিয়সখীও আমাদের ন্যায় পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।"

ললিতা আরও কিছু অগ্রসর হইয়া কহিলেন "এই দেখ প্রিয়সখীর পদ-চিহ্নের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পদ-চিহ্ন মিলিত হইয়াছে, যেন দুইজনে কর ধরাধরি গিয়াছেন।"

বিশাখা কিঞ্চিৎ গিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "এই দেখ, এই স্থানে যেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, দেখ, শ্রীকৃষ্ণের পদ পূর্ব্বমুখে শ্রীরাধার পদ পশ্চিম মুখে রহিয়াছে।"

উভয়ে অগ্রসর হইলেন, বিশাখা কহিলেন "দেখ, এই পদ-চিহ্নগুলি উভয়ের ক্রীড়া চাপল্য প্রকাশ করিতেছে, যেন একের জয় অন্যের পরাজয় সূচাইয়া দিতেছে। আবার ঐ দেখ ঐ পদ-চিহ্নগুলি দেখিয়া বোধ হইতেছে, দুজনে কথা কহিতে কহিতে মৃদু পদে গমন করিয়াছেন।"

নিকটেই সপ্তপর্ণ কুঞ্জ। অতি নিকটে কিঙ্কিণীধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দ নিস্তব্ধ হইলেন। বিশাখা কহিলেন "সখি! এই ঘন গুল্ম-লতা পরিবৃত বনে কি করিয়া প্রিয়সখী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন?"

ললিতা কহিলেন "সখি!

যদি থাকে কৃষ্ণে মন।
কিবা ঘর কিবা বন॥

দেখ আম মুকুলিত হইলে কোকিল কোথা হইতে আপনি আসিয়া জুটে।"

কুঞ্জের অতি নিকটে কথোপকথন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "প্রিয়ে? তোমার সখীরা অতি নিকটেই আসিয়াছে, পরিহাস করিবার জন্য আমি একটু লুকাইয়া থাকি।"

শ্রীরাধা লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ হাস্য করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ লতান্তরালে লুক্কা-য়িত হইলেন। অনুসন্ধান ক্রমে ললিতা দূর হইতে কুঞ্জাভ্যন্তরে শ্রীরাধাকে দেখিয়া সানন্দে নিকটে আসিলেন, কহিলেন "কই তোমার সেই নিকুঞ্জ নাগরটি কোথায়?"

রাধা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "কে জানে ?"

ললিতা পরিহাস করিয়া কহিলেন "তাহা জানিবে কেন ? কিন্তু তোমার অঙ্গের চিহ্নগুলি যেন জানে জানে বলিতেছে। প্রিয়সখি! তোমার কেশভার বিগলিত, মুক্তাহার বিচ্ছিন্ন, অধরে তাম্বুল রাগ বিধৌত, কাঞ্চীবন্ধন স্খলিত, নিভৃত কুঞ্জে গোকুলের সতী শিরোমণির এ বেশ উত্তম!"

শ্রীরাধা লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ লতাজাল হইতে বাহির হইয়া কহিলেন "ললিতে! আমার দোষ নাই, তোমার প্রিয়সখীই আমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।"

ললিতা। "লম্পট! তুমিই আমাকে দেখিয়া লুকাইয়া আছ, আমার প্রিয়সখী তোমায় লুকাইবেন কি জন্য ?"

কৃষ্ণ। "কি জন্য ? এই আমার অঙ্গের দিকে চাহিয়া দেখ ? এই দেখ তোমার প্রিয়সখী কঠোর নখাঘাতে আমার বক্ষ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছেন, ময়ূর পুচ্ছের চূড়াটী খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, আমার মনোহারিণী বনমালা গাছটিও বলপুর্ব্বক ছিঁড়িয়া দিয়াছেন, এখন যেন তোমার আগে কিছুই জানেন না।"

রাধা। "দেখ! দেখ! নিজেনিজে করিয়া পরকে দোষ দিতেছে।"

এমন সময় সহসা বনান্তরালে মধুমঙ্গল গাইল—

স্ফুট মঞ্জরী জটীলা

জটিলা নাম শুনিয়াই শ্রীরাধা ভয়ে বিহ্বলা হইয়া কহিলেন "কি বিপদ! কি বিপদ! ভয়ঙ্করী বুড়ী!—ললিতে! বিশাখে! এস আমরা শীঘ্র পলাই!"

এই বলিয়া তিন জনে ছুটিয়া পলাইলেন। শ্রীকৃষ্ণও বিহ্বল, সহসা আশা ভঙ্গে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। আবার বটু গাইল—

স্ফুট মঞ্জরী জটিলা!
পরাগ বিভুতি ধবলা॥
যেন হরভক্ত প্রায়, মরি কিবা শোভা পায়,
সপ্তপর্ণ কুঞ্জমালা, শারদ কুসুম বিমলা॥

গীত শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাহাকার করিলেন, বৃথা আমোদ ভঙ্গ হইল, বন-বর্ণনকারী বটু কটুতর জটিলা নামে কি অনর্থই ঘটাইল। বনমালী দুঃখিত

মনে শূন্য কুঞ্জ ছাড়িয়া অগ্রবর্ত্তী গোপ-বালকদিগের নিকট গমন করিলেন। শ্রীরাধাও সখীদিগের সহিত বনপথে গৃহে গমন করিলেন।

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক

॥ ১ ॥

শরৎ গেল; হেমন্ত, শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, ক্রমেই ঋতুর পর ঋতু পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দিন দিন শ্রীরাধাগোবিন্দের নব নব বিলাস; প্রেমসিন্ধু কূলে কূলে পূর্ণ, যেন উত্তালতরঙ্গে কূল অতিক্রম চেষ্টা করিতেছে। যেন সে তরঙ্গ ভঙ্গ আর বহিরঙ্গ কূলের বাধায় আবদ্ধ থাকিতে চায় না। গ্রীষ্মাবসানে শ্রীবৃন্দাবনে নব বর্ষার প্রবেশ, শ্রাবণ মাস, নব মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন, যমুনা কূলে কূলে পূর্ণ, স্ফীত বারিরাশির বিপুল বীচি ভঙ্গে উদ্দাম তরঙ্গে উদ্দন্ত নৃত্যময়ী, যেন—যেন শ্রীরাধাগোবিন্দপ্রেমে প্রেমোন্মাদিনী। ব্রজের নিম্নভূমি জলাকীর্ণ, কোথাও কল কল নাদে উচ্চভূমির জল নিম্নে পড়িতেছে, কোথাও রুদ্ধ স্রোত জলরাশি প্রখর পবন সম্পাতে তরঙ্গাইত হইয়া নাচিতেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে কত জলচর পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া পরিতেছে। বর্ষার নব বারি সম্পাতে দ্বাদশ বন নবীন শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রস্ফুটিত কুসুম সুষমায় দিগ্বিদিক্ আলোকিত করিয়া কদম্বতরুশ্রেণী বায়ুভরে নাচিয়া নাচিয়া পরাগরেনু উড়াইতেছে। প্রফুল্লিতা যুথিকা বিথী ফুল বেণী দোলাইয়া সুগন্ধান্ধ ভ্রমরকুলের প্রণয়াকর্ষণ করিতেছে। চঞ্চল প্রণয়ীর ন্যায় মকরন্দ লুব্ধ মধুপদল ফুলে ফুলে চুম্বণ দিয়া ফিরিতেছে, কখন যুথিকার ফুল বেণীর উপর বসিতেছে, কখন বা যুথিকার কোমল আলিঙ্গন ছাড়িয়া প্রতারণাপরা কেতকীর পরাগ গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ধাইতেছে, আবার কেতকী কণ্টকে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গে যুথিকা সদলে ফিরিতেছে। বনে বনে বিবিধ ফুল প্রস্ফুটিত, কোথাও তগরবনের শুভ্র কান্তি, কোথাও জবাবনের সন্ধ্যারুণ রক্তিমারাগ, অতসীর কাঞ্চন বিভা, কাঞ্চনের ধবল বৈজয়ন্তী মালা, সর্ব্বত্রই যেন কত কত শোভার ভাণ্ডার উন্মুক্ত, সর্ব্বত্রই সুরভী বায়ুতে আমোদিত। স্থানে স্থানে যুথ বদ্ধ ময়ূর ময়ূরী ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্র কলাপ বিস্তার করিয়া

নৃত্য করিতেছে, কোন বৃক্ষের উচ্চ শাখায় মৎসরঙ্গ পক্ষী পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া ডাকিতেছে, কোথাও দূরস্থিত ডাহুক রবের প্রতিধ্বনি যেন তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ করিতেছে, কোমল শ্যামল তৃণরাজি রাজিত ধরণীর হরিৎ কান্তি কত স্নিগ্ধ মাধুরী বিকাশ করিতেছে, বর্ষার নবীন শোভায় শ্রীবৃন্দাবনখানি যেন নবীন সাজে সাজিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস জন্য বক্ষ পাতিয়া দিয়াছে।

আবার বর্ষা সমাগমে গোবর্দ্ধনের অতি রমণীয় শোভা। কন্দর মুখ পুষ্পিত লতাজালে সমাচ্ছন্ন, গিরি নিতম্বে বিবিধ পাদপ শ্রেণী পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত, সানুদেশ হরিৎ তৃণরাজি পরিমণ্ডিত, তাহার উপর স্থানে স্থানে বিবিধ বর্ণ ধাতু নিস্রবে কত চিত্র বিচিত্র শোভা, কোথাও শিখরে শিখরে কোথাও বৃক্ষে বৃক্ষে লতাগুলি ছাউনি দিয়া কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার উপর গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুম স্তবক, স্তবকে স্তবকে মকরন্দ ধারা ঝরিতেছে। কোথাও বৃক্ষে বৃক্ষে ঘন সন্নিবেশিত মোহন কুঞ্জ গৃহ, কামোন্মত্ত ময়ূর ময়ূরী কেকারবে দিক্ মুখরিত করিয়া কখন গিরিশৃঙ্গে, কখন কুঞ্জশিরে, কখন ভূমি লম্বিত তরু ডালে উড়িয়া বসিতেছে, কখন সানুদেশে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রফুল্ল চিত্ত মৃগকুল উল্লম্ফন দিয়া এক শৃঙ্গ হইতে অন্য শৃঙ্গে পড়িতেছে, কখন গিরি কটকে শ্যামল শাদ্বলোপরি গ্রীবা বক্র করিয়া নাচিতেছে। কোথাও দুগ্ধবতী গাভীর হম্বা রবে নবীন বৎসগুলি পুচ্ছ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে। কোথাও মদমত্ত বৃষরাজ শৃঙ্গাঘাতে গিরিগাত্র বিদারণ করিতেছে। স্থানে স্থানে নিঝরের ঝর ঝর বারি সম্পাত শব্দ, ফেনিল জলরাশি সশব্দে শৈলে শৈলে প্রতিঘাত দিয়া অধোমুখে ছুটিতেছে! গোবর্দ্ধনের অপর পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া মানসগঙ্গা কূলে কূলে পূর্ণ প্রবাহে কল কল বহিতেছে। শাল, তাল, তমাল, পিয়াল, রসাল, কদম্ব, জম্বু, জম্বীর প্রভৃতি বিবিধ পাদপে গিরি সন্নিহিত বনভূমির শ্যামল শোভা, বিবিধ বিহঙ্গমদলের আনন্দ ধ্বনি শ্রুতি মূলে সুধাধারা ঢালিতেছে, বানর বানরী লম্ফ দিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে পড়িতেছে, ব্রজভূমির সকল দিকেই যেন সৌন্দর্য্য সমষ্টি ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।

বরিষার নূতন জলে নিদাঘদগ্ধ কুণ্ড, সরোবর, দীর্ঘিকাগুলি পরিপূর্ণ,

তাহাতে কমল, কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ প্রভৃতি জলজ কুসুমের চারু বিকাশ, নির্ভীক্ মীনের আনন্দ সন্তরণ; কোক, চক্রবাক, কারণ্ডব, বক, হংস, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষীর উল্লাস রব, ভেকের মক্ মক্ ধ্বনি, আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর! নব জলদজাল যেন গোবর্দ্ধন চূড়ায় সংলগ্ন হইয়া আছে, রিমি ঝিমি বর্ষণ, মাঝে মাঝে সূর্য্যের প্রকাশ, কখন বায়ুর শন্ শনি, কখন গুর্ গুর্ জলদ গর্জ্জন, যুবক যুবতী চিত্তোন্মাদী বর্ষার অতি রমণীয় শোভা।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বন বিহার বাসনায় গোবর্দ্ধন প্রান্তে গৌরী তীর্থে আকালিক বাসন্তী শোভা আবির্ভাব জন্য বৃন্দা দেবীকে আদেশ দিয়াছেন। কৌশলে শ্রীরাধাকে গৌরীতীর্থে পাঠাইবার জন্য বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণীর নিকট আসিলেন, দেখিলেন পৌর্ণমাসী দেবী নিজ কুটীর সমীপস্থ উদ্যানে অভিমন্যুর (আয়ান) সহিত কি কথা কহিতেছেন বৃন্দা সহসা তাঁহাদের সম্মুখীন না হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে শুনিতে লাগিলেন।

পৌর্ণ। "বৎস! অদ্য প্রাতঃকালেই আসিলে কেন?"

অভি। "আপনার আদেশ লইতে।"

পৌর্ণ। "কিসের?"

অভি। "আমি রাধাকে লইয়া মথুরা যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

পৌর্ণমাসী দেবী মনে মনে বড় ব্যথিত হইলেন কিন্তু সে ভাব গুপ্ত রাখিয়া কহিলেন "কেন বৎস?"

অভি। "চঞ্চল কৃষ্ণের ভয়ে।"

পৌর্ণ। "বীর! এমন কথা তোমায় কে বলিল?"

অভি। "প্রিয় বয়স্য গোবর্দ্ধন।"

চন্দ্রাবলীর পতির নাম গোবর্দ্ধন মল্ল। গোবর্দ্ধন কংস রাজের গোমণ্ডলের অধ্যক্ষ। মথুরাতেই প্রায় থাকে। পৌর্ণমাসী দেবী বুঝিলেন উভয়েই এক অবস্থার ব্যক্তি, বুদ্ধি অধিক নহে। নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে কৌশলময় বাক্যে কহিলেন "বৎস! তুমি আপনাকে যত বুদ্ধিমান্ মনে কর, তোমার কার্য্যে তাহার কিছুই দেখি না। নহিলে কংসপ্রিয় গোবর্দ্ধনের কুটিল চক্রান্তে পড়িলে কেন?"

অভি। "একা গোবর্দ্ধন কেন? এ কলঙ্ক সকলের মুখেইত শুনিতেছি।"

পৌর্ণ। "খলের কথায় বুদ্ধি নষ্ট করিও না, আমার কথা শুন।"

অভি। "আজ্ঞা করুন।"

পৌর্ণ। "রাধা-লাবণ্য-লুব্ধ কংস-ব্যাঘ্রের হস্তে রাধা-মৃগী নিক্ষেপ করিতে যাইতেছ?"

অভি। "হোঃ সে জন্য ভাবনা নাই। আমার পরম মিত্র গোবর্দ্ধন কুশলে থাক্, সে মন্ত্র বলে কংসকে বশীভূত করিয়াছে।"

পৌর্ণ। "তুমি যশোদার মাতুল পুত্র, কৃষ্ণের মাতুল, কেন এই অন্যায় গোকুলদ্বেষীদের পক্ষাবলম্বন করিতেছ? আমি তোমাকে বিশেষ কোন সুব্যবস্থা দিতেছি শুন।"

অভি। "আজ্ঞা করুন।"

পৌর্ণ। "বাছা! দুষ্টলোকের জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করিও না। স্ব-চক্ষে দেখিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিও।"

অভি। "দেবী! আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।"

পৌর্ণ। "বৎস! বহু গো-সম্পত্তি লাভ কর।"

অভি। "দেবি! মাতা ঠাকুরাণী বলিয়াছেন, যে, চন্দ্রাবলীর চণ্ডিকার্চ্চন ফলেই গোবর্দ্ধন মল্লের এই উন্নতি হইয়াছে। আপনি রাধাকেও শীঘ্র চণ্ডীকা-র্চ্চণে দীক্ষিতা করুন।"

পৌর্ণ। "তোমার বুদ্ধি শুভ, শ্রীরাধা শীঘ্রই মঙ্গলচণ্ডিকা আরাধনায় নিযুক্তা হইবেন।"

অভি। "ভগবতি! অনুগৃহিত হইলাম।"

প্রণাম করিয়া আয়ান প্রস্থান করিল। অবকাশ পাইয়া বৃন্দাদেবী ভগ-বতীর নিকট আসিয়া প্রণাম করিলেন! দেবী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "বৎসে! তুমিই কৃতার্থ হইয়াছ। আহা! শ্রীরাধাগোবিন্দের নিকুঞ্জ বিলাস কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া আমাকে ধন্য কর।"

বৃন্দা। "আহা! আমাদের সর্ব্বস্ব স্বরূপ শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস কথা বলিতে বলিতে যে পর্য্যন্ত আনন্দ বাষ্পে কণ্ঠরোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত কে ইহা হইতে বিরত হইতে পারে?"

পৌর্ণ। "পুত্রি বৃন্দে! শ্রীরাধাকৃষ্ণ যদ্যপি মথুরামণ্ডলে জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে বিধাতার বিশ্বসৃষ্টি বৃথা হইত। যাহা হউক বৎসে! আজ আমার কুটীরে তোমার আগমন আমাকে বিস্মিত করিতেছে।"

বৃন্দা। "দেবি! কোন বিশেষ কার্য্যে আমি আসিয়াছি।"

পৌর্ণ। "এমন কি বিশেষ কার্য্য বাছা?"

বৃন্দা। "আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ শুনুন—

আহর গৌরী তীর্থে মধুশ্রিয়ং তত্র রন্তুমিচ্ছামি
পদ্মাবলম্বি করয়া প্রিয়য়া পদ্মাবতং সিকয়া॥

পৌর্ণ। "উত্তম আদেশ। তবে তুমি শীঘ্র গৌরীতীর্থে আকালিক বসন্ত শোভা আবির্ভাব কর। শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্য সেখানে পদ্মহস্তা পদ্মকুণ্ডলা, পদ্মকিরীটিণী শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহার কারণ আজকে সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিনে পুষ্প সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া যে কান্তা নিজ কান্তের সহিত বিহার করে তাহার সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। শাস্ত্রে আছে—

প্রসূনৈরদ্ভুতৈঃ কান্তা কান্তেন শ্রাবণী দিনে।
প্রসাধিতা প্রসিদ্ধেন সৌভাগ্যেন বিবর্দ্ধতে॥

বৃন্দা। "একটু গোল বাধিয়া গেল।"

পৌর্ণ। "কেন?"

বৃন্দা। " 'পদ্মাবলম্বি করয়া' এই অর্দ্ধ শ্লোক শারী মুখে শুনিয়া, পদ্মা ললিতাকে বলিয়াছে, 'আজ চন্দ্রাবলীর মুখচন্দ্রিকায় গর্ব্বিতা গোপীদের মুখপদ্ম মলিন করিব।' "

পৌর্ণমাসী দেবী হাস্য করিলেন, কহিলেন "তার পর?"

বৃন্দা। "তার পর পদ্মার গর্ব্বিত হাস্য বদন দেখিয়া ললিতা প্রাতঃকালেই শ্রীরাধাকে অভিসার করিবার জন্য সত্বর করিলেন, কিন্তু দেখুন এক প্রহর বেলা হইল, এখনও ললিতার সাক্ষাৎ নাই।"

এমন সময় ললিতা আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন, কহিলেন "বৃন্দে! পদ্মার গর্ব্ব উপযুক্ত, সেখানে আমাদের যাইবার অধিকার কোথায়?"

পৌর্ণ। "কেন বৎসে?"

ললিতা। "দেবি! সে দুর্ভাগ্যের কথা আর আপনার সমক্ষে কি বলিব।"

পৌর্ণ। "বল, আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

ললিতা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন "দেবি! আমার প্রিয়সখী হরিদ্রাক্ত পট্টসূত্রে একগাছি মালা গাঁথিয়া কৃষ্ণকে দিয়াছিলেন, সেই দিনই ঐ মালা আমরা পদ্মার কবরীতে দেখিয়াছি।"

পৌর্ণ। "গোবিন্দের এ কার্য্য অতি অসঙ্গত।"

বৃন্দাদেবী হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন "অমঙ্গল শান্তি হউক।"

পৌর্ণ। "কেন বল দেখি?"

বৃন্দা। "বৃদ্ধা বানরী ইহার গুহ্য রহস্য সমস্তই আমাকে বলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কদম্বশাখায় মালা রাখিয়া যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় একটা প্রবল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় কেতকী পরাগরাশি উড়িয়া তটভূমি আচ্ছন্ন করিয়াছিল। পদ্মা সেই অবকাশে ঐ মাল্য অপহরণ করিয়াছে।"

ললিতা। "ধূর্ত্তে! আর বঞ্চনার প্রয়োজন নাই।"

বৃন্দা। "পুষ্পমঞ্জরীর শপথ, মিথ্যা বলি নাই।"

ললিতার ললিতাধরে হাস্যরেখা দেখা দিল। কহিলেন "তবে তাহাই ঠিক বটে! এই জন্যই পদ্মা কেবল আমাদিগকেই গর্ব্ব করিয়া নানা ছলে মাল্য দেখাইতেছিল, কিন্তু কৃষ্ণ সহচরগণকে দেখিয়া গোপন করিতেছিল।"

পৌর্ণ। "পুত্রি! ললিতে! বেশ বুঝিলাম, এই সৌভাগ্য পূর্ণিমায় তোমাদিগকে নিবদ্দাম করিয়া গৌরীতীর্থে চন্দ্রাবলীকে লইয়া যাইবার জন্যই পদ্মার এই ছল।"

বৃন্দা। "সত্যই তাই। তবে কিন্তু আজকে আর শ্রীরাধার গৌরীতীর্থে গমন কল্যাণজনক নহে।"

"কল্যাণজনকই বটে।" বলিয়া বিশাখা প্রবেশ করিলেন।

বৃন্দা। "কেন সখি!"

বিশাখা। "গোকুলেশ্বরীর মুখে সৌভাগ্য পূর্ণিমার মহিমা শুনিয়া করালা চন্দ্রাবলীকে গোবর্দ্ধন মল্লের নিকট পাঠাইয়াছে।"

ললিতা হর্ষোৎফুল্ল মুখে কহিলেন "সূর্য্যদেব প্রসন্ন হও। বিশাখে তবে আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র চল।"

পৌর্ণ। "পুত্রি! বৃন্দে! অভিমন্যুর কোন কুপরামর্শ শ্রীরাধাকে জানাইয়া আমিও গৌরীতীর্থে যাইব, কোন চিন্তা নাই।"

বৃন্দা। "ভগবতি! আপনি বিশাখার সহিত শ্রীরাধাকে লইয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গৌরীতীর্থের লবঙ্গকুঞ্জে যাইবেন। ললিতা ও আমি শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া বৃন্দা ও ললিতা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পৌর্ণমাসী দেবী বিশাখাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধার নিকট আসিলেন।

॥ ২ ॥

শৈব্যা ও পদ্মার উৎসাহে কিছু বাধা পরিয়াছে, করালা চন্দ্রাবলীকে তাহার পতির নিকট লইয়া যাইতে অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহারা মনে মনে যে আশা-মূলে জল-সেচন করিতেছিলেন, তাহা ভঙ্গ হইয়াছে। উভয়ে উদ্বিগ্ন মনে যাইতেছেন, কি করিয়া কৃষ্ণের সহিত চন্দ্রাবলীকে সম্মিলিত করিবেন, তাহার যুক্তি কিছুই স্থির হইতেছে না।

ললিতা দূর হইতে পদ্মা ও শৈব্যাকে দেখিতে পাইয়া বৃন্দাকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইলেন। বৃন্দা কহিলেন, "বিশাখা বড় অসঙ্গত বলে না! ইহাদিগকে প্রকৃতই ভগ্ন-মনোরথ দেখিতেছি। সখি ললিতে! আমরা কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু শ্রীরাধা যাইলেন কিনা জানিতেও পারিতেছি না, এস তবে আমরা এই মানস-গঙ্গার পারে গিয়া পৌর্ণমাসী দেবীর জন্য অপেক্ষা করি।"

এই বলিয়া উভয়ে তটাভিমুখে চলিলেন। পদ্মা ও শৈব্যা চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ লক্ষ্য না করিয়াই কথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিলেন। শৈব্যা যেন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। পদ্মা কহিলেন "সখি! অত ভাবনা কিসের?"

শৈব্যা। "কোনই উপায় ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

আবার পশ্চাৎ হইতে করালা ডাকিয়া কহিলেন, "পদ্মে! শীঘ্র, চন্দ্রাবলীকে পুষ্প সজ্জায় সাজাইয়া গোবর্দ্ধন পার্শ্বে লইয়া যাও।"

শৈব্যা "পদ্মে! শুনিলেত? বৃদ্ধা করালা আবার সেই বাক্যবিষ উদ্গীরণ করিতেছে।"

পদ্মা। "সখি! ও বিষ নয়, অমৃত; আমি এতক্ষণে বল পাইলাম।"

শৈ। "কেন সখি?"

প। "গোবর্দ্ধন গিরির পার্শ্বেই গৌরীতীর্থ।

শৈব্যা। বুঝিলেন, পদ্মা কথার ছল ধরিয়া গোবর্দ্ধন মল্লের নিকট না গিয়া গোবর্দ্ধন গিরি সন্নিধানে চন্দ্রাবলীকে লইয়া যাইবার পরামর্শ করিয়াছে। কহিলেন "সখি! তুমি সকল বিষয়েই পণ্ডিত বট, চল তবে চন্দ্রাবলীকে লইয়া যাই।"

প। "আমি চন্দ্রাবলীকে আগেই পাঠাইয়াছি, চল আমরা তাঁহার অনুসরণ করি।"

শৈ। "গৌরীপূজার উপহার?"

প। "মধুমঙ্গলের হস্তে দিয়াছি।"

শৈ। "বিপক্ষদের উৎকর্ষতার বিষয় ভাবিয়া বড়ই উৎকণ্ঠা হইতেছে।"

প। "সে জন্য চিন্তা নাই, আমি সেই মালা দেখাইয়া তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিয়াছি।"

শৈব্যা শুনিয়া সহর্ষে পদ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। পদ্মাও হাসিয়া প্রিয় সখীকে আলিঙ্গন দিলেন, বড়ই উল্লাস, আজ প্রতিপক্ষীদের বঞ্চনা করিয়া নিজ সখী চন্দ্রাবলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। মনের আনন্দে পদ্মা একটী গান ধরিলেন—

সোহাগ্‌গ পুণ্ণিমাহে গোরীতীত্থক্কি ফুল্লিদে মুহুনা।
অজ্জ রমন্তীং হরিণী সুহেন চন্দ্রাঅলীং পেক্‌খ॥

আজি——

সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিনে, গৌরী তীর্থ সন্নিধানে
প্রফুল্লিত কুসুম মাধুরী।
বিহরই হরি সহ, সুখে পুলকিত দেহ,
চন্দ্রাবলী প্রিয় সহচরী॥

সহসা গানে বাধা পড়িল। পশ্চাৎ হইতে কে বিকৃত স্বরে মুখ ভেঙ্গাইয়া গাইল "সোহাগ্ গ পূর্ণিমাহে—"

চকিত নয়নে পদ্মা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, গীত বন্ধ হইল। শৈব্যা সবিস্ময়ে উৰ্দ্ধে চাহিয়া কহিলেন "দেখিয়াছি, এই দুষ্টা বানরীটা বিকৃত স্বরে আমাদিগকে ভেঙ্গাইয়াছে।"

পদ্মা ঈষৎ হাসিয়া "থাক্, তোর বানর মুখ পোড়াইয়া দিতেছি।" বলিয়া বানরীকে তাড়া করিলেন। বৃন্দাবনের বানরী, ডরাইবার নয়, বানরীও অমনি "থাক্ থাক্, এখনি তোর গিয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনী খাইব" বলিয়া দৌড়িল।

শৈ। "সখি! ও সত্যই খাবে, ঐ দেখ বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলিল।"

প। "ভয় নাই, গৃহে করালা আছেন।"

উভয়ে অগ্রসর হইলেন, দেখিলেন, বৃক্ষ মূলে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ দূত সুবল পথ রক্ষা করিতেছে। পাঠক একবার ব্রজসৌন্দর্য্যসমষ্টি সুবলের নিরুপম শোভা দেখিয়া চক্ষু সফল করিবে না কি? ঐ দেখ———

সাচীকৃতাঙ্গ মিহ সব্যকরেণ যষ্টিং
বিষ্টভ্য বৃত্তসরলামুপকক্ষকূপং।
তিষ্ঠন্নধো বিটপিনঃ পশুবৃন্দচারী
রীরীতি গীতমধুনা সুবলঃ স্তনোতি॥*

পদ্মা। "সখি! ঐ দেখ, বৃক্ষমূলে বাম কক্ষে যষ্টি অবলম্বনে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীমায় দাঁড়াইয়া সুবল রী-রী রবে গান করিতেছে। বোধ হয়, নিকটেই কৃষ্ণ আছেন।"

শৈব্যা। "সখি! অগ্রে চাহিয়া দেখ, সঙ্কর্ষণ কুণ্ডে চন্দ্রাবলী।"

পদ্মা। "ঐ দেখ, মত্ত গজেন্দ্র গমনে মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণও প্রিয় সখীর দিকে আসিতেছেন।"

এই বলিয়া পদ্মা শৈব্যার সহিত ত্বরিত পদে চন্দ্রাবলীর নিকট চলিলেন।

॥ ৩ ॥

বনপথে একাকিনী এ দিক ও দিক চাহিতে চাহিতে চন্দ্রাবলী চলিতেছেন, এক এক বার শৈব্যা ও পদ্মার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আবার চলিতে-

•

ছেন। সঙ্কর্ষণকুণ্ড সমীপে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পথরোধ করিলেন, কহিলেন "প্রিয়ে! বহুসৌভাগ্য যে আজ তোমাকে পাইলাম।"

চন্দ্রাবলী যাহার জন্য যাইতেছেন, অযাচিতভাবে তিনিই সম্মুখে। প্রেম-ভরে তাঁহার উদ্বাষ্প পুলকাঙ্কুরিত দেহখানি অবশ হইয়া পড়িল। ধীরা বালা কষ্টে সম্বরণ করিয়া কৃত্রিম বাম্য সহকারে কহিলেন "পথ ছাড়, পথ ছাড়, আমি এখন কাত্যায়নীর পূজা দিতে যাইব।"

কৃষ্ণচন্দ্রের মুখচন্দ্র হইতে যেন শত শত কৌমুদী প্রবাহ খসিয়া পড়িল, চন্দ্রাবলীর তৃষিত-নয়ন-চকোর বিভোর হইয়া সেই হাস বিকশিত বদন-সুধা মাধুরী পান করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ অমিয় মধুর বাক্যে কহিলেন "প্রিয়তমে! তুমি বাক্যে প্রতিকূলতা দেখাইলেও তোমার সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন আমাকে অনুকূল ভাবেই ডাকিতেছে।"

অপর দিক হইতে পদ্মা ও শৈব্যা প্রবেশ করিলেন কহিলেন "সখি! এক পথ রুদ্ধ অনেক পথ খোলা আছে। ভয় কি?"

চন্দ্রাবলী সখীদিগকে দেখিয়া কহিলেন "যা হউক্, তোমাদিগকে যে, দেখিতে পাইলাম এ—ও ভাগ্য।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অভিসার করাইবার সঙ্কেত করিয়াছেন, কিন্তু সহসা চন্দ্রাবলীকে সমাগত দেখিয়া চিন্তিত হইলেন বুঝিলেন ইহা পদ্মারই ছলনা। পদ্মাও শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে কর্ণে কহিলেন "পদ্মাবলম্বিতকরয়া।"

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে কহিলেন "পদ্ম অভিলাষ করিয়াই আমি তোমাকে এ অবকাশ দিয়াছি, কাহাকে দোষ দিব। প্রকাশ্য স্মিতবিকশিত মুখে কহিলেন "সখি! তুমি ত চিরদিনই কৃষ্ণপক্ষপাতিনী।"

পদ্মা। "তবে প্রিয়সখীকে গৌরীতীর্থে লইয়া চল।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মিলনাশায় নিরাশ হইয়া অগত্যা চন্দ্রাবলীকেই নিজ প্রমোদদায়িনীরূপে গ্রহণে বাধ্য হইলেন, কপট হর্ষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "প্রিয়ে এক চন্দ্রোদয়ে পদ্মানন মলিন হয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তুমি চন্দ্রাবলী হইয়াও পদ্মানন প্রফুল্ল করিয়াছ।"

চন্দ্রাবলী সলজ্জ বদনে মৃদু হাস্য করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত হাস্য পরিহাস রসে ক্রমশঃ গৌরীতীর্থের দিকে চলিলেন। কিছু দূর গিয়া

শ্রীরাধার রঙ্গিণী হরিণীর স্বর শুনিতে পাইলেন, দেখিলেন তাঁহার সুরঙ্গ কুরঙ্গও রঙ্গিণীকে দেখিয়া ছুটিয়াছে। অগ্রবর্ত্তিনী দেখিয়াই শ্রীরাধার আগমন নিশ্চয় জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না, সঙ্কর্ষণ তীর্থের বনভূমিতেই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে বৃন্দা ও ললিতা দূর হইতে চন্দ্রাবলী সহচর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই বুঝিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে ললিতার আজ পরাজয়, পদ্মারই জিৎ। ললিতা বড় ব্যথিত হইয়া কহিলেন "সখি! বৃন্দে! অগ্রে চাহিয়া দেখ, বড়ই শঙ্কটে পড়িলাম।"

বৃন্দা। "তাই ত! করালার অলঙ্ঘ্য শাসন অতিক্রম করিয়াও পদ্মা চন্দ্রাবলীকে কিরূপে এখানে আনিল!"

ললিতা। "সখি! তুমি ত অনেক বিদ্যা জান, কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে উহাদের নিকট হইতে আনিতে হইবে।"

বৃন্দা। "তাই ত? চন্দ্রাবলীও শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রেম পাত্রী, সহসা কি করিয়া ছাড়িয়া আসিবেন।"

ললিতা। "শ্রীরাধার নবানুরাগরাশি, তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"

বৃন্দা। "সত্য। কিন্তু চন্দ্রাবলীতেই কৃষ্ণের অধিক আসক্তি এই জন্য তত সহজ মনে করিতেছি না।"

ললিতা। "তবে এখন উপায়?"

বৃন্দা। "চল, উহাদের দলে প্রবেশ করিয়া ভাব গতিক বুঝিয়া আসি।"

এই বলিয়া উভয়ে প্রকাশ্য পথে চন্দ্রাবলীর নিকট যাইতে লাগিলেন। দূর হইতে বৃন্দার সহিত ললিতাকে আসিতে দেখিয়া শৈব্যা পদ্মার কাণে কাণে কহিলেন "সখি! পদ্মে বোধ হয় রাধিকা অগ্রেই গৌরীতীর্থে গিয়াছেন।"

পদ্মাও ঐ রূপ জনান্তিকে কহিলেন "থাক না, কৃষ্ণ কখন প্রিয় সখীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না।"

ললিতা যেন অন্যকার্য্যে যাইতে যাইতে হঠাৎ চন্দ্রাবলীকে দেখিতে পাইলেন, এইরূপ ভাণ করিয়া কহিলেন "চন্দ্রাবলি! তুমিও সাক্ষী থাক,

আমরা আর শত কুরঙ্গী-কামুক সুরঙ্গকে রঙ্গিণীর নিকট যাইতে দিব না, সে মাসান্তেও এক বার রঙ্গিণীকে দেখা দেয় না।”

চন্দ্রাবলী ঈষৎ হাস্য করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে ললিতা তাঁহার জন্যই আসিয়াছে, চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া অন্য ছল করিল। কহিলেন “ললিতে বৃথা আমার সুরঙ্গকে তিরস্কার করিতেছ, সুরঙ্গ চিরদিনই রঙ্গিণীর বশীভূত।”

ভাব বুঝিয়া পদ্মা শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে কর্ণে কহিলেন “কৃষ্ণ! তোমার প্রিয়-জন সমাগত, আর এ অযোগ্যাদিগকে প্রয়োজন কি?”

শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্রূপ জনান্তিকে কহিলেন “শপথ করিয়া বলিতে পারি উহাদের প্রতি আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই।”

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে পদ্মা দর্পিতা হইলেন, ঈষৎ হাস্য করিয়া ললিতাকে কহিলেন “আজকে যে রাধা উদয় না হইতেই অনুরাধার উদয় দেখিতেছি! এ বড় আশ্চর্য্য।”

ললিতা। “আশ্চর্য্য অনেক রকম দেখা যায়। কর্ণতাড়নে পুনঃ পুনঃ বিতাড়িত হইয়াও মদগন্ধ প্রমত্তা নির্লজ্জা ভ্রমরীগুলা গজরাজের গণ্ড-চুম্বন করিতে ব্যগ্র হয়, তত অনাদৃতা হইয়াও তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারে না, আবার দেখি সেই গজরাজ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আপনিই সরসীকূলে ধাবিত হয়, সরসী তাহার নিকট আইসে না।”

পদ্মা। “শৈব্যে! বল দেখি, কৃষ্ণের হস্তস্থিত চিত্রফলকে কি দেখ?”

শৈব্যা। “চন্দ্রাবলী”

বৃন্দা সহাস্য বদনে ললিতাকে কহিলেন, “বুঝিতে পারিলে? শ্রীকৃষ্ণের শতচন্দ্র শোভিত চিত্রফলক (ঢাল)।” সুশীলা চন্দ্রাবলী সলজ্জভাবে দক্ষিণ দিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন। বৃন্দার কথা শুনিয়া ললিতা কহিলেন “কি জানি সখি! তুমি খুব হিঁয়ালী বুঝিতে পার। বল দেখি, কাহার নামে মাধবের শোভা।”

বৃন্দা। “রাধা নামে।”

কৃষ্ণ। “অযুক্তি নহে, মধুঋতু সহযোগে বৈশাখের নাম মাধব, রাধানক্ষত্রের সহিত যুক্ত বলিয়া বৈশাখের আর একটী নাম রাধা।”

পদ্মা। "শৈব্যে! কমলেক্ষণে! আনন্দ লাভ কর, ওসব কথায় কাজ নাই।"

শৈব্যা। "তাই বটে যত ক্ষণ পদ্ম বিকসিত না হয়, ততক্ষণই ভ্রমর কুমুদ বনে ধাবিত হয়।"

পদ্মা। "ঠিক বলিয়াছ। দেখ চন্দ্রাবলী উদিত হইলে, রাধাদি তারাবলীর প্রভা আপনিই নিষ্প্রভ হয়।"

ললিতা। "আবার ভানুজা সব ছবি উদয়ে শত চন্দ্রাবলীও মলিন হইয়া যায়।"

শ্রীকৃষ্ণ অল্প হাস্য করিয়া কহিলেন "আর কথা কাটাকাটীতে কায নাই, এস সকলে বাসন্তী সুরভী বায়ু সেবনে সুখী হই।"

বৃন্দা। "বসন্তে সকল লতাই মঞ্জরিত হয় বটে, কিন্তু মাধব ঋতুতে মাধবীরই অধিক গৌরব।"

কথায় হারিয়া পদ্মা লজ্জিত হইলেন, কহিলেন "সখি চন্দ্রাবলী। এ ধূর্ত্ত সভায় কায কি? তুমি কি গণেশ জননীর পূজা ভুলিয়াছ?"

কৃষ্ণ প্রণয়-তিরস্কার ভঙ্গিতে কহিলেন "পদ্মে! তুমি যেন তমালানুসারিণী মল্লী লতার অবরোধকারিণী করালা।—

হরি হরি করালাও সেই সময় যেন ঠিক হইয়াছিল, দূর হইতে কৃষ্ণের নিকট নপ্ত্রী চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কহিল "থাক্‌রে থাক্, বড়ই সৌভাগ্য আজ তোদের পথেই পাইয়াছি।"

সকলে সশঙ্কিত হইলেন। করালা, নামেও করালা,—কাযেও করালা,—বুড়ী বড়ই ক্রূরমুখী। ভয়ে শৈব্যা পদ্মার গা ঘিসিয়া দাঁড়াইলেন, অনুচ্চস্বরে কহিলেন "হায়! হায়! পদ্মে! আমাদের এখানে থাকার সংবাদ বুড়ী কি করিয়া জানিল?"

উত্তর আর পদ্মাকে দিতে হইল না, করালা ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল, কহিল "ও মা! সেই ননীচোরা বানরীটাতে সত্যই বলিয়াছে।"

পদ্মা শৈব্যার মুখপানে চাহিলেন, বুঝিলেন, দুষ্টা বানরীই এই কাণ্ড বাধাইয়াছে। ললিতার আর আনন্দ ধরে না, মনে মনে বৃদ্ধা মর্কটীকে চিনি

মাখাইয়া নবনী খাওয়াইবার সঙ্কল্প করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন বুড়ি ত নিতান্তই আসিয়া পড়িল, চন্দ্রাবলীর প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিয়া কহিলেন "প্রিয়ে! তোমার ত আর লুকাবার স্থান দেখি না, বাম দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত, দক্ষিণে দাদা বলদেব গোচারণ করিতেছেন, পশ্চাতে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সম্মুখে ঐ ভয়ঙ্করী বুড়ী আসিতেছে, হায়! এখন কি করি?"

চন্দ্রাবলী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, কি করিবেন, পলাইবার স্থান নাই। করালা সম্মুখে আসিয়া ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কহিল "দেখরে দেখ! গোকুলের লোক সব দেখ্! এই মসীনার তৈলপোড়া কাজল মাখা কৃষ্ণের কামুকতাটা দেখ! যার জন্য গোকুলের এই সব কুল-বালা-গুলা বারবিলাসিনীর পথে দাঁড়াইয়াছে।"

কাহারও মুখে কথা নাই। বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, গর্ব্বিতভাবে ঘার বাঁকাইয়া বিস্ফারিত নেত্রে কহিল "অরে শ্যামলা এ কার পত্নী জানিস্? শুনরে নিঃশঙ্ক শুন? যে কংস রাজার দ্বিতীয় আত্মা, সেই মহাবীর গোবর্দ্ধন মল্লের—"

কৃষ্ণ নিতান্ত তাচ্ছিল্য দেখাইয়া গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন "তা হইলই বা, তাহাতে কি হয়?"

করালা আরও ক্রুদ্ধা হইয়া কহিল "তুই বনের মধ্যে একটা অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছিস্ কেমন? নিশ্চয় তোর পিতা গোপরাজ আজ হাহাকার করিয়া মস্তকে করাঘাত করিবেন।"

কৃষ্ণ সগর্ব্বে হাস্য করিলেন, কহিলেন "করালে! তোমার দিব্য, আমি চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছি।

বুড়ী কৃষ্ণকে না পারিয়া, এই বার চন্দ্রাবলীর দিকে ফিরিল। মহাক্রুদ্ধ হইয়া মুখের কাছে মুখ নাড়িয়া কহিল "হা নিকুঞ্জোজ্জাগরিণি। হা আকুমার-শিক্ষিত কৃষ্ণাভিসার কৌশলে! শত গোপিকার উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণাধর তৃষ্ণায় আপনার কুলধর্ম্ম খাইতে বসিলি? থাক্, এখন ভয়ে কাঁপিতেছিস্ কেন?"

ললিতা দেখিলেন, পদ্মাটা কেন বাঁচিয়া যায়। কহিলেন "আর্য্যে! ইহাতে কৃষ্ণেরই বা কি দোষ, চন্দ্রাবলীরই বা কি দোষ, এই কুঞ্জ কুট্টিনী পদ্মাই ইহার মূল।"

"পুত্রি! ঠিক্ কথাই বলিয়াছ" এই বলিয়া করালা মহাক্রোধে হুঙ্কার করিয়া পদ্মার মুখের কাছে গেল, কহিল "হালো পদ্মে! পরগৃহনাশিনি! কুট্টিনীকর্ম্মলম্পটে! দুষ্টাদলচক্রবর্ত্তিনি! আজ আমার হাতে কি করিয়া বাঁচিস্ দেখিত?"

এই বলিয়া পদ্মাকে মারিবার জন্য যষ্টি তুলিল। পদ্মা সরিয়া গিয়া কহিলেন "আর্য্যে! আপনি এত রাগ করিতেছেন কেন বুঝিতে পারি না; আমিত আপনার আদেশ মতই কায করিয়াছি।"

বৃন্দাদেবী পদ্মার বাক্যের ছল বুঝিয়া কহিলেন "আর্য্যে! শান্ত হউন; এই বালা বুঝিতে না পারিয়া, গোবর্দ্ধন মল্লের নিকট না গিয়া, গোবর্দ্ধন গিরি-তটে চন্দ্রাবলীকে আনিয়া ফেলিয়াছে, অতএব ক্ষমা করুন।"

বৃদ্ধা যষ্টি নামাইল। পদ্মা তীব্র দৃষ্টিতে ললিতার দিকে কটাক্ষ করিয়া মনে মনে কহিলেন "থাক্ থাক্, তোমার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমিও জটিলার নিকট চলিলাম।"

মনে মনে রাগে গর্জ্জন করিতে করিতে পদ্মা জটিলার উদ্দেশে চলিয়া গেলেন। করালা দৃঢ় মুষ্টিতে চন্দ্রাবলীর হস্ত ধরিয়া "আয় কুঞ্জকুট্টিনী আয়," বলিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। শৈব্যা অগত্যা প্রিয়সখীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য কটাক্ষে বৃন্দার দিকে চাহিয়া কহিলেন "তোমাদেরই জয় হইল।"

বৃন্দাদেবী দুইটি চম্পক পুষ্প উপহার দিয়া কহিলেন, "শ্রীরাধা ইহা প্রণয়োপহার দিয়াছেন, সম্প্রতি তিনি গৌরীতীর্থে।"

শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে পুষ্প গ্রহণ করিয়া কহিলেন "বৃন্দে! তোমরা চল, আমি সখাগণকে গোচারণে নিযুক্ত করিয়া শীঘ্র সেখানে যাইতেছি।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাদের উদ্দেশে চলিলেন। ললিতা ও বৃন্দা গৌরী-তীর্থের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কেলি কদম্বতরু বিপুল ফুলভারে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ দূরেই ঘন পল্লবিত আম্র কুঞ্জে প্রচ্ছন্ন হইয়া বিশাখার সহিত পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিভৃত বিলাস দর্শন জন্য অবস্থিতি করিতেছেন, ললিতাও বৃন্দা দেবীর সহিত অপর এক কুঞ্জে প্রচ্ছন্ন হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিভৃত বন বিলাস দর্শন জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পাদ রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত বিদগ্ধ মাধব গ্রন্থানুরোধে মাদৃশ অনধিকারী লেখককেও পরবর্ত্তী ৪র্থ গর্ভাঙ্কে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত নিকুঞ্জ বিলাস বর্ণন করিতে হইতেছে, শ্রীশচীনন্দন আমাকে রক্ষা করুন, শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ ছায়া প্রদান করুন, ভক্তগণ একবার অধমের অপূত সাধনহীন দেহকে আলিঙ্গন দান করুন, মধুর ব্রজ বিলাস মধুরে সমাপিত হউক। যাঁহারা অষ্টকাল ভাবসিদ্ধ দেহে এই লীলামাধুরী পান করেন, এই নিভৃত বিলাস বর্ণন, পঠন, শ্রবণ বিষয়ে তাঁহাদেরই অধিকার; তাঁহাদেরই আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধন জন্য আমি ইহা গ্রন্থস্থ করিলাম। অনধিকারী পাঠক সাবধান হও, চিত্তসংযম কর, ইহা সাধকের সাধ্য, ভক্তের ভজনীয়, প্রেমানন্দ মগ্ন ভক্তজনের প্রাণসর্ব্বস্ব, ভক্তি-পরিপ্লুত দেহে প্রেমাশ্রু সমাকুলিত নয়নে ইহা পাঠ করিতে হয়, ইহা স্বসুখ কামনা পরিশূন্য নির্ব্বিকার ভক্তজনের স্মরণীয়, অসংযত চিত্ত ব্যক্তি-গণের পাঠ্য নহে; ভক্তি সহকারে অবিকৃত চিত্তে পাঠে সমর্থ হও, পাঠ কর, শক্তি না থাকে এই স্থানেই নিবৃত্ত হও, আর অগ্রসর হইও না। আমি ভক্তের জন্য লিখিলাম, অভক্তকে সতর্ক করিলাম, যদি কেহ এই অপ্রাকৃত বিলাস তত্ত্ব প্রাকৃত ভাবে দেখিয়া স্বইচ্ছায় অগ্নি প্রবেশ কর আমি অপরাধী নহি। আবার বলিতেছি, অভক্ত সতর্ক হও, পরিহাস কণ্ডূয়ন কুট্‌কুটাইত পাপ রসনা সংযত কর, পরিহাসের বহু স্থল আছে, জনক জননীর নিভৃত বিলাস যদি সন্তানের বাক্‌প্রমোদ (ঠাট্টা তামাসা) যোগ্য হয়, তবে ইহাও হইতে পারে। ভাই সব! ব্রজ বিলাস রসাস্বাদনে রাগোদয় বহু ভাগ্য সাপেক্ষ; শ্রীশচীনন্দনের কৃপা সঞ্চার না হইলে সে রাগানুগা ভক্তিরসে অধিকার হয় না, যাবৎ রাগ পথের পথিক হইতে না পারিয়াছ, তাবৎ শ্রীধর স্বামী পাদের এই মধুর সংগীত ভক্তিভাবে গান কর—

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি জগতাং জন্মদাতা চ পাতা—
হর্ত্তা চান্তে হরতি ভজতাং যশ্চ সংসারভীতিং।
শ্রীনাথঃ সজলজলদঃ শ্যামলঃ পীতবাসা
লীলাব্যো বিহরতি সদা সচ্চিদানন্দরূপঃ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জগতের জন্মদাতা, প্রতিপালয়িতা ও সংহর্ত্তা। তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিলে সংসারভয় অর্থাৎ নরক ভয় হরণ করেন। সেই সজল জল

শ্যামলকান্তি পীতবাস সচ্চিদানন্দ রূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত নিত্য বিহার করিতেছেন।” অতএব যদি সেই নিত্য লীলায় প্রবেশাধিকার লাভের বাসনা থাকে, শ্রীশচীনন্দন প্রবর্ত্তিত রাগপথে পদার্পণ করিতে লালসা কর। সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর পরব্রহ্ম হরির এই নরলীলায় বিস্মিত হইও না, সেই পূর্ণ করুণাধার অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের এই নরলীলা কেবল মাদৃশ সংসারাবদ্ধ জীবের প্রতি পূর্ণ করুণা প্রকাশ মাত্র। মহাযোগী শ্রীশুকদেবের বাক্য শুন :—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষীদেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

“ভগবান লীলাময় মানুষীদেহ আশ্রয় করিয়া ইহলোকে যে মনুষ্যবৎ ক্রীড়া করেন, তাহা ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহমাত্র। কারণ স্বস্ব অভ্যস্ত স্বভাবানুরূপ সেই লীলা কথা শ্রবণ করিয়া সংসারাবিষ্ট ব্যক্তিও স্বাভাবিক বৃত্তিদ্বারা তাঁহাকে অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।” অতএব ভ্রাতৃগণ ভক্তি বিশ্বাস সংস্কৃত পবিত্র হৃদয়ে এই মধুরাদপি মধুর শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলা অনুশীলনে কৃতার্থ হও। বিদ্বেষ বুদ্ধি বিবর্ত্তে বিঘুর্ণিত হইয়া অধোগামী হইও না।

॥ ৪ ॥

শ্রীরাধা নব ফুল সাজে সাজিয়া গৌরীতীর্থোপকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। প্রিয় সমাগমোৎসুকা সাক্ষাৎ গুণলক্ষ্মী শ্রীরাধা লবঙ্গ-লতিকা সমীপে যেন পূর্ণ মূর্ত্তিমতী প্রণয়সম্পত্তির ন্যায় বিরাজিতা। দুই কর্ণে দুইটী প্রফুল্লপদ্ম দুলিতেছে, পৃষ্ঠে লম্বিতবেণী, বেণীর অগ্রভাগে একটী সুন্দর পদ্ম, দুই করকমলে দুইটী পদ্ম, বিচিত্রফুলময় সাজে ফুলদলকোমলার সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত, কি সুন্দর! কি মনোহর! কমলাভরণার রূপে যেন কমলাও লজ্জা পাইতেছেন।

অপর দিকে রাধা-প্রেমোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন। প্রিয় সখাগণ তাঁহাকেও সুন্দর বন্যসাজে সাজাইয়াছেন, কর্ণে সেই শ্রীরাধার স্বর্ণচম্পক দুলিতেছে, করে মোহন মুরলী, চূড়াগ্রে চারুচন্দ্রকাবলী, ললাটে মনঃশিলা রাগ রঞ্জিত উজ্জ্বল তিলকরুচি, বক্ষে আজানুলম্বিত কদম্বফুলহার, কক্ষে শোভা সমষ্টি যষ্টি, সুন্দর! সুন্দর! সুন্দরে সকলি সুন্দর! আবার ঐ অগ্রে অগ্রে

সুন্দর তাণ্ডবিক ময়ূর বিচিত্রপক্ষ বিস্তার করিয়া নাচিতেছে, প্রতিপদে মাধুরি লহরী! ঐ দেখ অকাল পুষ্পিত পুন্নাগ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, ঐ আমাদের বনমালী আসিল বলিয়া যেন বনখানি হাসিয়া উঠিল, পরাগপুঞ্জে কুঞ্জবীথি ধূসরিত হইয়া গেল, আবার ঐ দেখ, মধুপান ভুলিয়া প্রমত্ত মধুপাবলী ঐ কৃষ্ণ মুখ পদ্ম বেড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া গুঞ্জন করিয়া ধাইল। আহা! কি ভুবন-সুন্দর সৌন্দর্য্য লহরী। কি মাধুরী ধারার প্রস্রবণ! কি আনন্দরাশির উদ্দাম উৎস! একা কৃষ্ণেই এত! না জানি শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্মিলনে আরও কত র।

শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গিণী হরিণীকে দেখিয়াই লবঙ্গকুঞ্জাভিমুখে চলিলেন। দিগন্তর-ব্যাপী কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভরাশি বন মাতাইয়া তুলিল, শ্রীরাধা অঙ্গসৌরভে কৃষ্ণাগমন বুঝিতে পারিয়া পরিহাস ছলে লবঙ্গকুঞ্জ হইতে মাধবী কুঞ্জে লুকাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ঊনবিংশ চিহ্ন চিহ্নিত পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মাধবীকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন, অলক্ষ্যে পশ্চাৎ হইতে সাত্বিক-বিকার-বিকম্পিত করে শ্রীরাধার চক্ষু বন্ধন করিলেন। কৃষ্ণকরস্পর্শে শ্রীরাধার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, অন্তরে উল্লাস, বাহিরে কপট বাম্যভাব প্রকাশ করিয়া "ছি, ছি, ছাড়, ছাড়, বলিয়া লীলা কমলে তাড়না করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু বন্ধন ছাড়িয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। নবীনা বালা হর্ষ লজ্জা উভয় ভাবে আকুল; ভ্রূভঙ্গ করিয়া ভর্জ্জন করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিতেছেন, "না, না" বলিয়া অসম্মতি দেখাইতে যাইতেছেন, হর্ষবাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ, মুখে কথা বাহিরায় না। হস্তদ্বারা হস্ত ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন, হস্ত অবশ। অসম্মতি জানাইয়া কাঁদিতেছেন, চক্ষে জল নাই, চক্ষু হাসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে আর নিবারণ করা হইল না—আহা! যাহার পরশ রস আশে পাখা ধরিয়া উড়িয়া পড়িতে চাহেন সে হেন কান্তকে কি কোলে পাইয়া নিবারণ করা যায়? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন, অবাধ্য নধর অধর অসহ্য পিপাসা মিটাইয়া লইল, শ্রীরাধাও প্রতিকূলার ন্যায় নখ দন্তাঘাতে শ্রীকৃষ্ণের কোমল অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন, কিন্তু প্রেমের কি সৌন্দর্য্য, এ প্রতি-কূলতাও অনুকূলতার অধিক সুন্দর; দুজনের প্রেমে দুজনেই বিভোর, অসারে নয়নে নয়নে প্রেমাশ্রু বহিল, চক্ষু নিরঞ্জন; শ্রমজলে উভয় অঙ্গের অঙ্গরাগ

বিধৌত, শ্যামের সাধের বনমালা ছিঁড়িয়া পড়িল, শ্রীরাধারও মুক্তাহারগাছি ছিন্ন ; শিথিল নীবিবন্ধ নিদ্বন্দ্ব কণ্ঠালিঙ্গনে উভয় অঙ্গই অবশ, প্রাণে প্রাণে মনে মনে নয়নে নয়নে এক, এক অপূর্ব্ব সম্মিলন। আহা ! ধন্য ! ধন্য প্রেম ! যেমন বিষয়, তেমনি আশ্রয় ; এমন না হইলে কি প্রেমের প্রেমত্ব গরিমা থাকে ? প্রেমের সীমা যেন এখানেই নিবদ্ধ, যেন এইখানেই অপার প্রেমের পবিত্র প্রস্রবণ ঝরিতেছে ! যেন এখানেই প্রেমের প্রেম নাম সার্থক হইয়াছে। আহা মরি মরি ! এই অপ্রাকৃত প্রেম মূর্ত্তি শ্রীরাধামাধবের কেলি বিলাস মাধুরী আস্বাদনে কাহার শ্রবণ নয়ন অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত না হয় ! যাঁহারা অষ্টকাল এই লীলা মাধুর্য্যপানে বিভোর রহিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য !!

॥ ৫ ॥

বৃন্দা ও ললিতা প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম বৈভব দর্শনে বিভোর ছিলেন, সহসা দেখিলেন, মকরন্দশালী মাধবী কুসুমে মধুপান ছাড়িয়া ভ্রমর নিকর পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, শ্রীরাধামাধব মাধবীকুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই অঙ্গপরিমলে লুব্ধ অলি নিকুরম্ব গুঞ্জন করিয়া সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস স্থান দর্শনে ধন্য হইবার জন্য বৃন্দা ও ললিতা মাধব পরিত্যক্ত মাধবীকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কুঞ্জ মধ্যে কুসুমপুঞ্জ বিনির্ম্মিত মঞ্জুল শয্যার উপর হার-স্খলিত মণিমুক্তা কৃচিৎ অলঙ্কার ভ্রষ্ট কণক-কণা উজ্জ্বল শোভা বিকাশ করিতেছে, কুসুম তল্প অল্প অল্প অবমর্দ্দিত হইয়া ম্লানভাবে যেন নিজ অতীত গৌরবের পরিচয় দিতেছে। শয্যা সন্নিবিষ্ট কুসুমোপরি ঘর্ম্মবারি বিধৌত অঙ্গরাগ বিলিপ্ত কচিৎ শ্রীরাধিকাচরণ বিচ্যুত যাবক চিহ্ন, কোন স্থানে পুষ্পোপাধানে স্বেদ দ্রব মিলিত সিন্দূর বিন্দু, তৎ পার্শ্বে পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ-ললাট-চ্যুত মনঃশিলারাগ, তাঁহাদের নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত করিল। উভয়ে রোমাঞ্চিত দেহে পরস্পর কহিতে লাগিলেন "আহা ! যিনি এখনও অর্দ্ধহস্ত পরিমিত পট্টসূত্রে কেশ বন্ধন করিয়া ধূলা লইয়া খেলা করেন, আজ কয়েক দিন মাত্র হইল যাঁহার কর্ণবেধ হইয়াছে, সেই শ্রীরাধার বিলাস চাতুর্য্য দেখিয়া ধন্য হইলাম।"

প্রেমাশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে সখীদ্বয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্যান্য প্রেমবিলাস দর্শন জন্য কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া শ্রীরাধা-

কৃষ্ণের মৃদুমধুর আলাপ শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা আর কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ না করিয়া অন্তরালে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিলাতলে বসিয়া বিহার বিগলিতবেশা স্খলিত বসন কেশা, ঈষৎ হসিত লজ্জা-বিনম্র-মুখী শ্রীরাধার বেশ-বিন্যাস করিতেছেন। শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের ঘর্ম্মনিসিক্ত মুখকমল বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া স্খলিত ময়ূরপুচ্ছগুলি চূড়ায় পড়াইয়া দিতেছেন। শ্রীরাধার যে অঙ্গে যেমন সজ্জা ছিল শ্রীকৃষ্ণ তেমনি ভাবে তাহা পুনর্ব্বার সাজাইলেন, তার পর দুইখানি চরণ ধরিয়া অলক্তক পরাইতে বসিলেন, শ্রীরাধা মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের যাহা করিয়া সুখ হয়, শ্রীরাধার তাহাই সুখ। কান্ত যদি চরণ ধরিয়াই সুখ পান ধরুন, তাই আমার কৃষ্ণসুখে সুখিনী রাধিকা, কান্তক্রোড়ে পদ দুখানি তুলিয়া দিয়া মৃদু মৃদু হাসিলেন, সে হাসি যেন বলিল—

সকলি তোমার বঁধু আমার কেবল তুমি।
তুমি যাহে সুখ পাও তাহে সুখী আমি॥

শ্রীকৃষ্ণ মনের সাধে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা শ্রীরাধার বেশ-বিন্যাস সমাধা করিয়া, চাঁদ মুখখানি ধরিয়া মৃদু হাসিলেন,-চাঁদ ধরিয়া চাঁদ হাসিল, চাঁদে চাঁদে অমিয়-হাসি অমিয়রাশি ছড়াইয়া ভুবনখানি হাসাইল, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

শুন ধনি সুবদনি রাই।
কহ অব কি করু কানাই॥

(য, ন,)

অমনি অবসর বুঝিয়া ললিতা ও বৃন্দা কুঞ্জে প্রবেশিলেন। কহিলেন "সব করিয়াছ, আর কি করিবে? এই মাধবীগুচ্ছগুলি একবার নিজ হস্তে শ্রীরাধাকে পড়াইয়া দাও।"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে মাধবীগুচ্ছ লইয়া শ্রীরাধাকে পড়াইয়া দিতেছেন, এমন সময় দূর হইতে রাখালগণের গৃহাগমনসূচক আনন্দ-সঙ্গীত পবন-তরঙ্গে লহরী খেলাইয়া গাইল।

অম্বুপরমিতয়ামে কামমহস্তু তীয়ে—
জলদসময়লক্ষ্মী যৌবনোজ্জৃম্ভমে হৃদ্য।

নব যবস কদম্বে স্তর্পিতাং কদম্বং
কলয়তি সুরভীণাং গোকুলাম্যাভিমুখ্যং॥

তৃতীয় প্রহর গত বেলা।
গগনে নবীন মেঘমালা॥
চরিয়া নবীন তৃণে স্বরভী সুখিত মনে,
ধাইছে গোকুল পানে, হইয়া উতলা॥

বেলা অবসান দেখিয়া ললিতা কহিলেন "সখি রাধে! আমি তোমার রাত্রি-কালের বেশ রচনার জন্য ফুল তুলিতে চলিলাম।" এই বলিয়া ললিতা প্রস্থান করিলেন।

অধিক মিষ্ট রসাস্বাদের পর যেমন অম্লরসে স্পৃহা হয়, শ্রীকৃষ্ণও সেই প্রকার স্বাধীন ভর্তৃকা প্রিয়তমাকে মানময়ী দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। বনদেবী বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলার সহকারিণী, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে জনান্তিকে ডাকিয়া অভি-প্রায় জানাইলেন, চতুরা বৃন্দা "চেষ্টা করিতেছি" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম অন্যমনস্কভাবে শ্রীরাধার নিকট আসিয়া কহিলেন "প্রিয়ে! চন্দ্রা—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম শঙ্কিতভাব প্রকাশ করিলেন। অমনি শ্রীরাধার ফুল্ল ফুল প্রফুল্ল মুখকান্তি মানারুণ বিভা ধারণ করিল। আপনাকে ধিক্কার দিয়া মনে মনে কহিলেন "হা ধিক্! আবার সেই নাম! আমার কর্ণ কেন বধির হইল না।"

কৃষ্ণ। "প্রিয়ে! চন্দ্রাননে! সহসা অন্যমনস্ক কেন হইলে?"

বৃন্দার শিক্ষিতা বানরী কক্‌খটী অমনি বৃক্ষের উপর হইতে কহিল "স্বামিনি! আবার চাটুবাক্যে ভুলিতেছ? ললিতা শুনিলে এখনি প্রাণত্যাগ করিবে।"

শ্রীরাধা কক্‌খটী বাক্যে ভ্রান্তা হইলেন, কহিলেন "ডমরু বাজাইলে কি বজ্র নিনাদ ঢাকা যায়?"

এই বলিয়া বিমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরাধার কুটিল ভ্রূভঙ্গী ভঙ্গিম মানা-রুণ পদ্মরাগ মুখচ্ছবি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বড় সুখ পাইলেন। ঐ সুন্দ মুখখানির ঐ শোভাটুকু দেখিবার জন্যই এ অনুপম অভঙ্গ প্রেমে মানের সৃষ্টি।

শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল করে শ্রীরাধার পটাঞ্চল ধরিলেন, কহিলেন "সুন্দরি! মধু বিহার কৌতুক মধুরে সমাপিত হউক।"

আবার বৃক্ষ হইতে বৃন্দার শিক্ষিতা বানরী কহিল "হা ধিক্! পদ্মা শিষ্যে দুষ্ট সারসী! তুইও কি আমাদিগকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতেছিস?"

শ্রীরাধা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, সবলে নিজ পটাঞ্চল টানিয়া লইয়া অভিমান ভরে কৃষ্ণের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। বৃন্দাদেবী অমনি শ্রীরাধাকে ধরিলেন, শান্ত্বনার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু মানিনীর মানবেগ ফিরিল না। শ্রীরাধা অভিমান স্ফুরিতাধরে কহিলেন "না না বৃন্দে কত বিড়ম্বনা সহিব? ঐ কপট নাটক সুত্রধার নিতান্তই চন্দ্রাবলীর ক্রীড়ামৃগ। তুমি উহাকে আমার নিকট আসিতে নিবারণ কর।"

কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "বৃন্দে! শান্ত্বনা কর।"

বৃন্দা। "রসিক বধূ শিরোমণি! অকারণ মানে কেন শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিতেছ?"

রাধা। "না না, বৃন্দে! আমি এখানে আর থাকিবার যোগ্যা নহি।"

এই বলিয়া অভিমানভরে প্রস্থান করিলেন। বৃন্দা শ্রীরাধাকে ফিরাইবার জন্য যাইতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিবারণ করিলেন, কহিলেন "জল ছিটাইলে কি দাবানল নিভায়? ক্ষান্ত হও।"

বৃন্দা। "তবে এখন যুক্তি কি?"

কৃষ্ণ। "আমাকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া দাও।"

নূতন রঙ্গ বটে, বৃন্দাদেবী হাসিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "গৌরাঙ্গী সাজাইতে হইবে, তুমি বর্ণকান্তি সংগ্রহ করিয়া আন।"

হাসিতে হাসিতে মধুমঙ্গল প্রবেশ করিলেন, কহিলেন "সংগ্রহ করিতে হইবে না। গৌরী গৃহে সমস্তই পাওয়া যাইবে, চল সেখানেই যাই।"

কৃষ্ণ। "বেশ কথা, আমি গৌরীগৃহের গম্ভীরায় বসিয়া থাকিব, বৃন্দে! তুমি আমাকে তোমার ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিও।"

এই বলিয়া সকলে গৌরী মণ্ডপে চলিলেন।

॥ ৬ ॥

ললিতা বিশাখা পুষ্প চয়নে করিতেছিলেন, শ্রীরাধা মান-মলিন-মুখে তাঁহাদের নিকটে আসিলেন। যে জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত কলহ করিয়া আসিয়াছেন লজ্জাবনত মুখে সখীদিগকে সমস্তই বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়ে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, ইহাতে সখীরা দুঃখিত হইলেন।

ললিতা কহিলেন "রাধে! ইহা বাক্য-স্খলন মাত্র। তোমার সমক্ষে অন্য রমণীর নাম ধরিয়া ডাকা স্বপ্নের অগোচর। তুমি স্বভাব-প্রমত্ত পশু-প্রলাপে বিশ্বাস করিয়া বঞ্চিতা হইয়াছ।"

বিশাখা। "হায় হায়! আজ সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিনে, আমরাই বিড়ম্বিত হইলাম, বিপক্ষীদলই এখন কৃষ্ণ সৌভাগ্যে বলবতী হইয়া উঠিল।"

ললিতা। "সত্য বলিয়াছ বিশাখে! আজ সৌভাগ্য পূর্ণিমা মহোৎসবে আমাদের মুখ মালিন্য দেখিয়া, বিপক্ষীরদল সগর্ব্বে পরিহাস করিবে, হায়! কি দুর্ভাগ্য!"

শ্রীরাধা মনে মনে আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, পরিতাপে মুখখানি মলিন হইয়া গেল। সখীদের আর পুষ্প চয়নে মন নাই, ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, বৃন্দাদেবী তাঁহাদের নিকট দিয়া যাইতেছেন, যেন কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, সকলে সোৎসুকে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। বৃন্দা কহিলেন "বলদেবকে আনিতে যাইতেছি কৃষ্ণের আদেশ।"

ললিতা। "কেন বৃন্দে?"

বৃন্দা। "এই আকালিক বসন্ত শোভা দেখাইবার জন্য।"

বিশাখা। "সখি বৃন্দে! ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া সন্ধি কর।"

বৃন্দা। "সত্য বলিতেছি সখি! আমা হইতে হইবে না।"

বিশাখা। "কেন হইবে না সখি?"

বৃন্দা। "তোমাদের সখীকেই শুধাও।"

শ্রীরাধা বৃন্দার দুখানি হাত ধরিলেন; বৃন্দা কহিলেন,

রাজার কুঙারী সহজে গোঙারী
নারিবি পীড়িতি রাখিতে।

এ কি রিতি নিতি, করিবি কলহ
নারি মোরা মেনে সাধিতে॥

ললিতা। "সখি! কৃষ্ণ এখন কোথায়?"

বৃন্দা। "গৌরী-গৃহে।"

ললি। "সেখানে কি করিতেছেন?

বৃন্দা। "নিকুঞ্জবিদ্যার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।"

সকলেই এই নূতন নাম শুনিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "নিকুঞ্জবিদ্যা আবার কে?"

বৃন্দা। "বেশ! নিকুঞ্জবিদ্যাকে কি চেন না? এই ব্রজে তাহাকে না চিনে কে?"

সপ্রতিভ বাক্যে সখীরা কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া আবার কহিলেন "সত্যই আমরা চিনি না।"

বৃন্দা। "কোন গোকুলবালা আমার ভগ্নী ভাণ্ডীর দেবতাকে না চিনে?"

ললি। "সখি বৃন্দে! যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয়, এমন একটী পরামর্শ দাও।"

বৃন্দা। "সখি! শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জবিদ্যাকে বড় বিশ্বাস করেন, চল আমরা তাঁহার নিকটেই যাই।"

এই বলিয়া চারিজনে, গৌরীগৃহে চলিলেন।

॥ ৭ ॥

ভূমিতলবিলম্বিত-নম্রশাখ-তরুবিতানে স্নিগ্ধচ্ছায়-গৌরী-গৃহখানি অতি পবিত্র শোভা, কালীকার কেশপীঠ কাত্যায়নীদেবী ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিতা। ব্রতপরা ষোড়শ সহস্র গোপবালা যে কাত্যায়নী দেবীর ব্রত করিয়া দেবীর প্রসাদে শ্রীগোকুলানন্দ নন্দ-নন্দনকে পাইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ-গতি-দায়িনী করুণাময়ী কাত্যায়নী দেবী সাক্ষাৎ শিলাপীঠে অধিষ্ঠিতা হইয়া অদ্যাপি জীবের মঙ্গল-বিধান করিতেছেন। যে ভাগ্যবান ভক্ত ব্রজে গিয়া. কাত্যায়নী-গৃহ দর্শন করিবেন, তিনি যেন সেই পবিত্র-গৃহ-গম্ভীরা দেখিতে দেখিতে আমার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের এই বিচিত্র-লীলামাধুর্য্য স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

শ্রীরাধা সখীগণের সহিত গৌরীমণ্ডপে আসিয়া কহিলেন "বৃন্দে! কোন কৌশলে নিকুঞ্জবিদ্যাকে বাহিরে আন।"

বৃন্দা গৌরীগৃহে গিয়া বক্র গ্রীবায় ঈষৎ প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, শ্রীহরি গৌরাঙ্গী কিশোরীর মত বসিয়া আছেন। বাহিরে আসিয়া কহিলেন "এস, শিখণ্ড-কুণ্ডলা শিখণ্ড-কিরীটোজ্জ্বলা ভাণ্ডীরদেবতা কেবল একাই আছেন।"

শ্রীরাধা হাস্য করিলেন, কহিলেন "মিথ্যাবাদিনি! থাক থাক, প্রাঙ্গনস্থ তাণ্ডবিক ময়ূর দেখিয়াই, তোমার চাতুরী বুঝা গিয়াছে।"

বৃন্দা। "কি আশ্চর্য্য! তোমাদের কি কিছুমাত্র সরলতা নাই।"

ললি। সখি! "বোধ হয় তাণ্ডবিক তন্দ্রাকুল ছিল, কৃষ্ণের গমন জানিতে পারে নাই।"

রাধা। "তবে এস, আমরা গৌরীগৃহে প্রবেশ করিয়া নিকুঞ্জবিদ্যার সহিত আলাপ করি।"

এই বলিয়া সকলে গৌরীগৃহের বহিঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

ললিতা করালাকে দিয়া পদ্মার বড় অপমান করাইয়াছেন, পদ্মা তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য জটীলাকে গৌরীগৃহের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে। বধূ-দ্বেষিণী জটিলা ক্ষুধিতাব্যাঘ্রীর মত অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে গৌরীমণ্ডপে আসিয়া শ্রীরাধার রঙ্গিণী হরিণী দেখিতে পাইলেন, আরও দেখিলেন প্রাঙ্গনে গৌরীর সিংহস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের তাণ্ডবিক ময়ূরটীও বসিয়া আছে। "তবে নিশ্চয় এই গৌরীমণ্ডপে রাধাকৃষ্ণ দুজনে আছে" বৃদ্ধা কৃষ্ণের সহিত বধূকে হাতে হাতে ধরাইয়া দিবার জন্য নিঃশব্দে দ্রুতপদে পুত্রকে ডাকিতে গেল, গৃহ মধ্যবর্ত্তিনীরা আসন্ন বিপদের কিছুই জানিতে পারিলেন না।

শ্রীরাধা গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন "আহা! গৌরীগৃহের কি লোকাতীত পবিত্র শোভা!"

ললিতা। "আহা সত্যই বটে!"

বিশাখা। "কৃষ্ণ-প্রেমালাপ সম্ভাবিত স্থানের এ শোভা উপযুক্তই বটে।"

শ্রীরাধা দেখিলেন গর্ভগৃহের গম্ভীরায় এক গৌরাঙ্গী দেবীমূর্ত্তি বসিয়া আছেন। অনুমানে বুঝিলেন ইনিই নিকুঞ্জবিদ্যা। পূর্ব্ব হইতে আলাপ নাই বলিয়া সহসা সখী সম্বোধন করিতে শ্রীরাধা শঙ্কিতা হইলেন, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "অপরিচিতাকে কি বলিয়া সম্ভাষা করিব?"

এই বলিয়া মুখাবরণ সম্পূর্ণ উন্মোচন করিলেন, স্ত্রীজাতি, স্ত্রী-জাতির নিকট লজ্জা করে না, শ্রীকৃষ্ণ এ মুখশোভা আর নূতন দেখিলেন। কহিলেন "বৃন্দে আমি যাইতেছি, শ্রীরাধা বলিতেছেন, আমি অপরিচিতা, কিন্তু আমি সহস্রবার উঁহাকে দেখিয়াছি।"

বৃন্দা বিস্মিতা হইলেন, মনে মনে কহিলেন "কি আশ্চর্য্য রূপান্তর! এ যে সাক্ষাৎ স্ত্রী-কণ্ঠ!"

শ্রীরাধা দ্বারের নিকট গিয়া দাড়াইলেন, আবার একটু হাসিয়া একটু ইতঃস্তত করিয়া, কহিলেন "সখি! নিকুঞ্জবিদ্যে! তোমার সেই নিকুঞ্জ নাগরটী কোথায়?"

নিকুঞ্জ। "কে জানে সখি!"

শ্রীরাধা। "সখি! পরিহাস ছাড়, আমাকে তোমার নিতান্ত নিজজন বলিয়া মনে কর।"

নিকুঞ্জ। "শারদ-পদ্মাক্ষি! তুমি মানে উত্তপ্ত হইয়াছ, শীতল হও, যাহার কথা শুধাইতেছ তাহাকে দেখিতে পাইবে।"

বৃন্দাদেবী শ্রীরাধার কর্ণে কর্ণে কহিলেন "সহাস্য মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছি, ইনি তোমার দূতীর কার্য্য করিবেন। রাধে! তুমি নিকটে গিয়া স্নেহসম্ভাষণে উহাঁর চিত্তকোমল কর।"

শ্রীরাধা দ্বারের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "সখি! নিকুঞ্জবিদ্যে! বৃন্দার মত আমাদের সহিত স্নেহবন্ধন করিতেছ না কেন?

নিকুঞ্জবিদ্যা মৃদুমধুর হাঁসিয়া কহিলেন——

বুঝিলাম জগতের কোমলতা ছানি।
বিধি গড়াইল তব প্রতি অঙ্গ খানি॥
পদ্মে পদ উরু-যুগে রাম-রম্ভা-তরু।
মৃণালে গড়িলা বাহু চন্দ্রে মুখ চারু॥
কাঠিন্য বিহীন দেহ স্থির না হইল।
দেখি বজ্র দিয়া বিধি হিয়া নিরমিল॥

নিকুঞ্জবিদ্যার সানুরাগ সহাস্য মুখখানি দেখিয়া শ্রীরাধা তাঁহাকে সখীভাবে আলিঙ্গন করিবার জন্য গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃন্দা কহিলেন, "গোকুল-

রামা প্রিয়তমে! নিকুঞ্জবিদ্যে! তোমাকেই কঠিনা দেখিতেছি, বিনয়স্বভাবা শ্রীরাধা তোমাকে সখীভাবে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তুমি এখনও ইহাঁকে প্রত্যালিঙ্গনে সুখী করিতেছ না?"

শ্রীরাধা। "সখি ভাণ্ডীরদেবতে! দেখ আমাদের গৃহে যাইবার সময় নিকট হইয়াছে, সন্ধ্যা আগত প্রায়, শীঘ্র একবার কোন কৌশলে কৃষ্ণের সহিত আমাদের মিলন করাইয়া দাও।"

এই বলিয়া প্রেম বিশ্বাস ভরে শ্রীরাধা ভাণ্ডীরদেবতা নিকুঞ্জবিদ্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিকুঞ্জবিদ্যাও শ্রীরাধাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দিয়া মুখচুম্বন করিলেন।——হরি! হরি!! এ কি! এ আবার কি রকম নিকুঞ্জবিদ্যা, এ যে সেই আমাদের নিকুঞ্জবিদ্যাধরটীর মত বোধ হইতেছে! বিশাখা বাহির হইতে নিকুঞ্জবিদ্যার পুরুষ স্বভাব দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন "বৃন্দে! এ কি? তোমার নিকুঞ্জবিদ্যার যে পুরুষের ন্যায় বিদ্যা দেখিতেছি!"

বৃন্দা হাস্য করিয়া কহিলেন "শঙ্কা নাই, প্রেমের স্বভাবই এইরূপ।"

এমন সময় শ্রীরাধা উৎকম্পিতভাবে বাহিরে আসিয়া কহিলেন "বৃন্দে! আমার সঙ্গে এমন কুটিল ব্যবহার করা তোমার উপযুক্ত বটে!"

বৃন্দা হাঁসিয়া উঠিলেন, কহিলেন "কেন? কি হইল?"

সখীরাও তখন হাঁসিয়া উঠিলেন, কহিলেন "তোমার নিকুঞ্জবিদ্যার বিদ্যা জানা গেল, আর কি হইল।"

এ দিকে জটীলা নিঃশব্দে পুত্রকে সঙ্গে করিয়া গৌরীপ্রাঙ্গণে আসিলেন, কহিলেন "ঐ দেখ রাধিকার রঙ্গিণী হরিণী প্রাঙ্গনে শুইয়া আছে, আর ঐ দেখ সিংহস্তম্ভে তাণ্ডবিক ময়ুর।"

আয়ানের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, হুঙ্কার দিয়া কহিলেন "সত্যই বলিয়াছ, আজ দেখিলাম গো-গোপ পরিবৃত রাম একাই গোকুলে প্রবেশ করিয়াছে। কৃষ্ণকে তাহার মধ্যে কই দেখিলাম না।"

জটীলা। "বাছা! অনুমানে প্রয়োজন কি? প্রবাহিত সৌরভধারাই নিঃসন্দেহ জানাইয়া দিতেছে।"

আয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "আর কায নাই, রাধাকে লইয়া আমি নিশ্চয়ই মথুরায় চলিয়া যাইব।"

বৃন্দার সে কথায় কর্ণ ছিল না, সে যেন নিবিষ্ট মনে কি অনুসন্ধান করিতে-ছিল, নিরূপণ করিয়া কহিল "বড়ই সৌভাগ্য, ঘরের একটী বই দ্বার নাই, আর যায় কোথা ? এস আমরা ভিত্তির নিকট কান পাতিয়া শুনি, উহাদের কি কথা হইতেছে।"

মা পুত্র নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দেবীগৃহের ভিত্তির নিকট দাঁড়াইল।

ও দিকে কৃষ্ণ সহসা গর্ভগৃহের গম্ভীরা হইতে নামিয়া দেবী ভঙ্গিতে গৃহমধ্যে দাঁড়াইলেন; সহাস্ত গম্ভীর স্বরে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিলেন "রাধে দুর্লভ বিষয়ে প্রার্থনা করিও না।"

শ্রীরাধা ঈষৎ হাসিয়া পরিহাস ভাবেই কহিলেন "দেবি! প্রসীদ! প্রসীদ!"

গৃহমধ্যে শ্রীরাধার স্বর শুনিয়া ক্রুদ্ধ আয়ান ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। "রে দুঃসাহসিকে! আজ প্রত্যক্ষই তোরে হাতে পাইয়াছি।"

শ্রীরাধা সহসা অভিমন্যুর গর্জ্জনস্বর শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন।

জটিলা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সভয়ে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের দেবীমূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন "পুত্র! পুত্র! অমানুষী লাবণ্যপ্রভায় গৌরীগৃহ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ইনি কে ?"

অভিমন্যু অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া কহিলেন "দেবি প্রসীদ, দেবি প্রসীদ, বলিয়া রাধিকা দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছে, মা! স্পষ্ট দেখিতেছি, দিব্যরূপা মহেশমোহিনী সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন।"

গৌরীমূর্ত্তিধারী কৃষ্ণ মনে মনে হাস্য করিলেন। ললিতা বিশাখা আনন্দিত ভাব দেখাইয়া কহিলেন "ওহে! অভিমন্যু! তুমি পুনঃ পুনঃ আদেশ করায় আমরা গৌরীপূজায় আসিয়াছিলাম, ঐ দেখ, গৌরীদেবী আমাদের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়াছেন।"

অভি। "বিশাখে! দেবীর চরণে রাধিকা কি দুর্লভ বর প্রার্থনা করিয়াছে ?"

গৌরীরূপী কৃষ্ণ দেবী ভঙ্গীতে গম্ভীরস্বরে কহিলেন ঃ—

ওরে অভিমন্যু তোর দারুণ শঙ্কট।
খণ্ডাইতে কাঁদে রাধা আমার নিকট॥

বিপদের নাম শুনিয়া আয়ান সশঙ্কিত হইয়া কহিলেন "হে ভগবত্তি! দাসের এমন কি শঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে?"

কৃষ্ণ। "কহ কহ বৃন্দাদেবী বুঝায়ে উহারে।
কহিতে সে কথা মোর কথা নাহি সরে॥"

বৃন্দা। "ওহে! মহামানী অভিমন্যু! অদ্য হইতে তিন দিনের সন্ধ্যা-কালে কংসরাজ তোমাকে ভৈরবের নিকট নরবলি দিবেন।"

বৃদ্ধা জটীলা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গলায় কাপড় দিয়া পড়িয়া কহিলেন "মা! রক্ষা কর! মা! রক্ষা কর! ঐটী আমার প্রধান ছেলে। দোহাই মা আমাকে পুত্রহীনা করিও না।"

শ্রীরাধার এইবার ভয় গেল, অতি হর্ষাবেশ নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল। কৃত্রিম কাতরতা দেখাইয়া গললগ্নীবাসে কহিলেন "প্রসন্ন হও দেবি প্রসন্ন হও!"

কৃষ্ণ। হবেনা হবেনা ইহা কখন খণ্ডন।
বলে কি খণ্ডাতে চাও ললাট-লিখন॥

ভয়ে আয়ানের বাক্য রুদ্ধ। বৃদ্ধাও আর নাই আর কি, একবারে হাট করিয়া ফেলিল। শ্রীরাধার নয়নে দরদর আনন্দাশ্রু পড়িতেছে, কৃত্রিম ব্যাকুলতার সহিত প্রণাম করিয়া কহিলেন "হে গোপী-কুল-দেবতে! তোমার অসাধ্য কি? হে দেবি! এবার আমায় পতি ভিক্ষা দাও, অনাথিনী করিও না।"

কৃষ্ণ। ধন্য রাধে ধন্য তব ভক্তির শিকলে।
বদ্ধ করিয়াছ মোরে পূজি বিল্বদলে॥
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র যাহা না পায় যতনে।
লভিলে সে কৃপা নিজ পতিব্রত-গুণে॥
গোকুলে থাকিয়া নিত্য পূজ যদি মোরে।
স্বামীর শঙ্কট যাবে বর দিনু তোরে॥

আয়ানের দেহে প্রাণ আসিল, করযোড়ে কহিলেন "অয়ি! ভক্তজন বৎসলে! আমি কখন আর রাধিকাকে মথুরা লইয়া যাইতে চাহিব না। হে দেবি! আপনি এইস্থানে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকুন, চিরদিন রাধিকা আপনার আরাধনা করিবে।"

"মা তুমিই আমার কুল রক্ষা করিলে" বলিয়া জটিলা শ্রীরাধাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

বৃন্দা। "দেবী এই কথা বলিতেছেন, পতিব্রতার প্রতি বৃথা অপবাদ দিলে পতির আয়ুক্ষয় হয়।"

কৃষ্ণ। ধন্য অভিমন্যু তোর এ হেন বনিতা।
সাধ্বী শিরোমণি রাধা সতী পতিব্রতা॥
অবিশ্বাস না করিবে কখন ইহারে।
ধন্য হেন কল্যাণ সাধিকা যার ঘরে॥

আয়ান। "দেবি! অপরাধ ক্ষমা কর, সুবল রাধাবেশ ধরিয়া আমার জননীকে পরিহাস করে, মৎসরী বুড়ী তাহাই সত্য মনে করিয়া অনভিজ্ঞ লোকের নিকট মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়াছে।

জটিলার মুখে আর কথা নাই, মনে করিতেছেন, "আর কখন এমন কায করিব না, আজ বড় ভাগ্যে রক্ষা পাইলাম।"

ললিতা। "অভিমন্যু! ভাগ্যে তুমি আজ নিজে এখানে আসিয়াছিলা, এখন প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিশ্বাস করিলে ত?

অভি। "মা! এস, গৃহসামগ্রী সব মথুরা লইয়া যাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছি, তাহাদিগকে নিবারণ করিগে।"

এই বলিয়া মাতা পুত্রে প্রস্থান করিল। ললিতা ও বিশাখা দুই দিক হইতে শ্রীরাধাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া "হা প্রিয়সখি! পামর তোমাকে মথুরা লইয়া যাইতেছিল।" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা অশ্রুপ্লাবিত সহাস্য বদনে সখীদের নয়নাশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা করিলেন।

আজ আমাদের বৃন্দাবনেশ্বরী শ্যামসোহাগিনী শ্রীরাধার জয়! শ্রীরাধিকার প্রেমের জয়! আজ আমাদের স্বামিনী কৃষ্ণবল্লভাকুল শিরোমণি হইলেন। সকলে প্রাণ ভরিয়া বল জয় শ্রীরাধাগোবিন্দের জয়।

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভুঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা ॥
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছা পূর্ত্তৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা ॥

গোবিন্দ লীলামৃতং।

আজ আমাদের রাধাপক্ষীয়াগণের আনন্দের সীমা নাই। লীলাসহকারিণী সিদ্ধযোগিনী যোগেশ্বরী যোগমায়া ভগবতী পৌর্ণমাসীদেবী মহানন্দে হাসিতে হাসিতে দেবীগৃহে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে সেই অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-কাত্যায়ণী মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন "ধন্য হইলাম ——"

অঙ্গরাগেন গৌরাঙ্গী হিরণ্যদ্যুতি হারিণা।
মামগ্রে রঞ্জয়ত্যেষা নিকুঞ্জ কুলদেবতা ॥

শ্রীকৃষ্ণ পৌর্ণমাসীদেবীকে প্রণাম করিলেন। দেবী শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "আমার যশোদামাতার ভাগ্যবলে আমরা ধন্য হইলাম। যশোদানন্দবর্দ্ধন! আজ আমাকে রাধিকা বিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিলে।"

কৃষ্ণ। "ভগবতি! শ্রীরাধা আজ মহাভয় হইতে মুক্ত হইলেন, আপনারও মনোবেদনা দূরে গেল, সখীগণেরও শঙ্কা দূর হইল, আজ্ঞা করুন আপনার আর কি প্রিয় সমাধান করিব।"

পৌর্ণমাসীদেবীর নয়নে আনন্দধারা বহিতে লাগিল, কহিলেন "আজ আমার জন্ম সার্থক হইল, এখন আমার এই প্রার্থনা——

প্রথয়ণ্ গুণবৃন্দ মাধুরীমথিবৃন্দাবন কুঞ্জকন্দরং।
সহ রাধিকয়া ভবান্ সদা শুভমভ্যস্যতু কেলি বিভ্রমং ॥

আর একটী এই——

অন্তঃকন্দলিতাদরঃ শ্রুতিপুটীমুদ্বাটিয়ন সেবতে.
যস্তে গোকুলকেলি নির্ম্মলসুধাসিন্ধুথ বিন্দুমপি।
রাধামাধবিকা মবোর্মধুরিম স্বারাজ্য মস্যার্জয়ন্
সাধীয়ান্ ভবদীয় পাদকমলে প্রেমোর্ম্মিরন্মীলতু ॥

বৃন্দাবন নিকুঞ্জ কন্দরে।

সুমাধুর্য্য গুণাবলী, নিত্য সুমঙ্গল কেলি

যেন নিত্য নব নব মাধুরী বিথারে।

বিলস রাধিকা সহ সানন্দ অন্তরে॥

আর এক প্রার্থনা আমার

পূর্ণ কর পূর্ণ প্রেমাধার॥

হিয়ার কপাট খুলি, মোহন গোকুল কেলি,

সমাদরে যে জন শুনিবে অনিবার।

জিনি লাখবান হেম, যুগল উজ্জ্বল প্রেম

হৃদয়ে উদয় হোক্ তার॥

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন———

"তথাস্তু"

সন্ধ্যা প্রবেশ দেখিয়া সকলে গোকুলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পুত্র দর্শনোৎকণ্ঠা কাতরচিত্ত, পথে দণ্ডায়মান পিতা মাতার স্নেহ মনে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ ত্বরিতপদে ভবনাভিমুখে চলিলেন।

প্রিয় পাঠকগণ! পূর্ণ করুণাধার শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ শুনিলেত? এমন সুলভ আশীর্ব্বাদ থাকিতে আমাদের ভয় কি? চিন্তা কি? ভক্তবৎসল ভক্তের জন্য দক্ষিণ হস্ত উদ্যত করিয়াই আছেন, মস্তক পাতিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর, মধুর শ্রীবিদগ্ধগোপাললীলামৃত যাহা শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের গুপ্ত ভাণ্ডারে কঠিণ কপাট বদ্ধ ছিল, তাহা সেই মহাশক্তির শক্তির প্রভাবে জগতের হিতার্থ নিরর্গল উন্মুক্ত হইল, আনন্দে পুনঃপুনঃ পান কর, ভক্তি সহকারে পান করিতে করিতে দেখিবে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ তোমাদের প্রতিঅঙ্গ প্রেমভূষণে ভূষিত করিয়া দিবে। করুণাময়ের করুণার অভাব নাই, মনের অভাব রাখিও না:———

গাও সবে প্রেমভরে শ্রীরাধাগোবিন্দ জয়।

গাও সবে প্রেমভরে শ্রীবৃন্দাবনের জয়॥

তুলিয়া মধুর গান, গাও লীলা রস গান,

নবীন প্রেমের পথে হৃদয় বিছায়ে দাও।
প্রেমে উলি-প্রাণ খুলি রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও॥

গাও মুখে শুন সুখে মানসে কর চিন্তন।
দুহুঁ গুণে দু'নয়নে কর অশ্রু-বরিষণ॥
বসিয়া ভক্তে ঠাঁই পুলক কণ্টক কায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে কর লীলারস-আস্বাদন।
আপনি সে নিত্যলীলা হৃদয়ে হ'বে স্ফুরণ॥

রাধাকৃষ্ণ এক অঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ায়।
নিত্যানন্দাদ্বৈত সহ মত্ত প্রেম-মদিরায়॥
সেই প্রেমোন্মত্ত মন, নাচে নিত্য ভক্তগণ,
যাচিয়া যাচিয়া জীবে বিলাইল প্রেমধন।
শিখাইল রাগ-ভক্তি নিজে করি আচরণ॥

এখনও সেই লীলা করিছেন গোরারায়।
অকৈতব ভক্ত সব তার অনুভব পায়॥
গৃহেতে বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে,
গোরা গুণে দু'নয়নে বহে শত শত ধার।
রাগানুগা ভক্তি ধনে তার হয় অধিকার॥

রাগানুগা ভক্তি লাভে থাকে যদি অভিলাষ।
তবে আগে হও গৌরাঙ্গের দাস অনুদাস॥
গৌরাঙ্গের আচরণ, রাগ ভক্তি নিদর্শন,
ভাবিতে ভাবিতে যবে ডুবাইয়া দেয় মন।
আপনি ব্রজের ভাব তার হয় উদ্দীপন॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদনোদয়।
কাম-গায়ত্রী কাম-বীজে যার উপাসনা হয়॥

বৈষ্ণব ব্রত-বিধান

দ্বিতীয় খণ্ড ॥

অথাষ্ট মহাদ্বাদশী ।

উন্মীলনী বঞ্জুলীচ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী ।
জয়াচবিজয়াচৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥ ১ ॥

হরিভক্তি বিলাসে। ১৩ বি, ১০৬ শ্লো।

তত্র উন্মীলনী ব্রত নির্ণয়ঃ ।

একাদশীতু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা ।
দ্বাদশী নচ বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতিসা ॥ ২ ॥

হরিভক্তি বিলাসে ১৩ বি, ১০৭ শ্লো ।

একাদশী শুদ্ধা যদি বাড়ে পরদিনে । ত্রয়োদশী দিনে নহে দ্বাদশীস্পর্শনে ॥
সেই দ্বাদশীর নাম হয় উন্মীলনী । বিষ্ণুব্রত মধ্যে হয় ব্রত শিরোমণি ॥
তিথি বৃদ্ধি ক্রমে যদি দ্বাদশী পরে থাকে । তবে একাদশী ব্রত কহিয়ে তাহাকে ॥
একাদশী খণ্ডে ব্রত দ্বাদশী পারণ । তবে উন্মীলনী নাম নহে কদাচন ॥
পূজার বিশেষ আছে উন্মীলনী ব্রতে । প্রয়োজন থাকে শবে মূলগ্রন্থ হৈতে ॥
পুত্রবান গৃহী বা সন্ন্যাসী কিম্বা হয় । উন্মীলনী উপবাসে নাহি কার ভয় ॥

হরিভক্তি বিলাসে ১২ বি, ১৫২ শ্লো ।

একাদশী কলাপ্যেকা পরতো দ্বাদশী নচেৎ ।
গৃহিভিঃ পুত্রবদ্ভিশ্চ সৈবোপোষ্যা সদা তিথিঃ ॥ ৩ ॥

একাদশী শুদ্ধাপূর্ণা ছাড়ি বিষ্ণুজনে । পরাহে হইবে ব্রতী শাস্ত্রের লিখনে ॥

অথ বঞ্জুলী ব্রতনির্ণয়ঃ ।

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র দ্বাদশীচ যদা ভবেৎ ।
ত্রয়োদশী মুহূর্ত্তার্দ্ধং বঞ্জুলী সা হরিপ্রিয়া ॥

শুক্লপক্ষে তথা কৃষ্ণে যদা ভবতি বঞ্জুলী ।
একাদশী দিনে ভুক্ত্বা দ্বাদশ্যাং, কারয়েদ্ব্রতং ॥
পারনং দ্বাদশী মধ্যে ত্রয়োদশ্যাং, ন কারয়েৎ ॥ ৪
হরিভক্তি বিলাসে ১৩বি ১৩৪ শ্লো ।

সম্পূর্ণৈকাদশী তিথি না হয় নির্গমে । ষাটিদণ্ড দ্বাদশী বাড়ি থাকে পরদিনে ॥
এক আধ দণ্ড ত্রয়োদশী স্পর্শ হয় । হরিপ্রিয়া বৈষ্ণবী বঞ্জুলী নাম কয় ॥
শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষ ভেদ নাহিক ইহার । একাদশী ছাড়ি ব্রত করিবে স্বীকার ॥
পারণ ইহাতে দ্বাদশী থণ্ডে হয় । ত্রয়োদশী কালে নহে পারণ ইহার ॥
অল্প ভাগ দ্বাদশী যদি থাকে দিনে তবে । নিত্যকৃত্য সকল অরুণোদয়ে হবে ॥
অতি অল্প থাকয়ে দ্বাদশীর শেষ যদি । অর্দ্ধ রাত্রি পরে নিত্য কর্ম্মের হবে বিধি ॥
প্রাত মধ্যাহ্ন কর্ম্ম সর্ব্ব সমাপিয়া । দ্বাদশীর মধ্যে হবে পারণাদি ক্রিয়া ॥
অকরণে প্রত্যবায় অনেক আছয় । দ্বাদশ দ্বাদশী ক্ষয় শাস্ত্রে ইহা কয় ॥
যত্নের অসাধ্য হৈলে জলেতে কেবল । পারণ করিলে হবে ক্রিয়ার সকল ॥
হরিভক্তি বিলাসে ১৩ বি । ১০০ । ১০২ শ্লো ।

অল্পাচেদ্দ্বাদশী কুর্য্যাৎ নিত্যকর্ম্মারুণোদয়ে ।
অত্যল্পাচেন্নিশীথোর্দ্ধযামমধ্যাহ্নিকমেব তৎ ॥
অশক্ত্যা সঙ্কটে প্রাপ্তে পারণং বারিণা চরেৎ ॥ ৫

এ ব্রতে বিশেষ আছে শ্রীস্বয়ংপূজন । মূল গ্রন্থ দেখিবেক হয় প্রয়োজন ॥
ব্রহ্মহত্যা আদি খণ্ডে এ ব্রত করণে । পাপ বিনাশিনী নাম তাহার করণে ॥
শ্রীহরিভক্তি বিলাসে ১৩ বি ১০৭ শ্লো ।

দ্বদশ্যেব বিবর্দ্ধেত নচৈবৈকাদশী যদা ।
বঞ্জুলীতু ভৃগুশ্রেষ্ঠ কথিতাপাপ নাশিনী ॥ ৬

বহির্ম্মুখ জনে হয় পাপ বিনাশিনী । বঞ্জুলী মঞ্জুলা কৃষ্ণ ভক্তিবিধায়িনী ॥

অথ ত্রিস্পৃশা ব্রতনির্ণয়ঃ ।

অরুণোদয় আদ্যা স্যাদ্দ্বাদশী সকলং দিনং ।
অন্তে ত্রয়োদশী প্রাতস্ত্রিস্পৃশা সা হরেঃ প্রিয়া ॥ ৭
হরিভক্তি বিলাসে ১৩ বি ১০৮ শ্লো

আদৌনন্দা জয়াচান্তে মধ্যে ভদ্রা ভবেদ্রযদি।
উপবাসার্চ্চনে গীতে দুল্লভা কৃষ্ণ সন্নিধৌ ॥ ৮

ঐ ১৩ বি ১৪২ শ্লো।

সূর্য্যোদয় পরে থাকে একাদশী শেষ। দ্বাদশী সমাপ্ত ত্রয়োদশীর প্রবেশ ॥
এমৎ হইলে ত্রিস্পৃশা নাম তার। বৈশাখে কার্ত্তিকে বুধে মহিমা অপার ॥
বৈশাখে বিশেষ নাম শ্রীমধুসূদনী। বুধবার যুত কোটী পাপ বিনাশিনী ॥
ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী ব্রত একবার করে। অযুত ব্রতের ফল ঘটায় তাহারে ॥
জাগরণে লক্ষ গুণ নৃত্যে লক্ষশত। কলিকালে আর নাই এতাদৃশী ব্রত ॥
গৃহে এতাদৃশী ফল শাস্ত্রে পরমান। অসংখ্যাত ফল হয় কৃষ্ণ সন্নিধান ॥
পূজার বিশেষ ব্রতে হয় প্রয়োজন। মূল শাস্ত্র দেখি তার কর আয়োজন ॥
সে সব লিখিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার। অতএব না লিখিল পূজার সম্ভার ॥

অথ পক্ষবর্দ্ধিনীব্রত নির্ণয়ঃ।

কুহুরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রয়াতে পক্ষবর্দ্ধিনী।
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥ ৯

হরিভক্তি বিলাসে ১৩ বি ১৯০ শ্লো।

তিথিঃসশল্যা পরিবর্জ্জনীয়া, ধর্ম্মার্থ কামৈস্ত বুধৈর্ম্মনুষ্যৈঃ।
বিহীন শল্যাপি বিবর্জ্জনীয়া, যদাগ্রতো বৃদ্ধিমুপৈতি পক্ষঃ ॥ ১০

ঐ ১১ বি, ১৫৮ শ্লো।

অমাবস্যা কিম্বা পূর্ণা ষাটী দণ্ড হৈয়া। প্রতিপদ দিনে রহে কিঞ্চিৎ পর্শিয়া ॥
তবে সে দ্বাদশী পক্ষ বর্দ্ধিনী নামধরে। একাদশী ত্যজি বিষ্ণুজনে ব্রত করে ॥ ১১
একাদশী তিথি বিদ্ধা অবিদ্ধা বা হন। তাহা ত্যজি দ্বাদশীতে ব্রতের করণ ॥
শিষ্য করে পূর্ব্ব পক্ষ শুন ভট্টাচার্য্য। পুনর্ব্বার বিদ্ধা ত্যাগে আছে কিবা কার্য্য ॥
গুরু কহে বিদ্ধা ত্যাগে আছে প্রয়োজন। যেমত স্থানেতে হবে শুন শিষ্যগণ ॥
একাদশী বাড়ি আছে দ্বাদশীর সনে। দ্বাদশী বাড়য়ে পরে ত্রয়োদশী দিনে ॥ ১২
পক্ষান্তের বৃদ্ধি যদি তাহাতেই হয়। কোন দিনে হবে ব্রত হইল সংশয় ॥
অতএব কহে মুনি বিদ্ধার বর্জ্জন। পূর্ব্বদিনে উপবাস হইবে তখন ॥

এক উপবাসে দুই ব্রত সিদ্ধ হবে। দ্বাদশীর খণ্ড পরদিন না লইবে ॥
দ্বাদশীর খণ্ডে কার্য্য কেবল পারণ। শুদ্ধা দ্বাদশী নাহি কখন বর্জ্জন ॥
চতুর্দ্দশী দিনে নাহি পারণের বিধি। এ হেতু জানিবে সবে পূর্ব্বদিনে সিদ্ধি ॥ ১৩
যদি কহ ত্রয়োদশী বাড়িবে যখন। পক্ষ বৃদ্ধি তবে কভু না হয় ঘটন ॥
অনেক বিবেচনে পক্ষ বর্দ্ধিনীর ব্রত। কপাল বেধ বলি রামানুজীয় সম্মত ॥
অর্দ্ধরাত্র পরাবধি দশমী যোগ থাকে। বিদ্ধাতিথি বলি তারা বর্জ্জয়ে তাহাকে ॥
তার সমন্বয় পক্ষবর্দ্ধিনীর ব্রতে। শ্রীগোপাল ভট্ট করেন স্বহস্ত লিখিতে ॥

অভিজ্ঞস্তচ্চ মন্যন্তে পক্ষবর্দ্ধিন্যুপাশ্রিতম্।
অতস্তচ্চতথান্যচ্চ মহতাং নৈব সম্মতং ॥ ১৪ ॥

হরিভক্তি বিলাস। ১২ বি ১৪৪ শ্লো।

অর্দ্ধরাত্রাধিক কাল দশমী যদি রয়। পক্ষান্তের বৃদ্ধি যদি তাহে নাহি হয় ॥
কভু ত দ্বাদশী অন্তে পর দিনে ব্রত। না হবে বিচারি কহে দ্বিজ ক্ষেত্র নাথ ॥
অথ জয়াদি ব্রত চতুষ্টয় সাধারণ নির্ণয়ঃ ॥
নক্ষত্র যোগেতে হয় ব্রত চতুষ্টয়। তার মধ্যে তিথি ব্রতের কর পরিচয় ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসে ১৩ বি। ১০৯ শ্লো।

পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাখ্যা রোহিণী সংযুতাস্তু তাঃ।
উপোষিতা সমফলা দ্বাদশ্যোহষ্টৌ পৃথক্ পৃথক ॥ ১৫ ॥

৩। ত্রব১৩ বি। ১১৫ শ্লো।

জয়াদিনাং চতস্রণাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে ॥
ভান্যর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমান্যুনানি বা সন্তু ততোহমীষাং ব্রতৌচিতী ॥ ১৬ ॥

পুষ্য পুনর্ব্বসু আর রোহিণী এ তিনে। সূর্য্যোদয়ারম্ভে হয় দ্বাদশী মিলনে ॥
দ্বাদশী থাকিবে ব্যাপি সূর্য্য অস্তমনে। নক্ষত্র হইক বাড়া ন্যুন কিম্বা সমে ॥
ব্রতের যোতা ধরে জয়াদি দ্বাদশী। নহিলে হইবে একাদশী উপবাসী ॥
অরুণোদয় কালে আছে অধিক বিশেষ। তাহাতে করিয়ে শুন শাস্ত্রের উদ্দেশ ॥

কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণ যোগ্যতা ॥ ১৭ ॥

অরুণোদয় কালে হয় নক্ষত্র সংযোগে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে দ্বাদশীর ভাগে ॥
সে নক্ষত্র হয় যদি অধিক সমান। ন্যূন হইলে ব্রত নহে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
শ্রবণা যোগেতে নাম বিজয়ার ব্রতে। সন্ধ্যাবধি দ্বাদশীর অপেক্ষা নাহি তাতে ॥
যখন হইবে যোগ ব্রতের করণ। তাহাতে যে হয় শুন শাস্ত্রের বচন ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৩ বি, ১১৫ শ্লো।

শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমন পর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণং ॥
শ্রবণেত্বস্তমনতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং।
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ ॥ ইতি। ১৮ ॥

অথ ব্রত চতুষ্টয়ে পারণ নির্ণয় ॥

নক্ষত্র আর তিথি যদি বাড়ে পর দিনে। দ্বাদশী অপেক্ষা হয় নক্ষত্র কিছু ন্যূনে ॥
তিথি-মধ্যে নক্ষত্রান্তে করিবে পারণ। তিথি ঊন হৈলে নহে নক্ষত্রাপেক্ষণ ॥
দ্বাদশী মধ্যেতে সবে করিবে পারণ। দ্বাদশী লঙ্ঘন নহে আছয়ে লিখন ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসে ১৩ বি, ১১৬ শ্লো।

বৃদ্ধৌ ভতিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণন্ততঃ।
অন্তে স্যাচ্চেত্তিথির্ন্যূনা তিথি মধ্যেতু পারণং ॥ ১৯ ॥

দ্বাদশীর ক্ষয় যদি হয় ব্রত রাত্রে। কেবল বাড়য়ে ব্রহ্ম বিষ্ণুর নক্ষত্রে ॥
অন্তাপেক্ষা নাহি তাহে করিবে পারণ। পুষ্যা পুনর্ব্বসু যোগে অন্তের চিন্তন ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১৩ বি, ১১৬ শ্লো।

দ্বাদশ্যনন্নুবৃত্তৌ তু বৃদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতর্ক্ষয়োঃ।
তন্মধ্যে পারণং বৃদ্ধৌ শেষয়োস্তদতিক্রমে ॥ ২০ ॥

এই যে কহিল ব্রত যোগ্যতা নির্ণয়। এবে ক্রমে শুন ব্রতে অধিক নিশ্চয় ॥

অথ জয়াব্রতং ॥ হরিভক্তিবিলাসে ১৩ বি, ১৫৬ শ্লো।

দ্বাদশ্যাস্তু সিতে পক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্ব্বসুঃ।
নাম্না সা তু জয়া খ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥ ২১ ॥

শুক্লপক্ষে হয় যদি দ্বাদশীর সনে। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের বিহিত মিলনে ॥

জয়া নাম ধরে এই তিথির উত্তমা। সর্ব্ব যজ্ঞ ফলপ্রদা অনন্ত মহিমা॥
জয়াব্রত করে যেবা বিষ্ণু-ভক্ত-গণ। কথন না হয় তার নরক দর্শন॥
ব্রতযোগ্যা পূর্ব্বমতে করি বিবেচনে। একাদশী ছাড়ি ব্রতী হবে জয়া দিনে॥
জয়াব্রতে আছে বহু পূজার বিশেষ। প্রয়োজন থাকে মূল করিবে উদ্দেশ॥

অথ বিজয়া ব্রতং। তত্রৈব ১৩ বি ১৫৬ শ্লো।

যদা তু শুক্ল দ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ॥ ২২॥

তত্রৈব ১৩ বি, ১৬০ শ্লো।

ভাদ্রে মাসি বুধস্যাহ্নি যদি স্যাদ্বিজয়া ব্রতম্।
তদা সর্ব্ব ব্রতেভ্যোঽস্য মাহাত্ম্যমতিরিচ্যতে॥ ২৩॥

শুক্লপক্ষে দ্বাদশী যোগ নক্ষত্র শ্রবণে। বিজয়া নাম হয় তার ব্রত সেই দিনে॥
ভাদ্র মাস বুধবার যদি হয় তায়। অনন্ত মহিমা তার কহনে না যায়॥
ইহাতে অনেক আছে বিশেষ বিধান। শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতে করিব বাখ্যান॥
বামন দেবের জন্ম হয় সেই দিনে। মধ্যাহ্ন সময়ে পূজা আছয়ে বিধানে॥
তাহাতে অনেক বিধি প্রয়োজন হয়। মূল শাস্ত্র দেখি তাহা করিবে নিশ্চয়॥

অথ জয়ন্তী ব্রতং। তত্রৈব ১৩ বি, ১৬১ শ্লো।

যদা তু শুক্ল দ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্ব পাপ হরা তিথিঃ॥ ২৪॥

শুক্লা দ্বাদশী হয় রোহিণী সংযুতা। জয়ন্তী নাম ধরে সর্ব্বপাপহরা খ্যাতা॥
রোহিণীর যোগ কিন্তু করিয়া বিচার। পূর্ব্ব লিপি মতে হবে ব্রত ব্যবহার॥
প্রায় পৌষ মাসে হয় করি বিবেচনে। একাদশী ত্যজি ব্রত করিবে বিধানে॥
শক্তি অনুসারে পূজা উপবাস প্রধান। পূর্ব্ব লিপি মতে জানি পারণ বিধান॥
পূজার বিশেষ যদি হয় প্রয়োজন। মূল গ্রন্থ দৃষ্টি মতে কর আয়োজন॥

অথ পাপনাশিনী ব্রতং। তত্রৈব। ১৩ বি। ১৭৪ শ্লো।

যদা তু শুক্ল দ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী॥ ২৫॥

শুক্ল পক্ষে দ্বাদশী যদি পুষ্যা যোগ হয়। পাপনাশিনী নাম ধরয়ে নিশ্চয়॥
পুষ্যা যোগ পূর্ব্ব মতে জানিবে সকলে। দ্বাদশী ব্যাপি যাহা থাকিবে যে কালে॥

তবে একাদশী ছাড়ি ব্রতের কারণ। পূর্ব্বমত পূয্যা অন্তে করিবে পারণ॥
এ যোগ হয় ত প্রায় মাঘ ফাল্গুনে। বিধি মতে যোগ কিন্তু করি বিবেচনে॥
গোবিন্দ দ্বাদশী নাম ইহার হয় খ্যাতি। গোবিন্দ প্রসন্ন হন যদি শুদ্ধ ব্রতী॥
পূজার বিশেষ আছে থাকে প্রয়োজন। মুল শাস্ত্র দেখি তার কর আয়োজন॥

অথ শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতং। তত্রৈব ১৫ বি। ২৫১ শ্লো।

দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যাদুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা।
বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি॥
শ্রবণর্ক্ষ সমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে।
উপোষ্য দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং। ২৬।

একাদশী দিনে মাত্র থাকয়ে শ্রবণা। তাহাতে হইবে ব্রত দ্বাদশী পারণা॥
মধ্যাহ্ন সময়ে পূর্ব্বে পূজিয়া বামন। দ্বাদশী মধ্যেতে হয় ব্রতের পারণ॥
দ্বাদশীর দিনে যদি শ্রবণা যোগ হয়। শ্রবণ দ্বাদশী ব্রত সেই দিনে হয়॥
ত্রিস্পৃশা হইয়া যদি শ্রবণা যোগ হয়। বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ জানিবে নিশ্চয়॥ ২৭॥
উপবাস করি তাহে পূজিবে বামন। ত্রয়োদশী দিনে ইহার পারণ লিখন॥
পূর্ব্বে একাদশী যদি বিশুদ্ধা কেবলা। শ্রবণার যোগে পরে দ্বাদশী মহাফলা॥
তবে শক্ত জনের হবে উপবাস দ্বয়। অশক্ত জনের এক পরাহে নিশ্চয়॥

তত্রৈব ১৫ বি, ২৫২ শ্লো।

একাদশ্যা বিশুদ্ধত্বে দ্বাদশ্যান্তু পরেহহনি।
শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে॥ ২৮॥

পারণ অভাবে পূর্ব্ব ব্রত লোপ নহে। শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতে শাস্ত্রে ইহা কহে॥

তথাহি তত্রৈব ১৫ বি, ১৫২ শ্লো।

একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধি লোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ॥
অশক্তস্তু ব্রত দ্বন্দ্বে ভুঙ্ক্তে বৈকাদশী দিনে।
উপবাসং বুধঃ কুর্য্যাচ্ছ্রবণং দ্বাদশী দিনে॥ ২৯॥

অশক্ত জন করে যদি পরে এক ব্রত। পূর্ব্ব ব্রত ফল পায় না হয় খণ্ডিত॥

তথাহি তত্রৈব ১৫ বি, ১৫২ শ্লো।

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণু ঋক্ষেণ সংযুতাম্।
একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্। ৩০ ॥

আর এক বিধি হয় বিষ্ণু শৃঙ্খলে। তিন বৈষ্ণবের যোগে দিন মহাফলে॥
এক বৈষ্ণব হয় দ্বাদশী নাম তিথি। দ্বিতীয় বৈষ্ণব ঋক্ষ শ্রবণ সঙ্গতি॥
ইহাতে যদ্যপি হয় য়োগ বুধবার। দেবদুন্দুভি যোগ সংজ্ঞা হয়ে তার॥
যজ্ঞাযুত সমফল ব্রতী জন পাবে। নিষ্কাম জনের কৃষ্ণ ভক্তি লভ্য হবে॥

তথাহি তত্রৈব ১৫ বি, ২৫৭ শ্লো।

দ্বাদশ্যেকাদশী সৌম্যঃ শ্রবণঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দেব দুন্দুভি যোগোঽয়ং যজ্ঞাযুত ফলপ্রদঃ ॥ ৩১ ॥

দুই দিনে শ্রবণা যোগ না হবে যখন। পূর্ব্বদিনে ব্রত পরে বামন পূজন॥

তথাহি তত্রৈব। ১৫ বি, ২৬০ শ্লো।

দিনদ্বয়েঽপি শ্রবণাভাবে তদ্‌যোগ হানিতঃ।
একাদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং বামনং যজেৎ ॥ ৩২ ॥

অষ্টবিধ ব্যবস্থা এই কালের নির্ণয়। শক্তাশক্ত ভেদে বুঝ যার যেবা হয়॥
এবে পারণের কাল করিয়ে নিশ্চয়। শক্তাশক্ত ভেদ কিছু ইহাতেও হয়॥

শ্রবণ দ্বাদশী পারণ কাল নির্ণয়ঃ ॥

অশক্ত জনের হয় পরে উপবাস। তাহাতে প্রায়িক হয় সন্দেহ নিরাস॥
ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী ক্ষয়ে পরাহে পারণে। পারণ হইবে তাহে ত্রয়োদশী দিনে॥
শ্রবণৈকাদশী ব্রতে পারণ পর দিবা। শ্রীবামন মধ্যাহ্নে পূজি পারণ করিবা॥
শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতে দুই দিন ব্রতে। পারণের নাহি কিছু বিরোধ তাহাতে॥
মৎস্য পুরাণের মতে শ্রীবিষ্ণু শৃঙ্খলে। দ্বাদশী শ্রবণা যদি পারণের কালে॥
ক্রমে ক্রমে হয় যদি উভয়ের ক্ষয়। শ্রবণান্তে তিথি মধ্যে পারণ নিশ্চয়॥
শ্রবণা অধিক যদি হয় তিথি হৈতে। তথাপি পারণ হবে তিথির মধ্যেতে॥
উভয় সমান ব্যাপে প্রহরাধিক নিশা। শক্ত জন ছাড়ি দিবে পারণের আশা॥
অশক্ত জনের হয় পরদিন ব্রত। তাহাতে বিরোধ নাহি শাস্ত্রের সম্মত॥

তথাহি তত্রৈব ১৫ বি, ২৬০ শ্লো।

বিষ্ণু শৃঙ্খলকেপিস্যাৎ বৃদ্ধির্নিশি পরত্র চেৎ।
যামাধিকা তিথিভয়োঃ শক্তঃ কুর্য্যাদ্‌ব্রত দ্বয়ং ॥

পারণায়া অনৌচিত্যাং তাবত্যাং নিশি চেদ্ভবেৎ !
অশক্তস্তত্তরং কুর্য্যাৎ যোগস্যৈবাস্য গৌরবাৎ ॥ ৩৩॥

অথ ১ম বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগঃ। মাৎস্যে।

দ্বাদশী শ্রবণ স্পৃষ্ঠা স্পৃশেদেকাদশীং যদা।
স এষ বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণু শৃঙ্খল সংজ্ঞিতঃ ॥ ৩৪ ॥

হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি, ২৫৫ শ্লো

অথ ২য় বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগঃ ॥ বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে।

একাদশী দ্বাদশীচ বৈষ্ণব্যমপি তদ্ভবেৎ।
তদ্বিষ্ণু শৃঙ্খলং নাম বিষ্ণু সাজুয্য কৃদ্ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি, ২৫৫ শ্লো

২য় বিষ্ণু শৃঙ্খলে পারণং।

দ্বাদশ্যা মুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং।
নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যমিত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী ॥ ৩৬ ॥

হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি; ২৫৬ শ্লো।

প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলে পারণ নির্ণয়ঃ।
শ্রীহরিভক্তি বিলাস ১৫ বি, ২৬১—২৬৩ শ্লো।

অনুবৃত্তির্দ্বয়োরেব পারণাহে ভবেদ্ যদি।
তত্রাধিক্যে তিথের্বৃক্ষে ভান্তে সত্যেব পারণং ॥

যদুক্তং নারদীয়ে।

তিথি নক্ষত্রয়োর্যোগে উপবাসো ভবেদ্ যদা।
পারণন্তু ন কর্ত্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ং ॥ ইতি।
ঋক্ষস্য সতিচাধিক্যে তিথি মধ্যে হি পারণং।
দ্বাদশী লঙ্ঘনে দোষো বহুশো লিখিতো যতঃ ॥ ৩৭ ॥

তথাচোক্তং। তিথি নক্ষত্র সংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ।
তাবদেব ন ভোক্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ ॥
বিশেষেণ মহীপাল শ্রবণং বর্দ্ধতে যদি।
তিথি ক্ষয়েণ ভোক্তব্যং দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ ॥ ইতি। ৩৮ ॥
এবং দ্বয়োর্নিশা ব্যাপ্তৌ চাহ্নি পারণ মীরিতং।

ন রাত্রৌ পারণংকুর্য্যাদিতি হৃন্যত্র সম্মতং ॥
অতোরাত্রিগতো দ্বাদশ্যংশো নাত্র বিচার্য্যতে।
অতোবৰ্দ্ধিত ইত্যাহ পারণা সময়াত্যয়ম্ ॥
যতো রাত্রাবৃক্ষ লব্ধাবপি দ্বাদশ্যতিক্রমঃ।
অতঃ কৃতং পৌনরুক্তং দ্বাদশীংনৈব লঙ্ঘয়েৎ ॥
এব কারেণ চ পুনঃস্তদেব নিরধারি যৎ।
দ্বাদশ্যনাদরো নাতঃ কার্য্যো তস্য তু স স্মৃতঃ ॥

স্কান্দে। যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্র যোগতঃ।
ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যাদ্বিনা শ্রবণ রোহিণীং ॥ ইতি। ৩৯ ॥

ত্রয়োদশ্যাং পারণস্তু নৈতদ্বিষয় মিষ্যতে।
ত্রয়োদশ্যামপীত্যেতদনুক্তেরদ্বিধাততঃ ॥
প্রত্যুতাত্র তু শব্দেন তস্যৈকধ্যং প্রদর্শিতং।
পর্য্যবস্যেদতো যুক্ত্যা দ্বাদশী ক্ষয় এবতৎ ॥
তথাপি সন্দিহানশ্চেদ্‌গৃহ্নিয়াচ্চরণামৃতং।
পারণায়াঃ পরং সম্যক্ পূরকং তদ্ভবেদ্‌বতঃ ॥ ৪০ ॥

গৌতমীয়ে তু স্ফুটমেবোক্তং।
যদৃক্ষং বা তিথির্ব্বাপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা।
দিবসে পারণং কুর্য্যাদন্যথা পতনং ভবেৎ ॥ ইতি। ৪১

দিবসে শ্রবণা ক্ষয় রাত্রি ব্যাপে তিথি। দিবসে পারণ তাহে করিবেক ব্রতী।
ইহাতে সন্দেহ যদি করে কোন জন। চরণামৃত ভক্ষণ তাহে হয় বিবেচন ॥
গৌতমীয় তন্ত্রে লেখে শেষের বচন। রাত্রি গত দ্বাদশীর নাহি বিবেচন ॥
দিবসে করিবে ব্রতী অবশ্য পারণ। গৌতমীয় মতে নহে পাদোদক ভক্ষণ ॥ ৪২ ॥
এই নববিধ হয় দ্বাদশীর পারণ। বৈষ্ণব জনের এবম্বিধ বিবেচন ॥

ইতি অষ্টমহাদ্বাদশী ব্রত নির্ণয়ঃ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রত নির্ণয়ঃ।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস, ১৫ বি. ১৬২ শ্লো।

কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টমী ভাদ্রে রোহিণ্যাঢ্যা মহাফলা।
নিশীথেঽত্রাপি কিঞ্চেন্দৌ*জ্ঞে‡ বাপি নবমীযুতা॥ ৪৩

গৌণচান্দ্র ভাদ্রপদে শুদ্ধা কৃষ্ণাষ্টমী। সূর্য্যোদয় কালে যদি না থাকে সপ্তমী॥
অরুণ উদয় কভু নাহিক ইহাতে। সে বেধ কেবল হবে একাদশী ব্রতে॥
একাদশী ভিন্ন তিথির সম্পূর্ণা লক্ষণ। সূর্য্যোদয়াবধি করি আছে নিয়মন॥
শুদ্ধা কৃষ্ণাষ্টমী হয় পঞ্চগব্য সমা। সূর্য্যোদয়ের পর বেধ মদ্যের উপমা॥
সৌর ভাদ্রে হবে ব্রত কিম্বা সৌর শ্রাবণে। বেধ হীনা জন্মাষ্টমী ব্রত বিষ্ণু জনে॥
শুদ্ধা কৃষ্ণাষ্টমী হয় রোহিণী সংযুতা। মহাফলা হয় তবে ভুবন বিশ্রুতা॥
ব্রত দিনে অর্দ্ধ রাত্রে রোহিণী যোগ হয়। ততোধিক মহাফলা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
তাহাতে যদ্যপি হয় বুধ সোমবার। ততোধিক মহাফলা শাস্ত্রের বিচার॥
তথাবিধ যোগে নবমী যোগ হয়। ততোধিক মহাফল শাস্ত্রের নিশ্চয়॥
শুদ্ধাষ্টমী বিনা যোগে কোন কার্য্য নয়। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
কিন্তু এসকল যোগ প্রত্যেকে প্রধান। যোগ তারতম্যে হবে ব্রতের বিধান॥
শুদ্ধাষ্টমী বাড়ি যদি থাকে পর দিনে। এ সব যোগের তবে হবে বিবেচনে॥
যে দিনে হইবে যোগ অধিক বিশেষে। সেই দিনে ব্রত হবে শাস্ত্র উপদেশে॥
পূর্ব্বে অর্দ্ধরাত্রে ঋক্ষযোগের অভাবে। পর দিনে নবমী মাত্রে রোহিণী হইবে॥
সে কালে হইবে ব্রত অষ্টমীর শেষে। নবমী রোহিণী যোগে টীকার উপদেশে॥
বুধবার সোমবার হয় পরদিনে। অর্দ্ধরাত্র যোগ ত্যজি টীকার বিধানে॥

তত্রৈব ১৫ বি, ১৭০ শ্লো।
উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি।
ভবতে বুধ সংযুক্তা প্রাজাপত্যর্ক্ষ সংযুতা॥
অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা ন বা বিভো॥ ৪৪

এইত কহিল ব্রত বিধির নিশ্চয়। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে বিদ্ধা গ্রাহ্য কভু নয়॥
তবে কোন মতে যোগ বাহুল্য প্রভাবে। বিদ্ধাষ্টমী গ্রহণ করে জানিও বৈষ্ণবে॥
কিম্বা দেব মায়ামোহ জানিবে তাহাকে। শুদ্ধাষ্টমী ব্রত হয় পুণ্য পরিপাকে॥ ৪৫

শ্রীরাম নবমী ব্রত।

চৈত্র শুক্লা নবমী শ্রীরাম জন্ম ব্রত। পুনর্ব্বসু যোগে সর্ব্ব কামদা বিদিত॥

*ইন্দৌ—সোমবারে। ‡জ্ঞে—বুধবারে।

সে নক্ষত্র যোগী যদি মধ্যাহ্নেতে হয়। মহাপুণ্যতমা তিথি শাস্ত্রে ইহা কয়॥
নবমী অষ্টমী বিদ্ধা ত্যজি বিষ্ণুজন। পরাহে করিবে ব্রত দশমী পারণ॥
তিথি ক্ষয়ে একাদশী পারণের দিন। তবে বিদ্ধা দিনে ব্রত করিবে প্রবীণ॥

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষ চতুর্দ্দশী। নৃসিংহ দেবের ব্রতে হবে উপবাসী॥
তাহে যদি মহাভাগ্যে সিদ্ধি যোগ হয়। কিম্বা স্বাতী ঋক্ষ যুক্ত শনিবার হয়॥
হত্যাকোটী বিনাশন পায় মহাফল। যোগ হীন ব্রতে পাপ বিনাশ কেবল॥
নিষ্কাম জনের কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। ত্রয়োদশী বিদ্ধা হৈলে ত্যজ্য সুনিশ্চয়॥

শিবরাত্রি ব্রত।

শিব ব্রত বৈষ্ণবের নাহি প্রয়োজন। তথাপি এ সদাচার করিবে রক্ষণ॥
বিষ্ণু প্রীতি কামনায় করিবেক ব্রত। হরে ভক্তি হীন জনে হরি নহে প্রীত॥
মাঘ ফাল্গুনের মধ্যে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। শিবরাত্রি ব্রতে হইবেক উপবাসী॥
শুদ্ধা চতুর্দ্দশী হয় ব্রতে সুসঙ্গত। ত্রয়োদশী বিদ্ধা ত্যাগ বৈষ্ণব সম্মত॥
প্রদোষ ব্যাপিনী তিথি পালে শৈবজন। বৈষ্ণবের সে সকল নাহি অপেক্ষণ॥
প্রদোষ ব্যাপিনী তিথি বিদ্ধা যদি হয়। পরাহে করিবে ব্রত বৈষ্ণবে নিশ্চয়॥
চতুর্দ্দশী দিনে যদি ত্র্যাহস্পর্শ হয়। তবে ত্রয়োদশী বিদ্ধা ব্রত যোগ্য কয়॥

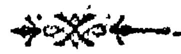
ইতি দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ কৃত বৈষ্ণব ব্রত বিধান

গ্রন্থ সমাপ্ত।

বৈষ্ণব ব্রত বিধান।

সুবোধিনী টীপ্পনী।

দ্বিতীয় খণ্ড॥



শ্রীচৈতন্য পাদদ্বন্দং স্মৃত্বা হৃৎপদ্মনাময়ম্।
সুবোধিনী টিপ্পনীয়ং ভন্যতে বঙ্গভাষয়া॥

উন্মীলনী ১ বঞ্জুলী ২ ত্রিস্পৃর্শা ৩ পক্ষবর্দ্ধিনী ৪ জয়া ৫ বিজয়া ৬ জয়ন্তী ৭ পাপনাশিনী ৮। এই আটটী মহাদ্বাদশী। ইহার প্রথম চারিটী তিথি যোগে হয়। শেষ চারিটী তিথি ও নক্ষত্র যোগে হয়॥ ১॥

সম্পুর্ণা একাদশী যদি বৃদ্ধি হইয়া দ্বাদশী দিনে কিঞ্চিৎ থাকে, এবং দ্বাদশী যদি বৃদ্ধি না হয় অর্থাৎ ত্রয়োদশী দিনে যদি দ্বাদশী না থাকে, তাহাকে উন্মীলনী কহে॥ ২॥

যদি দ্বাদশী দিনে এককলা একাদশী থাকে, আর যদি দ্বাদশী বৃদ্ধি হইয়া ত্রয়োদশী দিনে না যায়, (সে দ্বাদশীকে উন্মীলনী কহে) পুত্রবান গৃহীরও তাহাতে উপবাস কর্ত্তব্য। ইহার তাৎপর্য্য এই কোন প্রমাণ আছে যে একাদশী বৃদ্ধি হইলে গৃহী পূর্ব্ব দিন ও যতি পরদিন উপবাস করিবে। কিন্তু উন্মীলনী দ্বাদশীতে বা ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী থাকিলে তাহাতে গৃহস্থের উপবাস নিত্যত্ব আছে। (১২ বি ১৪৯ টীকা দ্রষ্টব্য)॥ ৩॥

সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধি হইয়া যদি দ্বাদশী দিনে বহির্গত না হয়, সম্পূর্ণা দ্বাদশী বৃদ্ধি হইয়া যদি ত্রয়োদশী দিনে এক আধ দণ্ড থাকে, তাহার নাম হরিপ্রিয়া বঞ্জুলী। [illegible] বা কৃষ্ণপক্ষে যদি বঞ্জুলী লক্ষণ প্রাপ্ত দ্বাদশী হয়, তবে সম্পূর্ণা একাদশীতে ভোজন করিয়া দ্বাদশী দিনে ব্রত করিবে। ত্রয়োদশী দিনে যে অল্পক্ষণ মাত্র দ্বাদশী থাকে, তাহারই মধ্যে পারণ করিবে, ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে না॥ ৪॥

যদি অল্পকাল দ্বাদশী থাকে, তাহা হইলে অরুণোদয় কালে আমধ্যাহ্ন নিত্য ক্রিয়া সমাধা করিয়া সূর্য্যোদয়ের পর দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবে। যদি অতি অল্পকাল মাত্র

দ্বাদশী থাকে, তবে অর্দ্ধরাত্র হইতে আমধ্যাহ্ন নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া সূর্য্যোদয়ের পর দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবে। যদি এমন শঙ্কট কাল হয় যে নিজ অশক্তি হেতু নিত্য-ক্রিয়া সমাধান্তে পারণ করিতে যদি দ্বাদশী অতিক্রম সম্ভব হয়, তবে সংক্ষেপে মন্ত্র স্মরণ করিয়া জল পান দ্বারা পারণ করিয়া পরে যথামত নিত্যকৃত্য করিবে। ইহার প্রমাণ ১ম ৮ পত্রে দেখ ॥ ৫ ॥

হে ভৃগু শ্রেষ্ঠ! সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া সম্পূর্ণা দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম পাপ নাশিনী বঞ্জুলী ব্রত ॥ ৬ ॥

অরুণোদয় কালে একাদশী, পরে সকল দিন দ্বাদশী, নিশান্তে ত্রয়োদশী যুক্ত প্রভাত হইলে তাহাকে হরি প্রিয়া ত্রিস্পৃশা কহে ॥ ৭ ॥

যদি এক দিবসে আদিতে নন্দা (একাদশী) অন্তে জয়া (ত্রয়োদশী) মধ্যে ভদ্রা (দ্বাদশী) হয়, সেই দুর্ল্লভা ত্রিস্পৃশা তিথিতে হরি সন্নিধানে উপবাস, পূজা, গীত, প্রভৃতির মহা ফল হয় ॥ ৮ ॥

যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধি হয় (ষেটাইয়া পর দিন থাকে) তবে সেই পক্ষের একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিবে। ইহাকে পক্ষ বর্দ্ধিনী দ্বাদশী কহে ॥ ৯ ॥

ধর্ম্ম কামেচ্ছু পণ্ডিত গণ সশল্যা তিথি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন কিন্তু যদি আগামী পক্ষান্তের বৃদ্ধি হয়, তাহাহইলে শল্য বিহীন অর্থাৎ বেধ বিহীন একাদশী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ দ্বাদশীতে ব্রত করিবেন। ইহার নাম পক্ষ বর্দ্ধিনী ॥ ১০ ॥

অমা বা যদি বা পূর্ণা সম্পূর্ণা জায়তে যদা।
ভুত্বা চ ষষ্ঠী ঘটীকা দৃশতে প্রতিপদ্দিনে ॥
অশ্বমেধাযুতৈ স্তুল্যা সা ভবেৎ পক্ষ বর্দ্ধিনী ॥

হরি ভক্তি বিলাস ॥ ১৩ বি ১৫৪ শ্লোক

অমাবস্যা কিম্বা পূর্ণিমা যদি সম্পূর্ণা অর্থাৎ উদয় কাল হইতে অহোরাত্র ব্যাপিনী হইয়া, ষষ্ঠী দণ্ড ভোগ করিয়া প্রতিপদ্দিনে কিঞ্চিৎ থাকে, সেই পক্ষের দ্বাদশীকে পক্ষ বর্দ্ধিনী কহে। অযুত অশ্বমেধ তুল্য এই ব্রতের ফল ॥ ১১ ॥

একাদশী বৃদ্ধি হইয়া দ্বাদশী দিনে কিঞ্চিৎ আছে, এবং দ্বাদশীও বৃদ্ধি হইয়া ত্রয়োদশী দিনে আছে, অথচ পক্ষান্তর বৃদ্ধি হইয়াছে, এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে ত্রয়োদশী দিনের দ্বাদশী পক্ষ বর্দ্ধিনী হইতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত, এরূপ স্থলে বিদ্ধা

একাদশী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দ্বাদশীতে অর্থাৎ একাদশী যুক্তা দ্বাদশীতে ব্রত হইবে পর দিনের ত্রয়োদশী যুক্তা দ্বাদশীতে ব্রত হইবে না; এক উপবাসে উভয় ব্রত সিদ্ধ হইবে, ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবে। চতুর্দ্দশীতে পারণের বিধি বলিয়া পূর্ব্ব দিন ব্রত সিদ্ধ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

"অর্দ্ধ রাত্রের পর পর্য্যন্ত দশমী থাকিলে পর দিন একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।" [illegible] এই অর্দ্ধ রাত্র বেধকে, অভিজ্ঞ গণ পক্ষ বৰ্দ্ধিনী সম্বন্ধীয় বিবেচনা করেন। অতএব এই অর্দ্ধ রাত্র বেধ বা চত্তারিংশদ্দটীকোর্দ্ধ বেধ ব্যাসাদি সম্মত নহে। যদি এই বেধ যুক্ত দশমীর পরবর্ত্তি পক্ষান্তের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে পক্ষ বৰ্দ্ধিনী লক্ষণে উহা গ্রহণীয়, অন্যত্র নহে ॥ ১৪ ॥

তিথি যোগ ঘটীত পূর্ব্বোক্ত চারিটী এবং পুষ্যা, শ্রবণা, পুষ্যাস্থা অর্থাৎ পুনর্ব্বসু ও রোহিণী যোগ ঘটীত পরবর্ত্তি চারিটী এই আটটি পৃথক পৃথক মহাদ্বাদশী, উপবাসাদিতে সম ফলা অর্থাৎ তুল্য মহিমান্বিতা ॥ ১৫ ॥

জয়াদি চারিটী মহাদ্বাদশীর বিষয় প্রকাশ করিয়া বলা হইতেছে। ভ অর্থাৎ নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয় কালে প্রবৃত্ত হইয়া (বান বৃদ্ধি রসক্ষয়ঃ অর্থাৎ বৃদ্ধি ৫ দণ্ড, ক্ষয় ৬ দণ্ড এই অনুপাতে) অধিক অর্থাৎ ৬৫ দণ্ড, সমান অর্থাৎ ৬০ দণ্ড ন্যুন অর্থাৎ ৫৪ দণ্ড কাল ভোগ করে, তাহা হইলে ব্রত যোগ্য হয়। কিম্বা যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে (অরুণোদয়ে) প্রবৃত্ত হইয়া অধিক অর্থাৎ ৬৫ দণ্ড সমান অর্থাৎ ৬০ দণ্ড ভোগ করে তথাপি ইহা ব্রতাচরণ যোগ্য হয়। কিন্তু অরুণোদয় প্রবৃত্ত নক্ষত্র ন্যূন অর্থাৎ ৬০ দণ্ডের কম হইলে ব্রত যোগ্য হয়না। যদি ৬০ দণ্ডের অধিক নক্ষত্রের ভোগ থাকে তাহা হইলে অরুণোদয়ের কিছু পূর্ব্বে(৬০ দণ্ডের উপর যে পরিমাণ নক্ষত্র বৃদ্ধি হইবে সেই পরিমান অরুণোদয়ের পূর্ব্ব কাল) প্রবৃত্ত হইলেও ক্ষতি নাই। সূর্য্যোদয়ের কত পূর্ব্বে নক্ষত্র প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, তাহার কোন বিশেষ মীমাংসা নাই। তবে [illegible] সূর্য্যোদয় কালে প্রবৃত্ত নক্ষত্র ন্যূন ভোগে ৫৪ দণ্ড থাকিলে ব্রত হয়। পর বচনে সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্র যখন ৬০ দণ্ডের কম হইলে হয় না। তখন অনুমান হয়, সূর্য্যোদয় প্রবৃত্ত নক্ষত্র নিশান্তকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকা উদ্দেশ্য। ৫৪ দণ্ড পর্য্যন্ত রাত্রি, তার পর ৬ দণ্ড নিশান্ত কাল। সূর্য্যোদয়ের ৬ দণ্ড পূর্ব্বে নক্ষত্র যোগ হইয়া ৬০ দণ্ড ভোগ করিলে ৫৪ দণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। উভয় বচনের দ্বারাতেই

নিশান্ত ব্যাপ্তি বুঝাইতেছে। পণ্ডিত জন এ সকল বিষয়ের একটা বিশদ মীমাংসা করিলে ভাল হয়॥ ১৬॥ ১৭॥

শ্রবণ ভিন্ন তিন নক্ষত্রে (পুষ্যা, পুনর্ব্বসু রোহিণী) ব্রত দিনে সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা আবশ্যক। শ্রবণা নক্ষত্রে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী সমাপ্ত হইলেও ব্রত যোগ্য হয়। (শ্রবণেতু অস্তাৎ প্রাগপি সার্দ্ধ যামাদুপরি দ্বাদশী সমাপ্তৌ তদহরেবো-পবাস ইতি। নৃসিংহ পরিচর্য্যা ৩য় পটলঃ) নৃসিংহপরিচর্য্যা গ্রন্থের ৩য়পটলে লিখিত আছে, শ্রবণা নক্ষত্রে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রভাতাবধি দেড় প্রহরের পর পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকিলে ব্রত হইবে, দেড় প্রহরের কম দ্বাদশী থাকিলে ব্রত হইবেনা॥ ১৮

তিথি ও নক্ষত্রবৃদ্ধি ক্রমে পারণ দিনে কিঞ্চিৎ থাকিলে, যদি নক্ষত্র অপেক্ষা তিথির ভোগ অধিক হয়, তবে নক্ষত্র অন্তে তিথি মধ্যে পারণ। তিথি অপেক্ষা নক্ষত্রের ভোগ অধিক হইলে তিথি মধ্যেই পারণ করিবে, দ্বাদশী লঙ্ঘন কদাচ করিবেনা॥ ১৯॥

পারণ দিনে দ্বাদশী যদি না থাকে, আর নক্ষত্র যদি বৃদ্ধি হয়, তহা হইলে রোহিণী ও শ্রবনার মধ্যে পারণ হয়, আর পুষ্যা ও পুনর্ব্বসুর অবসানে পারণ কর্ত্তব্য॥ ২০॥

শুক্লা দ্বাদশীতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুনর্ব্বসু যোগ হইলে, তাহার নাম জয়া॥ ২১॥

শুক্লা দ্বাদশীতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শ্রবণা নক্ষত্র যোগ হইলে, তাহাকে বিজয়া ব্রত কহে। ভাদ্র মাসে বুধ বারে বিজয়া ব্রত হইলে সকল ব্রত অপেক্ষা মাহাত্ম্যে অধিক হয়॥ ২২॥ ২৩॥

শুক্লা দ্বাদশীতে প্রাজাপত্য অর্থাৎ রোহিণী নক্ষত্র পূর্ব্বোক্ত নিয়মে যুক্ত হইলে জয়ন্তী ব্রত হয়। এবং পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত হইলে পাপ নাশিনী ব্রত হয়॥ ২৪॥ ২৫

দ্বাদশী বা একাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত হইলে শ্রবণ দ্বাদশী ব্রত হয়। যদি একদিনে একাদশী দ্বাদশী ও শ্রবনা নক্ষত্র হয়, তাহাকে বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগ কহে। শ্রবণা নক্ষত্রযুক্তা দ্বাদশী যদি লাভ হয়, তাহা হইলে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। ত্রিস্পৃশা অর্থাৎ একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী যদি একদিনে হয় তাহাতে শ্রবণা নক্ষত্র হইলে বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগ হয়॥ ২৬॥ ২৭॥

যদি পূর্ব্ব দিন শুদ্ধ একাদশী হয়, আর পরদিন শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী হয়, তাহা হইলে উভয় দিনই উপবাস কর্ত্তব্য॥ ২৮॥

পারণ না হইলে ব্রত সমাপ্ত হয় না, পূর্ব্ব ব্রত অসমাপ্ত রাখিয়া পরদিন অন্য ব্রত করিবে না, এই যে বচন আছে, ইহা এস্থলে বাধক হয় না কারণ ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে যে, "একাদশী ব্রতে উপবাস করিয়া পরদিন দ্বাদশী ব্রতেও উপবাস করিবে, ইহাতে বিধি লোপ হইবে না, কারণ উভয় তিথিরই দেবতা হরি।" যদি কেহ দুই দিন ব্রতে উপবাসে অসমর্থ হয় শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী তাহার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন যে "দুই দিন উপবাস করিতে যাঁহারা অশক্ত, তাঁহারা একাদশী দিনে ভোজন করিয়া শ্রবণ দ্বাদশী দিনে ব্রত করিবেন।" পণ্ডিতগণও ইহা করিয়া থাকেন। ২৯

পর দিন শ্রবণ দ্বাদশী ব্রত হইলে একাদশীতে ভোজনে ব্রতভঙ্গ হয় না, তাহার প্রমাণ যথা নারদীয় পুরাণে—"শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশীতে উপবাস করিলে একাদশী ব্রতের ফল নিশ্চয় মনুষ্য প্রাপ্ত হয়।" অতএব উভয় দিন ব্রত যোগ্য হইলে অশক্ত জন পরদিন ব্রত করিলে দোষ নাই! ৩০

দ্বাদশী, একাদশী, বুধবার, শ্রবণানক্ষত্র এই চারিটী যদি এক দিবসে যোগ হয়, তাহাকে দেবদুন্দভি যোগ কহে ইহাতে অযুত যজ্ঞের ফল হয়। ৩১

যদি একাদশী বা দ্বাদশী উভয় দিনই শ্রবণাযুক্ত না হয়, যোগের অভাব হেতু, একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে বামন পূজা করিবে। ৩২

বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হইলেও যদি পরদিন রাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ক্রমে তিথিও নক্ষত্র থাকে, সমর্থ ব্যক্তিগণ দুই দিনই ব্রত করিবেন কারণ নিশাকালে পারণ অনুচিত। যোগের অর্থাৎ এইরূপ স্থলে শ্রবণদ্বাদশী যোগের গৌরব হেতু অশক্ত ব্যক্তিগণ পরদিন অর্থাৎ প্রথম দিন বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগে ব্রত না করিয়া পর দিন শ্রবণ দ্বাদশীতে ব্রত করিবেন। মৎস্য পুরাণোক্ত ১ম বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগেই প্রায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ বা অন্যরূপ ব্রত বিরোধ স্থলে উভয় দিন ব্রত গ্রহণে অশক্তগণের পরদিন ব্রতই গ্রহণীয়। ৩৩

যথা হরিভক্তি বিলাসোধৃত নারদীয় বচনে—

বহুবাক্য বিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং॥

যেখানে বহু বাক্য বিরোধ হেতু একাদশী কি দ্বাদশী কোন দিন ব্রতের

কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, সেখানে নক্ষত্রযুক্তা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। তত্রৈব মার্কণ্ডেয়ে শ্রীভগবদাজ্ঞা যথা—

বিবাদেষু চ সর্ব্বেষু দ্বাদশ্যাং সমুপোষ্যণং
পারণংহি ত্রয়োদশ্যা মাজ্ঞেয়ং মামকী মুনে॥
হেতুবাদো ন কর্ত্তব্যো হেতুনা পততে নরঃ॥

হে মুনে! উভয় দিন ব্রত লইয়া যে কিছু বিবাদ ঘটুক্, বিবাদ স্থলে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে, ইহা আমার (ভগবানের) আজ্ঞা জানিবে। ইহাতে হেতুবাদ অর্থাৎ সন্দিগ্ধবাদে নরক হয়। হরিভক্তিবিলাসে ১২ বি, ১১২ শ্লোকে আরও উক্তি আছে যে—

তিথিবৃদ্ধৌ তথা হ্রাসে সংপ্রাপ্তে বা দিনক্ষয়ে।
সন্দিগ্ধেষু চ বাক্যেষু দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥

তিথির বৃদ্ধি বা হ্রাস জন্য কিম্বা ত্র্যহস্পর্শ হেতু যদি বাক্যবিরোধ উপস্থিত হয় তবে দ্বাদশীতেই ব্রতী হইবে। ইত্যাদি বচনে এবং মহাদ্বাদশীর নিত্যত্ব হেতু বিরোধ স্থলে উভয় ব্রত করণীয় হইলে অশক্ত জন দ্বাদশীতে ব্রত গ্রহণ করিবেন। ৩৩

"মৎস্য পুরাণোক্ত ১ম বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ যথা। শ্রবণাস্পৃষ্ট দ্বাদশী যদি একাদশীকে স্পর্শ করে, অর্থাৎ এক দিবসে যদি একাদশী ও শ্রবণা যুক্তা দ্বাদশী হয় তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ কহে।"

একাদশী পদেনাত্র তদহোরাত্র উচ্যতে।
অন্যথা দ্বাদশী স্পর্শ স্তস্যাং নিত্যংহি বিদ্যতে।
তিথি নক্ষত্রয়োর্যোগ ইত্যাদ্যং যস্তু দর্শিতং।
তেনাল্পকাল সংযোগেহপ্যষ্ট যামিকতেষ্যতে॥

হরিভক্তিবিলাস।

"এখানে একাদশী শব্দে একাদশীর অহোরাত্র মধ্যে ইহাই বুঝিতে হইবে, না হইলে একাদশীতে নিত্যই দ্বাদশী স্পর্শ হইয়া থাকে। এই যে তিথি নক্ষত্রের যোগ প্রদর্শিত হইল, ইহার অল্প যোগকেও অষ্টযামিক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।" অতএব ইহাই ১ম বিষ্ণুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় বলা হইয়াছে যে, একাদশীর অহোরাত্র মধ্যে যদি দ্বাদশী শ্রবণাকে স্পর্শ করিয়া একাদশীকে স্পর্শ করে

অর্থাৎ একাদশীর অহোরাত্র মধ্যে যদি একাদশী ছাড়িয়া দ্বাদশী হয়, এবং ঐ অহোরাত্র মধ্যেই যদি দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র যোগ হয়, তবে ১ম বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হয়। কারণ যোগের অল্প সংযোগও অষ্টযামিক বলিয়া গণ্য যথা :—

তিথি নক্ষত্রয়োর্যোগে যোগশ্চৈব নরাধিপ।
দ্বিকলো যদি লভ্যেত সজ্ঞেয় হ্যষ্ট যামিকঃ॥

স্মৃতি।

তিথি নক্ষত্র সংযোগে যে যোগ হয়, যদি অহোরাত্র মধ্যে দুই কলা কালও প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা অষ্টযামিক বলিয়া গণ্য।

"দ্বাদশী শ্রবণর্ক্ষঞ্চ স্পৃশেদেকাদশীং যদি।"

তেন হেমাদ্রি মতে—

একাদশ্যাঃ শ্রবণ যোগাভাবে পি
তদ্ যুক্ত দ্বাদশী যোগ মাত্রেণ বিষ্ণুশৃঙ্খলং ভবতি।

নির্ণয়সিন্ধু।

হেমাদ্রি স্মৃতির মতে একাদশীতে শ্রবণা যোগে অভাব হইলেও, শ্রবণা যুক্ত দ্বাদশী একাদশীর সহিত যোগ হইলেও বিষ্ণুশৃঙ্খল হয়।"

শ্রীহরিভক্তি বিলাসে ও নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে ১ম ও ২য় ২টী বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ স্বীকৃত হইয়াছে, ১মটী অষ্টযামিক ক্রমে একাদশীতে শ্রবণাসংযোগে ২য়টী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একাদশীতে শ্রবণা সংযোগ। নির্ণয়ামৃতকার ১মটী স্বীকার করেন নাই, কেবল ২য়টী স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তি বিলাস মতে আমাদের উভয় বিষ্ণুশৃঙ্খলই স্বীকার্য্য। ১ম বিষ্ণুশৃঙ্খল হইলে পরদিন শ্রবণ দ্বাদশী ব্রত পূর্ব্বদিনেই সিদ্ধ হয়, অতএব পরদিন শ্রবণাযুক্তা দ্বাদশী থাকিলেও পূর্ব্বদিন ব্রত হইবে, কিন্তু যদি পরদিন তিথি ও নক্ষত্র বৃদ্ধি ক্রমে প্রহরাধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। তবে সমর্থের ২ দিন অসমর্থের পরদিন ব্রত হইবে ৩৩ শ্লোক ও ৩৩ টীকা দেখ।

সন ১৩০৯ সালে ২৮,২৯শে ভাদ্র বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ লইয়া এক বিরোধ

হইয়াছিল। ২৮ ভাদ্র একাদশী ৪০।৫৭ পল, পরে দ্বাদশী। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র ৪৫।২১ পল, পরে শ্রবণা। এখানে এক অহোরাত্রে দ্বাদশী শ্রবণা পূর্ণ হইয়া একাদশীকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া অষ্টযামিক ক্রমে ১ম বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হইয়াছে। পরদিন ২৯ ভাদ্র দ্বাদশী ৪৪।১১ পল, শ্রবণা নক্ষত্র ৫০।৩ পল। দিনমান ৩০।৩৬ পল। এই অনুপাতে দ্বাদশীর ভোগ ৬৩।১৮ পল। শ্রবণার ভোগ ৬৪।৪২ পল। অতএব তিথি ও নক্ষত্র বৃদ্ধি হইয়া, দ্বাদশী ১৩।৩৫ পল রাত্রি পর্য্যন্ত ও শ্রবণা ১৯।২৭ পল রাত্রি পর্য্যন্ত আছে। অতএব তিথি নক্ষত্র বৃদ্ধি ক্রমে প্রহরের অধিক রাত্রি ব্যাপিয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত "বিষ্ণুশৃঙ্খলোপিস্যাৎ" (৩৩ মূল দেখ) বচনে দৃক্‌পাত না করিয়া কেহ পূর্ব্ব দিন, কেহ উক্ত বচন প্রমাণে উভয় দিন, অশক্তে পর দিন ব্রত করিয়াছেন। কিন্তু হরিভক্তিবিলাস মান্য করিলে পূর্ব্ব দিন ব্রত হয় না, ইহার বিচার ৩৩টিকা ও মূল দেখ। বহরমপুরের বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, শান্তিপুরের বিখ্যাত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীযুক্ত হরিমোহন শিরোমণি প্রভৃতি প্রভুপাদ ও মহামহোপাধ্যায়গণও শ্রীবৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডনিবাসী শ্রীযুক্ত জগদানন্দ দাস পণ্ডিত বাবাজী প্রভৃতি প্রায় অনেক মহাত্মাই পূর্ব্ব দিন ব্রত ব্যবস্থা দান ও পালন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবন। শ্রীযুক্ত নরোত্তম ন্যায়ভূষণ, শ্রীহট্ট, এই সব মহাত্মা পণ্ডিতগণ উভয় দিন অশক্তের পরদিন ব্যবস্থা দান ও পালন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ প্রভুর মন্তব্য প্রকাশ ৺নীলমণি গোস্বামী প্রভুপাদ এরূপ স্থলে পূর্ব্ব দিন ব্রত করিতেন, কিন্তু তাঁহার মহা-মহোপাধ্যায় পিতা এরূপ স্থলে পরদিন ব্রত করিতেন। শ্রীযুক্ত নরোত্তম ন্যায়ভূষণের মন্তব্য এই——"আমার মতে উভয় তিথি পালনে উপবাস দ্বয় কর্ত্তব্য। আর বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগে পারণাহে, যদি তিথি নক্ষত্র বৃদ্ধি পাইয়া রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়ে, তবে দুই দিবসই উপবাস করা কর্ত্তব্য, ইহাই হরিভক্তি বিলাসের মত। তবে অশক্তের পক্ষে পরদিন উপবাসেরও বিধান করা হইয়াছে।"

এই মন্তব্যটি আমাদের মহামহোপাধ্যায় গ্রন্থকার ক্ষেত্রনাথেরও মন্তব্য ও মীমাংসার ঐক্য মত। এই মত আমরাও সম্মত বোধ করি। ৩৪

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ যথা।

যদি একদিনে একাদশী ও দ্বাদশী শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত হয়, তবে তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ কহে, এই যোগ বিষ্ণু-সাযুজ্যপ্রদ। ৩৫

দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগের পারণ নির্ণয় যথা। এইরূপ বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। ইহার কোন স্থানে নিষিদ্ধ বচন থাকিলেও পরমেশ্বরের আজ্ঞা বলে কর্ত্তব্য। অতএব একাদশীতে ব্রত করিলে দ্বাদশীতে পারণ করিতে হয়, নচেৎ দ্বাদশ দ্বাদশী ব্রতফল ক্ষয় হয় এই যে মৎস্য পুরাণের বচন আছে, এস্থলে তাহা বাধক নহে, কারণ উহা সাধারণ বিধি ও অবৈষ্ণব বিধি। শ্রীমার্কণ্ডেয়াদির উক্তি এবং বৈষ্ণব জনের আচার এবং পরমেশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া বিষ্ণু-সাযুজ্য-কারক যোগের গৌরব হেতু এখানে ত্রয়োদশী পারণই ব্যবস্থা। দ্বাদশী লঙ্ঘন জন্য দোষ সম্ভব নাই। ৩৬

প্রথম শৃঙ্খলের পারণ। তিথিও নক্ষত্র দুইই যদি বৃদ্ধি ক্রমে পারণ দিনে থাকে, তাহা হইলে তিথির আধিক্যস্থলে নক্ষত্রের অন্ত হইলে তিথি মধ্যে পারণ কর্ত্তব্য। নারদীয় পুরাণে উক্তি আছে যে, "তিথি নক্ষত্র যোগে যে উপবাস হয়, তাহাতে যতক্ষণ একের ক্ষয় না হয় ততক্ষণ পারণ কর্ত্তব্য নহে।" কিন্তু যদি তিথি অপেক্ষা নক্ষত্র অধিক হয়, তাহা হইলে নক্ষত্র ক্ষয় অপেক্ষা না করিয়া নক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করিবে কারণ দ্বাদশী লঙ্ঘনে বহু দোষ লিখিত আছে। ৩৭

এ বিষয়ে উক্তি আছে যে, "তিথি নক্ষত্র যোগে উপবাস হইলে তিথির বা নক্ষত্রের একের অন্ত না হইলে পারণ করিবে না।" হে রাজন্! ইহা সাধারণ বিধি, শ্রবণা দ্বাদশী সম্বন্ধে বিশেষ বিধি আছে, "যদি পারণ দিনে শ্রবণা নক্ষত্র বৃদ্ধি হয়, দ্বাদশী ক্ষয়িত হইয়া নক্ষত্রাপেক্ষা কম থাকে, তাহা হইলে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করিবে, দ্বাদশী লঙ্ঘন করিবে না। ইতি।" শ্রীহরি-ভক্তি বিলাস ১৫ বিলাসে ১ম বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগের পারণ নির্ণয়ের টীকার আর-ম্ভেই লিখিত আছে (এতচ্চ বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগাপেক্ষয়া পূর্ব্বদিনোপবাসাভিপ্রায়ে-নৈত্যুহ্যং) বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগাপেক্ষায় যদি কেবল পূর্ব্বদিন উপবাস হয় তাহার পারণ এইরূপ বিধি। নিম্নের ৩৯ শ্লোকগুলি এই (বিশেষেণ মহীপাল) শ্লোকেরই বৃত্তি। ৩৮

আর যদি ঐ ১ম বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগের পারণ দিবসে তিথি নক্ষত্র রাত্রি কাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, তাহার বিধিও মতান্তর সকল নির্ণয় করা হইতেছে। "এই প্রকার তিথি নক্ষত্র রাত্রিকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিলেও দিবসে পারণ করিবে, রাত্রে পারণ করিতে নাই, অন্যত্র এরূপ মতও দেখা যায়। অতএব রাত্রিগত দ্বাদশীর বিচার নাই, এই বাক্যেই পারণের সময়াত্যয় বলা হইয়াছে।" তিথি ও নক্ষত্র একের অন্ত না হইলে পারণ করিতে নাই ইহা স্বীকার করিলে, তিথি অপেক্ষা নক্ষত্র বৃদ্ধি হইলে তিথির অন্তে পারণ করিতে হয় এই জন্য বলা হইয়াছে যে, "যেহেতু নক্ষত্র রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলেও দ্বাদশী অতিক্রম করিতে নাই এই-জন্য পুনরুক্তি করা হইয়াছে যে দ্বাদশী লঙ্ঘন করিবে না।" ঐ (বিশেষেণ মহীপাল) বচনে "এব" শব্দদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এস্থলে দ্বাদশী অনাদর না করিয়া নক্ষত্রেরই অনাদর কর্ত্তব্য জানিবে।" এসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণের বিশেষ প্রমাণ আছে যে "নক্ষত্র যোগে যে কোন তিথি পুণ্যা বলিয়া উক্ত হয়, তাহাতে নক্ষত্রের অন্তে পারণ কর্ত্তব্য কিন্তু শ্রবণা ও রোহিণী ব্যতীত। অর্থাৎ এই দুই নক্ষত্রে ব্যবস্থা নহে, ইহাতে নক্ষত্রের অন্ত অপেক্ষা নাই।" ৩৯

কিন্তু বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগের দুই দিন উপবাস স্থলে পণ্ডিতগণ ত্রয়োদশীতেই পারণের মত প্রকাশ করেন। যথা শ্রীহরিভক্তি বিলাসে ১৫ বি ২৫৭।২৫৮ ২৫৯ শ্লোক।

পারণহেতু দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধিতঃ।
রাত্রৌতু পারণা ভাবাদ্‌যুক্তং কর্ত্তুং ব্রতদ্বয়ং ॥ ২৫৭ ॥
নচাত্র বিধি লোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ ॥ ২৫৮ ॥
দ্বাদশ্যা মুপবাশোঽত্র ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণং ॥ ২৫৯ ॥

টীকা শ্রীসনাতন পাদানাং——

পারিণাহে ব্রতপারণাদিনে দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধৌ সত্যাং শক্তশ্চেত্তর্হি ব্রত দ্বয়ং কুর্য্যাৎ ।২৫৭। নচু পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজ ভোজনং। অস-মাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাৎ ব্রতান্তরমিতি বিষ্ণুধর্ম্মোক্তরোক্তেরপারণে দোষঃ-স্যাৎ। তত্রাহ ন চাত্রেতি। উভয়োঃ একাদশী দ্বাদশ্যোঃ ।২৫৮। এব মসমর্থো ব্রত মেকমেব কুর্য্যাদিত্যায়াতং। তত্রচ "শ্রবণেন সিতা যত্র দ্বাদশী লভ্যতে কচিৎ। উপোষ্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্যা মর্চ্চয়েদ্ধরিমিতি শ্রীবরাহোক্তেরশক্তৈঃ সৈকাদশ্যা

মেবোপবাস শঙ্কাস্যাৎ, অতো লিখতি দ্বাদশ্যামিতি। বৈষ্ণবেষ্বষ্ট মহা দ্বাদশী ব্রতস্য নিত্যত্বাৎ। তচ্চ পূর্ব্ব মেব তত্রৈব লিখিত মস্তি। ১৫৯

পারণাহে অর্থাৎ ব্রত পারণ দিনে বৃদ্ধিক্রমে অর্থাৎ ৬০ দণ্ডের অধিককাল বৃদ্ধি হইয়া দ্বাদশী ও শ্রবণা যদি রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, রাত্রে পারণ অভাব জন্য সমর্থব্যক্তিগণের দুই দিন উপবাস কর্ত্তব্য। ২৫৭। কেহ যদি বলেন বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে প্রমাণ আছে যে, পারণ পর্য্যন্ত ব্রত জানিবে, ব্রতের অন্তে ব্রাহ্মণ ভোজন। পূর্ব্ব ব্রত অসমাপ্ত থাকিতে ব্রতান্তর গ্রহণ করিবে না। এই বচনানুসারে পূর্ব্ব দিনের ব্রতের পারণ না করিলে দোষ হয়। এই জন্য বলিতেছেন সে দোষ এখানে হইবে না। যে হেতু একাদশীর ও দ্বাদশী উভয় তিথিরই হরি দেবতা। ২৫৮। এই প্রকার হইলে অসমর্থ ব্যক্তি এক দিন ব্রত করিবে ইহা বুঝাইতেছে। এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে শ্রবণ যুক্তা শুক্লা দ্বাদশী যদি কখন লাভ হয় তাহা হইলে একাদশী দিনে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে হরির অর্চ্চনা করিবে। এই যমাদির উক্তি অনুসারে অশক্ত ব্যক্তির একাদশীতে উপবাস বিধি? এই শঙ্কা নিরসন জন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন এখানে দ্বাদশী উপবাস ও ত্রয়োদশী পারণ। যেহেতু অষ্ট মহা-দ্বাদশীর উপবাস বৈষ্ণবের নিত্য অর্থাৎ অকরণে প্রত্যবায় আছে, অষ্ট মহা-দ্বাদশী প্রকরণে ইহা লেখা হইয়াছে। ১৫৯। পরে ২৬০ শ্লোকে (বিষ্ণুশৃঙ্খল কেহপিস্যাৎ) বচনের দ্বারা এই ব্যবস্থা বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগেও গৃহীত হইয়াছে। এবং এই গ্রন্থের ৪০ চিহ্নিত শ্লোক কয়টি এই হরিভক্তি বিলাসোক্ত ২৫৯ শ্লোকেরই বৃত্তি স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। এই জন্য আমরা এখানে সুগম জন্য ২৫৭। ২৫৮। ২৫৯ শ্লোক টিকা সমেত উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে বৃত্তির অনুবাদ লিখিত হইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে ৩৯ চিহ্নিত যে বৃত্তি লিখিত হইয়াছে তাহাতে দ্বাদশী লঙ্ঘনে বহু-দোষ দেখান হইয়াছে কিন্তু "এইরূপ ব্রতদ্বয়ে ত্রয়োদশী পারণে সন্দেহের বিষয় নাই।" উক্ত অর্থাৎ শেষোক্ত ২৫৯ শ্লোকের "ত্রয়োদশ্যাং" এই উক্তি থাকায় ত্রয়োদশী পারণে দ্বিধা হইতে পারে না। প্রত্যুত "তু" শব্দ দ্বারা অর্থাৎ "ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং" বলায় পারণের জন্য যেন একমাত্র ত্রয়োদশীকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব তাহা দ্বাদশীর ক্ষয় হইলেই পর্য্যবসিত হয়।"

অর্থাৎ দ্বাদশী যদি ৬০ দণ্ডের উৰ্দ্ধকাল ভোগ না পাইয়া ৬০ দণ্ডের ন্যূন কাল ভোগ করে তবে বৃদ্ধি ক্রমে রাত্রি ব্যাপ্ত না হওয়ায় দ্বাদশী মধ্যে দিবায় পারণ করিবে। বৃদ্ধিক্রমে রাত্রি ব্যাপ্ত হইলে ত্রয়োদশীতেই উভয় ব্রতের পারণ হইবে। "তথাপি যদি কেহ সন্দিহান হন, তিনি দ্বাদশী দিনে চরণোদক গ্রহণ করিবেন, তাহাতেই পারণ পূর্ণ হইবে।" যাঁহারা দুই দিন ব্রত ধারণ করিবেন তাঁহাদের মধ্যে যদি কাহারও দ্বাদশী লঙ্ঘণ দোষ শঙ্কায় সন্দেহ হয় তিনি দ্বাদশীর দিবায় চরণোদক গ্রহণ করিবেন, ইহাতে পারণ পূর্ণ হইবে, এবং পরব্রতও ভঙ্গ হইবে না। এখানে দুই দিবস ব্রত সম্বন্ধেই এই পারণ ব্যবস্থা হইয়াছে। নচেৎ চরণোদক দ্বারা পারণ ব্যবস্থা হইবে কেন? অতএব ১ম বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগেও পরদিন বৃদ্ধি ক্রমে তিথি নক্ষত্র রাত্রিব্যাপি হইলে দুইদিন ব্রত ব্যবস্থেয়, অশক্তের পর দিন। ৪০

গৌতমীয় তন্ত্রে পরিষ্কার লিখিত আছে যে, তিথি ও নক্ষত্র যদি রাত্রিব্যাপী হয়, তবে দিবসে পারণ করিবে। অন্যথা পতন আশঙ্কা আছে। ৪১

এই পয়ারগুলির সহিত মূলের ঐক্য দেখি না, এই জন্য আমরা মূল শ্লোক গুলি সংযোজিত করিয়া তাহার ভাষায় অনুবাদ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলাম, পণ্ডিতজন পূর্ব্বাপর মিলাইয়া অনুধাবনপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিবেন। ৪২

অথ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্মাষ্টমী ব্রত হয়। ঐ অষ্টমীর নিশীথকালে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত কিম্বা সোম বা বুধবার হইলে কিম্বা নবমী যুক্তা অষ্টমী হইলে উপবাসে মহাফল হয়। ৪৩

স্কন্দপুরাণে লিখিত হইয়াছে। সূর্য্যোদয় কালে যদি কিঞ্চিৎ অষ্টমী থাকে পরে সমস্ত দিবারাত্র নবমী হয়, এবং এই দিন যদি বুধবার ও রোহিণী নক্ষত্র হয় এরূপ যোগ শতবর্ষেও দুর্লভ জানিবে। ৪৪

জন্মাষ্টমী ব্রতের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়। পূর্ব্ব বিদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমী বিদ্ধা অগ্রাহ্য। পর বিদ্ধা অর্থাৎ নবমী বিদ্ধা গ্রাহ্য। ইহাতে অরুণোদয় বিদ্ধা গণ্য নহে, সূর্য্যোদয় কালে কলা মাত্র সপ্তমী থাকিলে বিদ্ধা গণ্য হইবে। একাদশী ভিন্ন তিথির অরুণোদয় বিদ্ধা গ্রহণীয় নয়, সূর্য্যোদয় বিদ্ধা গ্রহণীয়। সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী রোহিনী যুক্তা হইলেও ত্যাজ্য। যোগ যুক্তা সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত ব্যবস্থা যাহা দেখা যায় তাহা অবৈষ্ণব পর, বৈষ্ণবের গ্রহণীয় নহে।

অর্দ্ধরাত্রে কলামাত্র রোহিণী যুক্তাবেধ বিহীন অষ্টমীকে জয়ন্তী কহে, অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্রোদয় হইলেই এই যোগ সংঘটিত হয়, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল। পূর্ব্বদিন যদি সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া অষ্টমী ৬০ দণ্ড ভোগ করতঃ পরদিনও কিঞ্চিৎ থাকে, তাহা হইলে যদি পূর্ব্ব দিনের সপ্তমী বেধ বিহীন শুদ্ধা অষ্টমী সোম বা বুধবার যুক্ত হয়, তবে সেই দিনেই ব্রত হইবে, কিন্তু পরদিন যদি রোহিণী যোগ হয়, তবে পূর্ব্ব দিনের সোম বুধান্বিতা শুদ্ধা অষ্টমী ছারিয়া পরদিনের রোহিণী যুক্তা নবমী বিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত হইবে। উভয় দিনই নক্ষত্র না পাইলে যে দিন সোম বুধান্বিতা অষ্টমী হইবে সেইদিন ব্রত করিবে। যদি বিশেষ কোনী যোগাদি না থাকে তবে পূর্ব্ব দিনের শুদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিয়া পরদিন অষ্টমী অন্তে পারণ করিবে। যদি অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী নক্ষত্র যোগ হয়, ও সোম বা বুধবার যুক্ত হয়, কিন্তু যদি সেই অষ্টমীর উদয় কালে কলামাত্র সপ্তমী বেধ হয়, তাহা যোগ যুক্তা হইলেও বৈষ্ণব জনের ত্যজ্যা বরং শুদ্ধা নবমীতেও ব্রত করিবে কিন্তু সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী যোগ যুক্তা হইলেও ব্রত যোগ্যা নহে। রোহিণী যুক্তা শুদ্ধা অষ্টমী পূর্ব্বাপর উভয় দিন ব্যাপিয়া থাকিলে, পূর্ব্ব দিন ব্রত হইবে পরদিন তিথি বা নক্ষত্র একের অবসানে পারণ করিবে। কেবল মাত্র নক্ষত্র বৃদ্ধি হইলে নক্ষত্র অন্তে পারণ করিবে, তিথি ও নক্ষত্র সম পরিমান হইলে উভয়ের অন্তে পারণ করিবে। তিথি ও নক্ষত্র দুইই যদি নিশা-ব্যাপী হয় তাহা হইলে তিথি নক্ষত্রের অন্ত অপেক্ষা না করিয়া দিবসেই পারণ করিবে; কিন্তু সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিলেই এরূপ হওয়া সম্ভব। অত-এব ইহা বৈষ্ণব ব্যবস্থা নহে। তিথি মধ্যে পারণে আটগুণ, নক্ষত্র মধ্যে পারণে চারি গুণ ফল ধ্বংশ হয়, অতএব উভয়ের অন্তেই পারণে যত্ন করা কর্ত্তব্য, অক্ষমগণ একের অন্তে পারণ করিবেন। অনেকানেক বৈষ্ণব উৎসবান্তে পারণ করিয়া থাকেন, গরুড় ও বায়ু পুরাণে ইহার ব্যবস্থা ও ফলশ্রুতি দেখা যায়। ব্রতের পূর্ব্ব সপ্তমীতে যথা বিধি সংযম করিবে। পারণ দিনেও নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য। মহাপ্রসাদ দ্বারা পারণ করাই উত্তম বিধান। ৪৫

আমি যাঁহার সম্পূর্ণ সাহায্যে এই, দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ কৃত বৈষ্ণবব্রতবিধান গ্রন্থ স্বকৃত টিপ্পনী সহ প্রকাশ করিলাম, মেদিনী পুরান্তর্গত এক্তারপুর মুখো-জ্জ্বল সেই ভক্তশূর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া মহোদয়কে শ্রীশচীনন্দন

সুদীর্ঘ নিরাপদ আয়ু দান করুণ। টিপ্পনীকার মুর্শিদাবাদান্তর্গত গোবরহাটীবাসী নিত্যধাম গত গদাধর সুত শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ।

সমাপ্ত।